



সিডনি শেলডন

রূপান্তর অনীশ দাস অপু



পুরুষটি চায় ক্ষমতা

নারীটি চায় প্রতিশোধ...

'প্রিয় ডায়েরি, আজ সকালে এমন একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যাকে বিয়ে করতে চলেছি আমি'

এক তরুণীর ডায়েরীর প্রথম পৃষ্ঠার এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝার উপায় নেই আসলে কী ঘটতে চলেছে।

লেসলি স্টুয়ার্ট

অপূর্ব সুন্দরী, উচ্চাকাঙ্খী এক নির্বাহী কর্মকর্তা। সে জানে কোনও কোনও পুরুষের কাছে ক্ষমতাই সবচেয়ে কামনার বস্তু।

অলিভার রাসেল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট দক্ষিণী রাজ্যের সুদর্শন গভর্নর। নারী যে নরকের চেয়েও ভয়ংকর হতে পারে জানা ছিল না তার।

দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস

এ কাহিনী গড়ে উঠেছে দু'জন মানুষকে নিয়ে যারা এগিয়ে যায় অনিবার্য সংঘাতের দিকে। অলিভার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার কৌশল অবলম্বন করে, লেসলি এমন এক চাল চালে যে অলিভার ভাবতে বাধ্য হয় সে জন্ম না নিলেই বুঝি ভালো হতো। তবে দু'জনের কেউই জানেনা অতি সুনিপুণ পরিকল্পনাও বিপজ্জনকভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে- নিয়ে যেতে পারে ভয়ংকর পরিণতির দিকে।

লেসলি স্টুয়ার্টের ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাটি শুরু হয়েছে এভাবে :

প্রিয় ডায়েরি, আজ সকালে এমন একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যাকে বিয়ে করতে চলেছি আমি।

খুব সাধারণ একটি কথা। কিন্তু কেউ জানে না এ-শব্দমালা আসলে নাটকীয় কিছু ঘটনার সূচনা করল যা অচিরেই ঘটতে চলেছে।

লেসলি স্টুয়ার্টের জ্যোতিষশাস্ত্রে কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু সেদিন সকালে লেক্সিংটন হেরাল্ডলিডার পত্রিকার পাতা ওল্টানোর সময় জোলটেয়ারের লেখা রাশিফলে আটকে গেল তার চোখ। ওতে লেখা :

সিংহ রাশি (যাদের জন্ম ২৩ জুলাই থেকে ২২ আগস্ট)।

নতুন চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হবে আপনার প্রেমজীবন। চন্দ্র এখন আপনার তুঙ্গে। আপনার জীবনে উত্তেজক একটি ঘটনা আজ ঘটতে চলেছে। যাকে আপনার সঙ্গে মানাবে তার রাশি কন্যা। আজ আপনার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিন। দিনটি উপভোগ করার জন্য প্রস্তুত হোন।

কিসের জন্য প্রস্তুত হব? ভাবল লেসলি। আর দশটা দিনের মতো আজকের দিনটাও একই রকম কেটে যাবে। ভিন্ন কিছু ঘটবে না। জ্যোতিষশাস্ত্র আসলে ভুয়া জিনিস। বোকারাই এতে বিশ্বাস করে।

কেনটাকির লেক্সিংটন বেইলি অ্যান্ড টমকিনস ফার্মের একজন পাবলিক রিলেশন্স অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং এক্সিকিউটিভ লেসলি স্টুয়ার্ট। আজ বিকেলে তিন জায়গায় মিটিং আছে ওর। প্রথম বৈঠক হবে কেনটাকি ফার্টিলাইজার কোম্পানির সঙ্গে। এর নির্বাহীরা উত্তেজিত, কারণ লেসলি তাদের নতুন ক্যাম্পেইনে কাজ করছে। শুরুটা চমৎকার। *যদি গোলাপের গন্ধ নিতে চান...।* দ্বিতীয় বৈঠক ব্রিডার্স স্টাড ফার্মের সঙ্গে এবং তৃতীয় বৈঠক লেক্সিংটন কয়লা কোম্পানির সঙ্গে। এর মধ্যে এমন কী থাকতে পারে যার জন্য দিনটা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে?

লেসলি স্টুয়ার্টের বয়স বাইশ। মেদহীন, চমৎকার একহারা গড়ন। চোখজোড়া ধূসর, স্বপ্নময়। গালের হাড় উঁচু, মধুরঙা নরম চুল কোমর ছাপিয়েছে। লেসলির এক বন্ধু একবার ওকে বলেছিল, 'তুমি যদি সুন্দরী হও এবং তোমার মস্তিষ্কে যদি থাকে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও চমৎকার একটি যোনি, বিশ্ব জয় করতে পারবে তুমি।'

লেসলি স্টুয়ার্ট সুন্দরী, তার আইকিউ ১৭০ এবং প্রকৃতি তার শরীরে নারীসুলভ সমস্ত সুষমা ঢেলে দিয়েছে অকৃপণ হাতে। তবে তার চেহারা একটা অসুবিধে করে দিয়েছে। পুরুষরা ওকে প্রায়ই প্রস্তাব দেয় কিন্তু খুব কম পুরুষই ওকে বোঝার চেষ্টা করে।

বেইলি অ্যান্ড টমকিনসে দুজন সেক্রেটারি ছাড়া লেসলিই একমাত্র মহিলা। এ প্রতিষ্ঠানে পুরুষকর্মীর সংখ্যা পনেরো। একহপ্তাও লাগেনি লেসলি জেনে গেছে সে এসব পুরুষের যে-কারও চেয়ে ঘটে বেশি বুদ্ধি রাখে। তবে এ আবিষ্কারের বিষয়টি নিজের মধ্যে গোপন রেখেছে লেসলি।

প্রথমদিকে ফার্মের দুজন পার্টনারই—চল্লিশোর্ধ্ব ছাতির মতো মোটা, মৃদুভাষী জিম বেইলি এবং হাইপারটেনশনের রোগী ত্রিশোর্ধ্ব আল টমকিনস—লেসলিকে বিছানায় নিতে চেয়েছে।

খুব সহজভাবে এদেরকে বাধা দিয়েছে লেসলি। 'আরেকবার একথা বলুন, সঙ্গে সঙ্গে আমি চাকরি ছেড়ে দেব।'

ঘটনার পরিসমাপ্তি ওখানেই। লেসলির মতো করিতকর্মা মেয়েকে ওরা হারাতে চায়নি।

চাকরিতে যোগ দেয়ার প্রথম হপ্তায়, কফি ব্রেকের সময় লেসলি তার সহকর্মীদের একটি জোক শুনিয়েছিল :

> 'তিনজন পুরুষ এসেছে এক মহিলা জ্বিনের কাছে। জ্বিন বলল সে তাদের তিনটে ইচ্ছা পূরণ করবে। প্রথম পুরুষটি বলল, 'আমি পঁচিশ ভাগ স্মার্ট হতে চাই।' জ্বিন চোখ টিপল। লোকটা বলল, 'হেই, নিজেকে আমার খুব স্মার্ট মনে হচ্ছে।'
>
> 'দ্বিতীয় পুরুষ বলল, 'আমি পঞ্চাশ ভাগ স্মার্ট হতে চাই।' চোখ টিপল জ্বিন। লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাহ্, চমৎকার, আমার মনে হচ্ছে আমি এখন পৃথিবীর সবকিছু জানি।'
>
> তৃতীয় পুরুষ বলল, 'আমি শতভাগ স্মার্ট হতে চাই।' জ্বিন চোখ টিপল। লোকটার রূপান্তর ঘটল নারীতে।

লেসলি টেবিলের পুরুষদের দিকে তাকাল। তারা ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কেউ হাসছে না। লেসলি কী বলতে চেয়েছে বুঝতে পেরেছে সবাই।

জ্যোতিষীর ঘোষিত উল্লেখযোগ্য দিনে, সকাল এগারোটায় লেসলির ছোট্ট, সংকীর্ণ অফিসকক্ষে ঢুকল জিম বেইলি।

'আমরা এক নতুন ক্লায়েন্ট পেয়েছি,' ঘোষণা করল সে। 'আমি চাই তুমি কাজটা নাও।'

ফার্মের যে-কারও চেয়ে বেশি কাজ করে লেসলি। তবে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে আপত্তি নেই তার।

'বেশ,' বলল সে। কে সে?'

'সে নয়, তিনি। অলিভার রাসেলের নাম শুনেছ, নিশ্চয়?'

অলিভার রাসেলের নাম সবাই জানে। সে স্থানীয় এক অ্যাটর্নি, গভর্নর পদপ্রার্থী। কেনটাকির সব জায়গার বিলবোর্ডে তার ছবি। অত্যন্ত উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের অলিভার রাসেলের বয়স পঁয়ত্রিশ, রাজ্যের সবচেয়ে যোগ্য ব্যাচেলর হিসেবে স্বীকৃত। লেক্সিংটনের প্রধান টিভি-চ্যানেলগুলোর সমস্ত টকশোতে অংশ নেয় অলিভার রাসেল। রেডিও আছে। অত্যন্ত সুদর্শন, ঘন কালো চুল, অন্তর্ভেদী কালো চোখ, সুগঠিত শরীর, উষ্ণ হাসি। শ্রুতি আছে, লেক্সিংটনের অভিজাত মহিলাদের এমন কেউ নেই যাকে বিছানায় নিয়ে যায়নি অলিভার রাসেল।

'হুঁ। আমি শুনেছি তার নাম। তাঁকে নিয়ে কী করছি আমরা?'

'তাঁকে কেন্টাকির গভর্নর বানাতে সাহায্য করব। উনি কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পৌছাবেন।'

কয়েক মিনিট পরেই আগমন ঘটল অলিভার রাসেলের। ছবির চেয়েও হ্যান্ডসাম লাগল তাঁকে মুখোমুখি দেখায়।

লেসলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল তার। উষ্ণ হাসি মুখে ফোটাল রাসেল। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি আমার নির্বাচনী প্রচারণা চালাবেন জেনে আনন্দবোধ করছি।'

যেমনটি ভেবেছিল লেসলি, এ লোক সম্পূর্ণ তার বিপরীত। আশ্চর্য সারল্য রয়েছে মানুষটার মধ্যে। একমুহূর্তের জন্যে কথার খেই হারিয়ে ফেলল লেসলি।

'আ- ধন্যবাদ। প্লিজ, বসুন।'

বসল অলিভার রাসেল।

'শুরু থেকেই শুরু করি,' বলল লেসলি। 'গভর্নর পদের জন্য লড়ছেন কেন?'

'খুব সরল কারণে। কেনটাকি চমৎকার একটি রাজ্য। আমরা এটা জানি কারণ আমরা এখানে বাস করি, এর জাদু উপভোগ করি। তবে দেশের বেশিরভাগ মানুষের ধারণা আমরা জংলী ছাড়া কিছু নই। আমি এ-ধারণা পাল্টে দিতে চাই। একডজন রাজ্য একত্রিত করলেও কেনটাকি একা যা দিতে পারবে, অন্যরা তা পারবে না। এদেশের ইতিহাস এখান থেকে শুরু। আমেরিকার প্রাচীনতম ক্যাপিটাল নির্মাতাদের আমরা একজন। এদেশকে কেনটাকি দুজন প্রেসিডেন্ট উপহার দিয়েছে। এদেশ ডেনিয়েল বুন, কিট কারসন এবং বিচারপতি রয় বিনের দেশ। বিশ্বের সেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও দেখা মেলে এখানে—চমৎকার গুহা, কি সবুজ ঘাসের মাঠ—সবকিছু আছে। আমি পৃথিবীর বাকি সবার জন্য এর সৌন্দর্য উন্মুক্ত করতে চাই।'

গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলে অলিভার রাসেল। তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে লেসলি। মনে পড়ল জ্যোতিষীর কলাম : *নতুন চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হবে*

আপনার প্রেমজীবন। চন্দ্র এখন আপনার তুঙ্গে। আজ আপনার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিন। দিনটি উপভোগ করার জন্য প্রস্তুত হোন।

অলিভার রাসেল বলছে, 'আমার মতো আপনিও যদি বিষয়গুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না করেন তাহলে ফলপ্রসূ হবে না নির্বাচনী প্রচারণা।'

'বিশ্বাস করি,' চট করে বলল লেসলি। 'আমি এতে কাজ করতে আগ্রহী।' একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই।'

'আপনার কী রাশি?'

'কন্যা।'

অলিভার রাসেল চলে যাওয়ার পর জিম বেইলির অফিসে ঢুকল লেসলি। 'ওকে আমার পছন্দ হয়েছে,' বলল সে।

'খুব সিনসিয়ার। গভর্নর হিসেবে চমৎকার হবেন ভদ্রলোক।' চিন্তিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জিম। 'ব্যাপারটা সহজ হবে না।'

বিস্মিত দেখাল লেসলিকে। 'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেইলি, 'আমি ঠিক নিশ্চিত নই। কিছু একটা ঘটছে যা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। বিলবোর্ড এবং টিভিতে রাসেলকে দেখেছ তুমি?'

'জি।'

'ওসব জায়গায় তাঁর আর ছবি যাচ্ছে না।'

'বুঝলাম না। কেন?'

'কেউ জানে না কেন। তবে নানা অদ্ভুত গুজব শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি হল—কেউ রাসেলকে পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। তার নির্বাচনী প্রচারণার সমস্ত টাকা জোগাচ্ছিল সেই অদৃশ্যজন। হঠাৎ করে সে ত্যাগ করে রাসেলকে।'

'নির্বাচনী প্রচারণার মাঝখানে? ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না, জিম।'

'জানি।'

'উনি আমাদের কাছে এলেন কেন?'

'কারণ তিনি প্রচারণা চান। আমার ধারণা তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁর ধারণা তিনি ভিন্ন কিছু করে দেখাতে পারবেন। তিনি আমাদেরকে দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে চান এতে পয়সা কম খরচ হবে বলে। আরও বিজ্ঞাপন করার মতো যথেষ্ট টাকা তাঁর হাতে নেই। আমরা তাঁর জন্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারব, খবরের কাগজে ছাপতে পারব তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন।' মাথা নাড়ল সে। 'গভর্নর এডিসন তাঁর ক্যাম্পেইনে প্রচুর টাকা ঢালছেন। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত রাসেল খুব ভালো একজন গভর্নর হতে পারবেন।'

সে রাতে লেসলি তার নতুন ডাইরির প্রথম পৃষ্ঠায় লিখল :

প্রিয় ডায়রি, আজ সকালে সেই মানুষটির দেখা পেয়েছি যাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।

লেসলি স্টুয়ার্ট ছেলেবেলা থেকে অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণি। তার বাবা লেক্সিংটন কম্যুনিটি কলেজের ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক, মা গৃহবধূ। লেসলির বাবা একজন সুদর্শন পুরুষ, দেশপ্রেমিক এবং বুদ্ধিজীবী। বাবা হিসেবেও সন্তানের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল। মেয়ে-অন্ত প্রাণ। মেয়েও বাপকে ছাড়া কিছু বোঝে না। তাঁর চোখে তাঁর মেয়ের মতো সুন্দরী, বুদ্ধিমতী কেউ নেই। তাঁর ধারণা লেসলি কোনো ভুল করতে পারে না। লেসলির নবম জন্মদিনে বাবা তাকে চমৎকার বাদামি রঙের একটি ভেলভেটের পোশাক কিনে দিয়েছিলেন। মেয়েকে পোশাক পরিয়ে বন্ধুবান্ধবদেরকে বলতেন, 'ওকে খুব সুন্দর লাগছে, না?'

নবম জন্মদিনের একবছর পরে এক সকালে লেসলির সুন্দর জীবনের অবসান ঘটল। মা'র গাল ভেজা, মেয়েকে ধরা গলায় বললেন, 'সোনা, তোমার বাবা আমাদেরকে ছেড়ে... চলে গেছেন।'

লেসলি প্রথমে বুঝতে পারল না কথাটা। 'বাবা ফিরবে কবে?'

'আর ফিরবে না।'

শব্দ তিনটে ধারালো ছুরির মতো আঘাত করেছিল লেসলিকে।

আমার মা বাবাকে সরিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে লেসলি। মা'র জন্য মায়া হয়েছে তার। কারণ এখন বিচ্ছেদ হবে, মামলা উঠবে কোর্টে, কে সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে পারবে এ নিয়ে মামলা। *ওর বাবা লেসলিকে ছেড়ে থাকতেই পারবেন না। বাবা আমার জন্যে হলেও ফিরে আসবেন।* মনে মনে বলেছে লেসলি।

কিন্তু সপ্তাহ চলে গেল। বাবা ফোন করলেন না মেয়েকে। ওরাই বাবাকে আমার কাছে আসতে দিতে চাইছে না, ভাবল লেসলি। *মা বাবাকে শাস্তি দিচ্ছে।*

লেসলির বড়খালা বাচ্চাটাকে একদিন বললেন তাকে নিয়ে আদালতে কোনো মামলা হচ্ছে না। লেসলির বাবা এক বিধবার প্রেমে পড়েছেন। মহিলা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। বাবা লাইমস্টোন স্ট্রিটে ওই মহিলার বাড়িতে থাকছেন।

একদিন ওরা কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে, লেসলির মা একটি বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে তোমার বাবা থাকেন।'

লেসলির খুব ইচ্ছে করল বাপের সঙ্গে দেখা করবে। *বাবা আমাকে দেখলে,* ভাবল সে, *বাড়ি ফিরে আসতে চাইবেন।*

এক শুক্রবার, স্কুল ছুটির পরে লেসলি লাইমস্টোন স্ট্রিটের বড়িতে গেল। দরজার বেল টিপল। লেসলির বয়সী একটি মেয়ে খুলল দরজা। পরনে বাদামি ভেলভেটের ড্রেস। লেসলি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

কৌতূহল নিয়ে মেয়েটি তাকাল। 'কে তুমি?'

পালিয়ে এল ওখান থেকে লেসলি।

লেসলি দেখতে পেল তার মা ক্রমে গুটিয়ে যাচ্ছেন নিজের মধ্যে। জীবন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। 'ভগ্ন হৃদয়ের মৃত্যু' ধরনের বাগধারা লেসলির কাছে হাস্যকর বিষয় মনে হত। কিন্তু লক্ষ করল মা যেন ওই বাগধারার মতো আস্তে আস্তে শুকিয়ে, মরে যাচ্ছেন। একদিন এভাবেই মারা গেলেন মা। লোকে লেসলিকে তার মার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিত, 'ভগ্ন হৃদয়ের কারণে মারা গেছেন তিনি।'

লেসলি প্রতিজ্ঞা করল কোনো পুরুষকে তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার সুযোগ সে কোনোদিন দেবে না।

মার মৃত্যুর পরে খালার বাড়ি চলে গেল লেসলি। ভর্তি হল ব্রায়ান স্টেশন হাইস্কুলে। গ্রাজুয়েশন করল কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কলেজে চূড়ান্তবর্ষের ছাত্রী থাকাকালীন সে বিউটি কুইন পুরস্কার জিতল। মডেলিঙের প্রচুর অফার এল। কিন্তু প্রতিটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল লেসলি।

জীবনে দুটি প্রেম করেছে লেসলি। কোনোটাই স্থায়ী হয়নি। একজন ছিল কলেজ ফুটবল হিরো, অপরজন অর্থনীতির অধ্যাপক। দুজনের ব্যাপারেই দ্রুত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে লেসলি। কারণ ওদের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ ছিল সে।

গ্রাজুয়েশন করার ঠিক আগে আগে মারা গেলেন খালা। লেসলি স্কুল শেষ করল। বেইলি অ্যান্ড টমকিনস-এ চাকরির জন্য আবেদন করল। এদের অফিস ভাইন স্ট্রিটে, ইউ-আকারের একটি ভবনে, ছাদ কপারের, উঠোনে একটি ঝর্না আছে।

সিনিয়র পার্টনার জিম বেইলি লেসলির বায়োডাটা দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'চমৎকার। আপনার চাকরিটা হয়ে যাবে। আমাদের একজন সেক্রেটারি দরকার।'

'সেক্রেটারি? আমি ভেবেছিলাম—'

'কী?'

'কিছু না।'

সেক্রেটারি হিসেবে কাজ শুরু করল লেসলি। সবগুলো বৈঠকে হাজির থেকে নোট নেয় সে, তবে সারাক্ষণ মনে ঘুরপাক খেতে থাকে কীভাবে অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইনগুলোর উন্নতি ঘটানো যায় তা নিয়ে। এক সকালে এক অ্যাকাউন্ট নির্বাহী বলেছিল, 'র‍্যাঙ্কো বিফ চিলি'র জন্য যথার্থ একটা লোগোর কথা ভেবেছি আমি। ক্যানের লেবেলে দেখাব এক কাউবয় একটা মরাগরুর গলায় রশি পরাচ্ছে। এতে বোঝানো হবে মাংসটা খাঁটি এবং—'

ভয়ংকর বাজে আইডিয়া, ভাবল লেসলি। সবাই কটমট করে তাকাল তার দিকে। লেসলি বুঝতে পারল সে আসলে উচ্চকিত কণ্ঠে প্রকাশ করে ফেলেছে নিজের ভাবনা।

'আইডিয়াটা বাজে কেন তা কি ব্যাখ্যা করবেন, ইয়ং লেডি?'

গভীর দম নিল লেসলি। 'লোকে যখন মাংস খাবে তখন তাদের মনে পড়ে যাবে মরা প্রাণীর গোশত খাচ্ছে তারা।'

পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। খুকখুক কাশল জিম বেইলি। 'আইডিয়াটি নিয়ে আমাদের আরও ভাবনা-চিন্তা করা উচিত।'

পরের হপ্তায়, নতুন একটি সৌন্দর্য-সাবান কীভাবে বাজারজাত করা হবে তার পাবলিসিটি নিয়ে মিটিং হচ্ছে। এক এক্সিকিউটিভ প্রস্তাব দিল, 'আমরা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীদের এতে ব্যবহার করব।'

'মাফ করবেন,' ভীরু গলায় বলল লেসলি। 'এ কাজ আগেও করা হয়েছে। আমাদের বিউটি সোপ যে ইউনিভার্সাল তা দেখানোর জন্য সারা পৃথিবী থেকে সুন্দরী ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদেরকে ব্যবহার করি না কেন?'

বৈঠকের পরে পুরুষরা আবিষ্কার করল তারা লেসলির মতকেই গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি।

একবছর পরে জুনিয়র কপিরাইটারের দায়িত্ব পেল লেসলি। দু বছর বাদে তার পদোন্নতি ঘটল অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভে। অ্যাডভার্টাইজিং এবং পাবলিসিটি দুটো বিভাগই সে দেখছে।

লেসলি এবং অলিভার রাসেল ট্রায়াঙ্গল পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসে আছে। অলিভার দিনকয়েক আগে লেসলিদের এজেন্সির কাছে এসে বলেছিল সে এজেন্সি ফি বহন করতে পারবে না। তবে লেসলি তাকে অনুরোধ করেছে হাল ছেড়ে না দিতে। বলেছে তারা রাসেলের জন্য ফি কমাবে।

আজকের দিনটি চমৎকার। লেক থেকে ভেসে আসছে মৃদুমন্দ বাতাস। 'রাজনীতি আমি ঘৃণা করি,' বলল অলিভার রাসেল।

অবাকচোখে তার দিকে তাকাল লেসলি, 'তাহলে আপনি কেন—

'কারণ সিস্টেমটা আমি বদলে ফেলতে চাই, লেসলি। লবিয়িস্ট আর কর্পোরেশনগুলো ক্ষমতায় ভুল লোকদের বসাচ্ছে এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেক কাজ আছে যা আমি করতে চাই।' আবেগে কাঁপছে রাসেলের কণ্ঠ।

'যারা দেশ চালাচ্ছে তারা দেশটাকে বুড়োদের ক্লাবে পরিণত করেছে। নিজের কথাই শুধু তারা ভাবে, জনগণের কথা নয়। এটা ঠিক না। আমি এসব অন্যায়ের প্রতিকার করব।'

অলিভার কথা বলছে, শুনছে লেসলি। ভাবছে এ লোক পারবে। এর মধ্যে উত্তেজনা আছে। সত্যি হল অলিভার রাসেলের মধ্যে সবকিছুই উত্তেজক দেখছে লেসলি। কোনো পুরুষের জন্য এরকম অনুভূতি আগে কখনও হয়নি তার। কিন্তু অলিভার রাসেলকে নিজের অনুভূতির কথা কী করে জানাবে লেসলি?

পার্কে যত লোক ঢুকছে, হাঁটা-চলা করছে, প্রায় সবাই এসে হ্যান্ডশেক করে

যাচ্ছে অলিভারের সঙ্গে, তার সাফল্য কামনা করছে। মেয়েরা কটমট করে তাকাচ্ছে লেসলির দিকে। *এরা বোধহয় সবাই রাসেলের সঙ্গে বিছানায় গেছে*, ভাবল লেসলি। *অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না।*

লেসলি শুনেছে এক সিনেটরের মেয়ের সঙ্গে ডেটিং করছে অলিভার রাসেল। ওরা কি বিছানায় গেছে? ভাবল লেসলি। পরক্ষণে চোখ রাঙাল নিজেকে। এতে ওর কী এসে যায়!

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অলিভারের নির্বাচনী প্রচারণার দৈন্যদশা চলছে। কর্মচারীদের বেতন দেয়ার সামর্থ্য নেই; টিভি, রেডিও কিংবা খবরের কাগজে কোনো বিজ্ঞাপন দিতে পারছে না; এভাবে গভর্নর ক্যারি অ্যাডিসনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা মুশকিল, পেরে ওঠা দূরে থাক। লেসলি অলিভারকে কোম্পানি পিকনিক, কারখানা, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে লাগল। তবে এতে যে খুব একটা লাভ হবে না বুঝতে পারছেও। তাই হতাশবোধ করছে।

'সর্বশেষ জরিপ দেখেছ?' লেসলিকে জিজ্ঞেস করল জিম বেইলি।

'তোমার প্রার্থী তলায় নেমে যাচ্ছে।'

শেজনুসে ডিনার করছে লেসলি এবং অলিভার। 'তেমন কাজ হচ্ছে না, তাই না?' শান্ত গলায় জানতে চাইল অলিভার।

'এখনও অনেক সময় আছে,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল লেসলি, 'ভোটাররা যখন আপনার সম্পর্কে জানতে পারবে—'

মাথা নাড়ল অলিভার। 'জরিপ দেখেছি আমি। আপনি আমার জন্য যা করছেন তা এককথায় অসাধারণ, লেসলি।'

টেবিলের ওপাশে বসা লেসলি তাকাল অলিভারের দিকে। *এর মতো চমৎকার পুরুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। অথচ এর কোনো সাহায্যে আমি আসতে পারছি না।* ইচ্ছে করছে ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়।

ওরা টেবিল ছেড়ে উঠছে, এক লোক দুটি ছোটমেয়ে আর এক মহিলাসহ এগিয়ে এল টেবিলের দিকে।

'অলিভার, কেমন আছ তুমি?' লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়। এক চোখে কালোরঙের তাপ্পিতে জলদস্যুর মতো লাগছে তাকে।

হাত বাড়িয়ে দিল অলিভার। 'হ্যালো, পিটার। এসো লেসলি স্টুয়ার্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। লেসলি, এ পিটার টেগার।'

'হ্যালো, লেসলি,' টেগার তার পরিবারের দিকে ইঙ্গিত করল।

'এ আমার স্ত্রী বেটসি। আর ওরা আমার দুই মেয়ে এলিজাবেথ এবং রেবেকা।' তার কণ্ঠে গর্ব।

পিটার টেগার ফিরল অলিভারের দিকে। 'যা ঘটেছে তার জন্য আমার খুবই খারাপ লেগেছে। খুবই লজ্জার ব্যাপার। কাজটা করতে চাইনি কিন্তু উপায়ও ছিল না।

'আমি বুঝতে পারছি, পিটার।'

'তোমার জন্য যদি কিছু করতে পারি—'

'কিছু করতে হবে না। আমি ভালোই আছি।'

'তুমি জানো আমি সবসময় তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।'

বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞেস করল লেসলি, 'ঘটনা কী?'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল অলিভার, থেমে গেল। 'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

লেক্সিংটনের ব্রান্ডিওয়াইন সেকশনে এক-বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে লেসলি। অলিভার রাসেলকে নিয়ে বাড়ি আসছে লেসলি, ইতস্তত গলায় রাসেল বলল, 'লেসলি, আমি জানি তোমার এজেন্সি আমার জন্য খামোকা চেষ্টা করছে। তবে আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের সময় নষ্ট করছ। আমি এখন প্রার্থিতা পরিহার করলেই ভালো হবে।'

'না,' বলল লেসলি। গলার দৃঢ়স্বরে অবাক হয়ে গেল নিজেই।

'তুমি ছাড়বে না। একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।'

অলিভার তাকাল ওর দিকে। 'ব্যাপারটা নিয়ে তুমি খুব ভাবছ তাই না?'

'হ্যাঁ,' মৃদুগলায় জবাব দিল লেসলি। 'ভাবছি।'

বাড়ি পৌঁছে গেল ওরা। লেসলি গভীর দম নিল। 'ভেতরে আসবে না?'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভার, 'আসব।'

প্রথমে সাড়াটা কে দিয়েছিল মনে নেই লেসলির। শুধু মনে আছে ওরা পরস্পরের বস্ত্রহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে সেঁধিয়ে যায় অলিভারের বাহুতে, বুনো উন্মাদনায় মেতে ওঠে দুজনে। সারারাত ওরা প্রেম করে। অলিভারের যৌনতৃষ্ণার যেন শেষ নেই। এমন তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা জীবনে হয়নি লেসলির। অলিভারের মতো সেও আদিম উন্মাদনায় জানোয়ার বনে যায়।

পরদিন সকাল। কমলালেবুর রস, স্ক্রাম্বল্ড এগ আর বেকন দিয়ে নাস্তা করার সময় লেসলি বলল, 'শুক্রবার গ্রিন রিভার লেক-এ পিকনিক আছে, অলিভার। প্রচুর লোক আসবে ওখানে। তুমি বক্তৃতা দেবে। আমি রেডিওতে ঘোষণার ব্যবস্থা করে জানিয়ে দেব তুমি পিকনিকে যাচ্ছ। তারপর—'

'লেসলি,' আপত্তি জানাল অলিভার। 'রেডিওর সময় কেনার মতো টাকা আমার নেই।'

'আহ্, ও নিয়ে ভেবো না তো,' হালকা গলায় বলল লেসলি, 'এজেন্সি সব ব্যবস্থা করবে।'

লেসলি জানে এজেন্সি একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করবে না। টাকাটা সে-ই দেবে। জিম বেইলিকে বলবে রাসেলের এক ভক্ত টাকা দিয়েছে। কথাটা তো মিথ্যা নয়, ওর সাহায্যের জন্য যা করা দরকার আমি করব, ভাবল সে।

গ্রিন রিভার লেক-এ দুশো লোক এল। অলিভার তাদের সামনে দারুণ বক্তৃতা দিল।

'এ দেশের অর্ধেক মানুষ ভোট দেয় না,' বলল সে। 'বিশ্বের যে-কোনো শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ভোটদাতার সংখ্যা সবচেয়ে কম—পঞ্চাশ শতাংশও নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন চাইলে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে। নিজ দায়িত্বে এর পরিবর্তন আনতে হবে। শীঘ্রি নির্বাচন আসছে। আপনি আমাকে বা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যাকেই ভোট দিন না কেন, ভোট অবশ্যই দেবেন।'

সবাই হাততালি দিল ওর কথা শুনে।

লেসলি অলিভারের জন্য যতগুলো সম্ভব অনুষ্ঠানে হাজির থাকার ব্যবস্থা করল। সে শিশুদের একটি ক্লিনিক উদ্বোধনীতে সভাপতিত্ব করল; কথা বলল মহিলা, শ্রমিক প্রভৃতি দলের সঙ্গে; গেল চ্যারিটি এবং বৃদ্ধানিবাস কেন্দ্রে। তবু জরিপ থেকে ছেঁচড়ে নেমে যেতে লাগল সে। নির্বাচনী প্রচারণা যখন করে না, একত্রে সময় কাটায় অলিভার ও লেসলি। তারা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায় ট্রায়াঙ্গল পার্ক, শনিবার সন্ধ্যাটা কাটায় অ্যান্টিক পার্কে, ডিনার করে আ লা লুসিতে। অলিভার গ্রাউন্ডহগ ডেতে ফুল উপহার দেয় লেসলিকে, অ্যানসারিং মেশিনে প্রেমময় ম্যাসেজ রাখে: 'ডার্লিং— কোথায় তুমি? আই মিস ইউ, মিস ইউ, মিস ইউ।'

লেক্সিংটনের কাছের ছোট শহর ভার্সাইল-এর এক সন্ধ্যায় অলিভার বাড়িতে ডিনারের ব্যবস্থা করল।

ওর রান্না খেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করল লেসলি। 'তুমি রাঁধুনি হিসেবে, দারুণ। আসলে তোমার সবকিছুই চমৎকার, সুইটহার্ট।'

'থ্যাংক ইউ, মাই লাভ,' হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল অলিভারের। 'তোমার জন্য ছোট একটি সারপ্রাইজ আছে। আসছি এখুনি,' বেডরুমে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে এল ছোট একটি বোতল নিয়ে। ভেতরে তরল, স্বচ্ছ একটা পদার্থ।

'এই যে তোমার সারপ্রাইজ,' বলল অলিভার।

'কী এটা?'

'একসট্যাসি বা উল্লাসের নাম শুনেছ?'

'নাম শুনেছি? আমি তো এখন উল্লাসের মধ্যেই আছি।'

'আমি ড্রাগ একসট্যাসির কথা বলছি। এ হল তরল একসট্যাসি! দারুণ কামোদ্দীপক।'

ভুরু কোঁচকাল লেসলি। 'ডার্লিং—এটা তোমার দরকার নেই। আমাদের এর প্রয়োজন নেই। এটা বিপজ্জনক।' ইতস্তত করল সে, 'তুমি এটা প্রায়ই ব্যবহার করো নাকি?'

হেসে উঠল অলিভার। 'না, করি না। অমনভাবে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থেকো না তো। আমার এক বন্ধু জিনিসটা দিয়ে ব্যবহার করতে বলেছে, এবারই প্রথম ব্যবহার করব।'

'করতে হবে না,' বলল লেসলি। 'ফেলে দাও।'

'ঠিক আছে। ফেলে দিচ্ছি।' বাথরুমে গেল অলিভার। এক মুহূর্ত পরে টয়লেট ফ্লাশ করার শব্দ শুনতে পেল লেসলি। অলিভার ঢুকল ঘরে।

'ফেলে দিয়েছি,' মুচকি হাসল সে। 'বোতলের একসট্যাসির কী দরকার? আমার কাছে এরচেয়ে ভালো জিনিস আছে।' লেসলিকে বাহুডোরে টেনে নিল অলিভার।

শনিবারের এক সকাল। ব্রিকস ইন্টারেস্টেট পার্ক-এ হাইকিং করছে অলিভার এবং লেসলি। ওদেরকে ঘিরে থাকা শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

'এদিকটাতে আগে কখনো আসিনি আমি,' বলল লেসলি।

'খুব ভালো লাগবে তোমার,' বলল অলিভার।

রাস্তায় তীক্ষ্ণ একটা বাঁকের দিকে এগোল ওরা। ঘুরছে, দাঁড়িয়ে পড়ল লেসলি। বিস্মিত। রাস্তার মাঝখানে কাঠের একটি ফলকে হাতে লেখা : লেসলি, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

বুকে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল লেসলির। ঘুরল অলিভারের দিকে। হারিয়ে ফেলেছে ভাষা।

ওকে জড়িয়ে ধরল অলিভার। 'করবে?'

আমি এত ভাগ্যবতী কেন? ভাবল লেসলি। অলিভারকে শক্ত করে দু'হাতের বন্ধনে বাঁধল ও, ফিসফিস করল, 'হ্যাঁ, ডার্লিং। অবশ্যই করব।'

'গভর্নরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কিনা কথা দিতে পারছি না, তবে আইনজীবী হিসেবে আমি মন্দ নই।'

অলিভারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল লেসলি, 'তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

কয়েকদিন পরে। এক রাতে ডিনারে, অলিভারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে লেসলি, বেজে উঠল ফোন।

'ডার্লিং,' বলল অলিভার। 'আমি খুবই দুঃখিত। আজ রাতে হঠাৎ একটা মিটিঙে যেতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। আমাকে মাফ করে দেয়া যায় না?'

হাসল লেসলি। নরম গলায় বলল, 'তোমাকে মাফ করে দেয়া হল।'

পরদিন স্টেট জার্নাল উল্টাতে গিয়ে একটা খবরে চোখ আটকে গেল লেসলির। হেডলাইনে লেখা : কেনটাকি নদীতে তরুণীর লাশ। লিখেছে : আজ সকালে বিশ/বাইশ বছর বয়সী এক তরুণীর নগ্ন লাশ লেক্সিংটন থেকে দশ মাইল পুবে, কেনটাকি নদীতে ভাসতে দেখে পুলিশ। তারা লাশ উদ্ধার করার পর অটোপসি

করতে দিয়েছে। অটোপসির ফলাফল পাবার পরে তরুণীর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে...'

খবরটা পড়ে শিউরে উঠল লেসলি। *এত কম বয়সে মৃত্যু? ওর কোনো প্রেমিক ছিল? কিংবা স্বামী? মেয়েটি তো আমারই বয়সী। আমি এখনো বেঁচে আছি। এবং বেশ ভালোভাবেই আছি। সৃষ্টিকর্তাকে এজন্য ধন্যবাদ।*

আসন্ন বিয়ে নিয়ে সবাই আলোচনায় মশগুল। লেক্সিংটন ছোট শহর। আর অলিভার রাসেল একজন জনপ্রিয় মানুষ। দম্পতি হিসেবে অলিভার এবং লেসলিকে মানাবে চমৎকার। অলিভার সুদর্শন, লেসলি অপূর্ব সুন্দরী, চমৎকার তার দেহ-সৌষ্ঠব, স্বর্ণকেশী। বাতাসের বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়ছিল।

'আশা করি উনি বুঝতে পারছেন উনি কত সৌভাগ্যবান,' বলল জিম বেইলি।

হাসল লেসলি, 'আমরা দুজনেই সৌভাগ্যভান।'

'তোমরা কি গোপনে বিয়ে করবে?'

'না। অলিভার ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ে করার পক্ষে। ক্যালভেরি চ্যাপেল চার্চে আমাদের বিয়ে হবে।'

'কবে?'

'মাস দেড়েকের মধ্যে।'

কয়েকদিন পরে স্টেট জার্নাল-এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর ছাপা হল : কেনটাকি নদীতে পাওয়া তরুণীর লাশের অটোপসি করা হয়েছে। মেয়েটির নাম লিসা বারনেট, পেশায় সেক্রেটারি। একটি বিপজ্জনক, অবৈধ ওষুধ অতিমাত্রায় সেবনের কারণে মৃত্যু ঘটেছে তার। ওষুধটার নাম লিকুইড বা তরল একসট্যাসি...

লিকুইড একসট্যাসি। অলিভারের সঙ্গে কাটানো সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল লেসলির। *ভাগ্যিস বোতলটা ও ফেলে দিয়েছিল।*

পরের কয়েক হপ্তা বিয়ের প্রস্তুতিতে ভয়ানক ব্যস্ত সময় কাটল। বহু কাজ পড়ে আছে। দাওয়াতের তালিকায় অতিথির সংখ্যা দুশো ছাড়িয়ে গেল। লেসলি বিয়ের পোশাক হিসেবে পছন্দ করল ব্যালেরিনা-লেংথের ড্রেস, ম্যাচ-করা জুতো, মোজা। নিকোলাসভিল রোডের ফেইয়েট মল থেকে কিনল মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত গাউন, ফুলস্কার্টসহ।

অলিভার অর্ডার দিল কালো কোট, স্ট্রাইপ ট্রাউজার্স, গ্রে ওয়েস্টকোট, উইং-কলারড শাদা শার্ট।

'সবকিছু রেডি,' অলিভার জানাল লেসলিকে। 'বিয়ে-পরবর্তী রিসেপশনের সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছি। প্রায় সবাই দাওয়াত কবুল করেছে।'

মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল লেসলির। 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, ডার্লিং।'

বিয়ের হপ্তাখানেক বাকি, বৃহস্পতিবার রাতে অলিভার এল লেসলির অ্যাপার্টমেন্টে।

'আমার এক মক্কেল ঝামেলায় পড়েছে, লেসলি। আমাকে প্যারিস যেতে হবে সমস্যার সমাধান করতে।'

'প্যারিস? কদ্দিন থাকবে ওখানে?'

'দু-তিনদিনের বেশি লাগবে না। বড়জোর চারদিন। ফিরে আসার পরেও যথেষ্ট সময় থাকবে হাতে।'

অলিভার চলে যাওয়ার পরে টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিল লেসলি। জোলটায়ারের রাশিফলের পাতায় চলে এল। লেখা :

সিংহ রাশি (যাদের জন্ম ২৩ জুলাই থেকে ২২ আগস্ট)
পরিকল্পনা পরিবর্তনের জন্যে আজকের দিনটি বিশেষ সুবিধের নয়।
ঝুঁকি নিলে বড় ধরনের সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাশিফলটা অস্বস্তি নিয়ে আবার পড়ল লেসলি। *ইচ্ছে করল ফোন করে অলিভারকে যেতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হবে,* ভাবল ও। *রাশিফল আসলে ফালতু একটা জিনিস।*

সোমবার চলে এল, অলিভারের কাছ থেকে কোনো খবর পেল না লেসলি। অফিসে ফোন করল। কর্মচারী কোনো তথ্য দিতে পারল না। মঙ্গলবারও কোনো খবর নেই। আতঙ্ক বোধ করতে লাগল লেসলি। বুধবার, সকাল চারটায় ফোনের শব্দে জেগে গেল ও। বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসল। *এ নিশ্চয় অলিভার! থ্যাংক গড!* অলিভার ওকে আরও আগে কেন ফোন করেনি সেজন্য প্রেমিকের ওপর খুব রাগ আছে লেসলির। তবে এ-মুহূর্তে রাগ দেখানোর কোনো মানে নেই।

রিসিভার তুলল লেসলি, 'অলিভার...'

পুরুষ একটি কণ্ঠ জানতে চাইল, 'লেসলি স্টুয়ার্ট বলছেন?'

হিম একটা ভাব জমিয়ে দিল লেসলিকে। 'কে-কে বলছেন?'

'আল টাওয়ার্স। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। আমরা একটা খবর ছাপতে যাচ্ছি, মিস স্টুয়ার্ট। আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছি।'

নিশ্চয় ভয়ংকর কোনো খবর। অলিভার মরে গেছে!

'মিস স্টুয়ার্ট?'

'বলুন,' ফাঁসে আটকানো মানুষের মতো গলার স্বর লেসলির।

'আপনার কাছ থেকে একটা মন্তব্য পেতে পারি?'

'মন্তব্য?'

'অলিভার রাসেল প্যারিসে সিনেটর টড ডেভিসের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, সে-সম্পর্কে মন্তব্য।'

এক মুহূর্তের জন্য গোটা ঘর ঘুরে উঠল বোঁ করে।

'আপনার সঙ্গে মি. রাসেলের সম্পর্ক ছিল, তাই না? আপনি যদি এ-ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানান—'

পাথর হয়ে বসে থাকল লেসলি।

'মিস স্টুয়ার্ট!'

অবশেষে গলায় রা ফুটল লেসলির। 'হ্যাঁ। আ-আমি দুজনেরই মঙ্গল কামনা করছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। অসাড় মনে হল রিসিভারটাকে। এসব কিছু একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘটছে, ভাবতে চাইল লেসলি। ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে ও আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু এটা কোনো স্বপ্ন নয়। এ চরম বাস্তব। ওকে আবার ছুড়ে ফেলে দেয়া হল। প্রথমবার ওকে ত্যাগ করেছেন বাবা, এবারে প্রেমিক। বাথরুমে ঢুকল লেসলি। আয়নায় দেখল নিজের শুকনো মুখ। অলিভার আরেকজনকে বিয়ে করছে। *কেন? আমি কী দোষ করেছি? ওকে আমি হারালাম কেন?* কিন্তু ওর মন জানে অলিভারই ওকে ইচ্ছে করে হারিয়েছে। চলে গেছে সে, এবার কীভাবে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবে লেসলি?

পরদিন সকালে অফিসে ঢুকল লেসলি। ওর দিকে না-তাকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল সবাই। সে জিম বেইলির ঘরে ঢুকল।

লেসলির বিষণ্ণ, ম্লান চেহারা একঝলক দেখল জিম। 'তুমি আজ অফিসে না এলেও পারতে, লেসলি। বরং বাড়ি চলে যাও—'

গভীর দম নিল লেসলি। 'না, ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি।'

রেডিও ও টিভিতে এবং সান্ধ্যকালীন খবরের কাগজে প্যারিস বিয়ের সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হল। সিনেটের টড ডেভিস কেনটাকির সবচেয়ে প্রভাবশালী নাগরিক; কাজেই তাঁর মেয়ের বিয়ে এবং লেসলির ছ্যাঁকা খাওয়ার সংবাদ বিশেষ খবরে পরিণত হবে, তাতে আর বিচিত্র কী!

লেসলির অফিসে বিরামহীনভাবে বেজে চলল ফোন।

'কুরিয়ার-জার্নাল থেকে বলছি, মিস স্টুয়ার্ট। বিয়ের ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেবেন?'

'হ্যাঁ। আমি অলিভার রাসেলের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি।'

'কিন্তু আপনি তো তাঁর সঙ্গে—'

'বিয়ে করাটা আমাদের ভুল হয়ে যেত। সিনেটর ডেভিসের মেয়ের সঙ্গে তার আগেই প্রেম ছিল। এ প্রেম সে ভুলতে পারেনি। ওদের প্রতি শুভ কামনা রইল।'

'ফ্রাঙ্কফোর্টের স্টেট জার্নাল থেকে বলছি...'

এভাবে একের-পর-এক ফোন আসতেই থাকল।

লেসলির মনে হল শহরের অর্ধেক মানুষ এ বিয়েতে খুশি হয়েছে, অর্ধেক হয়নি। যেখানেই গেল লেসলি, তাকে ঘিরে গড়ে উঠল গুঞ্জন। লেসলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজের অনুভূতি কিছুতেই প্রকাশ করবে না।

'আপনি কী করে তাকে এ-কাজটা করতে দিলেন—?'

'আপনি যদি সত্যি কাউকে ভালোবাসেন,' দৃঢ় গলায় জানাল লেসলি। 'আপনি তাকে সুখী দেখতে চাইবেন, অলিভার রাসেলের মতো চমৎকার মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি। ওদের দুজনের সমৃদ্ধময় জীবন কামনা করছি।'

বিয়েতে যাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল তাদের সবার উপহার ফেরত দিয়ে ক্ষমা চাইল লেসলি।

লেস্যলির মনে আবছা আশা ছিল অলিভার তাকে ফোন করবে। সত্যি সত্যি যেদিন ফোনটা এল, প্রস্তুত ছিল না সে। পরিচিত কণ্ঠটা কানে যেতে কেঁপে উঠল লেসলি।

'লেসলি... আমি কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ঘটনা সত্যি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর বলার কিছু নেই।'

'কীভাবে ঘটনাটা ঘটল ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম তোমাকে। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে জ্যানের সাথে আমার প্রায় এনগেজমেন্ট হয়ে গেছিল। আবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হল—আ-আমি বুঝতে পারলাম ওকে এখনো ভালোবাসি আমি।'

'বুঝতে পারছি, অলিভার। বিদায়।'

পাঁচ মিনিট বাদে লেসলির সেক্রেটারি জানাল, 'এক নম্বর লাইনে আপনার সঙ্গে একজন ফোনে কথা বলতে চাইছেন, মিস স্টুয়ার্ট।'

'আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে চাই না—'

'সিনেটর ডেভিস কথা বলবেন।'

কনের বাপ! উনি আমার কাছে কী চান! অবাক হল লেসলি। ফোন তুলল সে।

গভীর দক্ষিণী উচ্চারণে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'মিস স্টুয়ার্ট?'

'জি।'

'টড ডেভিস বলছি। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে আমার।

ইতস্তত করল লেসলি। 'সিনেটর, বুঝতে পারছি না কী বিষয়ে—'

'আমি একঘণ্টার মধ্যে আসছি আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে।' কেটে গেল লাইন।

ঠিক একঘণ্টা পরে লেসলির অফিসভবনের সামনে থামল একটি লিমুজিন। এক শোফার লেসলির জন্য খুলে ধরল দরজা। সিনেটর ডেভিস পেছনের আসনে বসেছেন। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা, একমাথা কাশফুল-শাদা চুল। ঠোঁটের ওপর নিখুঁত, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। পরনে শাদা সুট, মাথায় শাদা চওড়া কিনারের লেগহর্ন হ্যাট। প্রায় এক শতক আগের ক্ল্যাসিক একটি চরিত্র যেন।

লেসলি গাড়িতে বসল। সিনেটর ডেভিস বললেন, 'আপনি খুব সুন্দর, মিস স্টুয়ার্ট।'

'ধন্যবাদ,' শক্ত গলা লেসলির।

চলতে লাগল গাড়ি।

'আপনার শারীরিক সৌন্দর্যের শুধু প্রশংসা করছি না, আমি। আমি শুনেছি পুরো ব্যাপারটা আপনি যথার্থ ভদ্রমহিলার মতো সামাল দিয়েছেন। ঘটনাটা নিশ্চয় আপনার জন্য খুব হতাশাজনক ছিল। খবরটা শুনে আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারিনি।' তাঁর কণ্ঠে রাগ। 'মানুষের ন্যায়-নীতিবোধ কোথায় গেল? সত্যি বলছি, অলিভার আপনার সঙ্গে যে লুকোচুরিটা খেলেছে তাতে আমি মোটেই খুশি হতে পারিনি। ওকে বিয়ে করার জন্য জ্যানের ওপরেও আমি খুব রাগ করেছি। নিজেকে আমার অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। কারণ সে আমার মেয়ে।' সিনেটরের কণ্ঠ আবেগে কাঁপছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন দুজনে। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল লেসলি, 'আমি অলিভারকে চিনি। ও নিশ্চয় আমাকে আঘাত দিতে চায়নি। যা ঘটেছে... ঘটেছে। আমি চাই ও সুখে থাকুক। আমি কখনোই ওর সুখের পথে কাঁটা হব না।'

'সে আপনার বদান্যতা,' ওকে একমুহূর্ত লক্ষ করলেন সিনেটর। 'আপনি সত্যি একটি চমৎকার মেয়ে।'

থেমে গেল লিমুজিন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল লেসলি। কেনটাকি হর্স সেন্টারে, প্যারিস পাইকে এসেছে ওরা। লেক্সিংটনে শতাধিক ঘোড়ার খামার আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় খামারটির মালিক সিনেটর ডেভিস। যতদূর চোখ গেল শুধু শাদা কাঠের বেড়া দেখতে পেল লেসলি।

গাড়ি থেকে নামলেন সিনেটর লেসলিকে নিয়ে। রেসট্রাক ঘিরে থাকা বেড়ার দিকে পা বাড়ালেন। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চমৎকার ঘোড়াগুলোকে দেখলেন।

সিনেটর ডেভিস ঘুরলেন লেসলির দিকে। 'আমি খুব সহজ-সরল মানুষ। জানি না কথাটা বিশ্বাস করলেন কিনা। তবে এটাই সত্যি। এখানে জন্ম আমার। এ জায়গায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি আমি। এর মতো সুন্দর জায়গা কোথাও নেই। চারপাশে একবার চোখ বুলান, মিস স্টুয়ার্ট। মনে হবে স্বর্গের কাছাকাছি আছেন। এ জায়গা ছেড়ে কেন কোথাও নড়তে চাই না বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়? মার্ক টোয়েন বলেছিলেন কেয়ামত ঘনিয়ে এলে তিনি সে-সময় কেনটাকিতে থাকতে চান। কিন্তু আমাকে ওয়াশিংটনে জীবনের অর্ধেকটা কাটাতে হয়েছে। আর এটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি।'

'তাহলে থাকছেন কেন?'

'কারণ কাঁধে দায়িত্বের বোঝা। লোকজন আমার ভোট দিয়ে আমাকে সিনেটর বানিয়েছে, যতদিন ভোট দেবে, তাদের সেবা করে যাব।' চট করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন তিনি।

'আমি আপনাকে বলতে চাই আপনি যেভাবে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার প্রশংসা জানানোর ভাষা আমার নেই। আপনি যদি জল ঘোলা করতে চাইতেন, নোংরা একটা স্ক্যান্ডালে পরিণত হত বিষয়টা। আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আপনার জন্য কিছু করতে চাই।'

লেসলি তাকাল তাঁর দিকে।

'আপনি দেশের বাইরে কদিনের জন্য ছুটি কাটিয়ে আসুন না। আমি সমস্ত খরচ বহন—'

'প্লিজ, তা করবেন না।'

'আমি শুধু—'

'আমি জানি। আপনার মেয়েকে আমি দেখিনি, সিনেটর ডেভিস। তবে অলিভার যেহেতু তাকে ভালোবাসে, নিশ্চয় তিনি অসাধারণ কেউ হবেন। আমি প্রার্থনা করি ওরা যেন সুখী হয়।'

ইতস্তত গলায় বললেন সিনেটর, 'আপনি জানেন কিনা জানি না ওরা এখানে আসছে আবার বিয়ে করার জন্য। প্যারিসে ওটা ছিল একটা সিভিল সেরেমনি। জ্যান এখানে গির্জায় বিয়ে করতে চায়।'

লেসলির বুকে কেউ যেন ছুরি ঢুকিয়ে দিল। 'ও আচ্ছা। ঠিক আছে। এ নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

দুই হপ্তা বাদে বিয়েটা হল ক্যালভেরি চ্যাপেল চার্চে যেখানে লেসলির সঙ্গে অলিভারের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। প্রচুর লোকসমাগম হল।

বেদিতে, পুরোহিতের সামনে থাকল অলিভার রাসেল, জ্যান এবং সিনেটর টড ডেভিস। জ্যান ডেভিস স্বর্ণকেশী, আকর্ষণীয় চেহারা, চমৎকার ফিগার, আভিজাত্য যেন ঠিকরে পড়ছে অবয়ব থেকে।

পাদরি মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করেছিলেন, মাঝপথে থেমে গেলেন লেসলিকে দেখে। শেষ সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে লেসলি। তার দিকে সবগুলো মাথা ঘুরে গেল। শুরু হয়ে গেল ফিসফিসানি। নাটকীয় একটা দৃশ্যের অবতারণার উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেল সবাই। চার্চে নেমে এল টেনশন।

একমুহূর্ত অপেক্ষা করলেন পাদরি। তারপর নার্ভাসভঙ্গিতে কেশে পরিষ্কার করলেন গলা। আবার মন্ত্র পড়তে লাগলেন। মন্ত্র পড়া শেষে সারির শেষ মাথায় তাকালেন। চলে গেছে লেসলি।

লেসলি স্টুয়ার্টের ডায়েরির অংশ থেকে উদ্ধৃতি :

প্রিয় ডায়েরি, চমৎকার বিয়ে হয়েছে ওদের। মেয়েটি খুবই সুন্দরী। অলিভারকেও দারুণ সুদর্শন লাগছিল। ওকে খুব সুখী দেখাচ্ছিল।

তবে আমি ওর এমন ব্যবস্থা করব যে ওর মুখ থেকে চিরতরে মুছে যাবে হাসি। ও প্রার্থনা করবে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না-করলেই ভালো হত।

দুই

সিনেটর টড ডেভিসই তাঁর মেয়ে এবং অলিভার রাসেলের পুনর্মিলনীর ব্যবস্থা করেন।

টড ডেভিস বিপত্নীক। একজন মাল্টিবিলিওনিয়ার। তিনি তামাকের ক্ষেত, কয়লাখনি, ওকলাহোমা এবং টেক্সাসে অয়েল ফিল্ড ও বিশ্বমানের একটি রেসিং আস্তাবলের মালিক। সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে তিনি ওয়াশিংটনে অন্যতম প্রভাবশালী নেতা, সংসদে পঞ্চম অধিবেশন চলছে তাঁর। তিনি সাধারণ একটি দর্শনে বিশ্বাসী : কারও উপকারের কথা ভুলো না, কারও অন্যায় ক্ষমা কোরো না। রাজনীতি এবং ঘোড়ার মাঠ উভয়ক্ষেত্রে সেরা লোকটি বাছাই করতে তাঁর জুড়ি নেই। অলিভার রাসেলের ওপর তাঁর নজর পড়েছিল অনেক আগেই। তাঁর মেয়েকে অলিভার বিয়ে করেছে, এটা ছিল অপ্রত্যাশিত যোগ, অবশ্য জ্যানের কারণে ওদের সম্পর্কটা ভেঙে যেতে বসেছিল। লেসলি স্টুয়ার্টের সঙ্গে অলিভারের বিয়ের কথা শুনে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করেছিলেন সিনেটর।

একটি লিগাল বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সিনেটর ডেভিসের সঙ্গে পরিচয় অলিভার রাসেলের। সিনেটর ডেভিস অলিভারকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অলিভার বুদ্ধিমান, সুদর্শন, বিচক্ষণ, তার মধ্যে শিশুসুলভ একটা সারল্য আছে, সবাইকে কাছে টানে। অলিভারের সঙ্গে প্রতিদিন লাঞ্চ করার একটা ব্যবস্থা করে ফেলেন সিনেটর। অলিভার জানত না কী ধূর্ততার সঙ্গে ডেভিস নিজের স্বার্থে ওকে কাজে লাগাচ্ছেন।

অলিভারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাসখানেক বাদে সিনেটর ডেভিসর পিটার টেগারকে খবর পাঠান, 'আমার ধারণা আমরা আমাদের আগামী গভর্নর পেয়ে গেছি।'

টেগারের বড় হয়ে ওঠা এক ধর্মপ্রাণ পরিবারে। তার বাবা ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, মা গৃহিণী। দুজনেই নিয়মিত গির্জায় যান। এগারো বছর বয়সে পিটার টেগার তার বাবা-মা এবং ছোটভাইকে নিয়ে গাড়ি-ভ্রমণে বেরিয়েছিল। গাড়ির ব্রেক ফেল করে। ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টে সবাই মারা যায়, পিটার বাদে। দুর্ঘটনায় একটি চোখ হারায় পিটার।

পিটারের বিশ্বাস ঈশ্বর তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন যাতে সে ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

রাজনীতির মারপ্যাঁচ পিটার টেগার অসম্ভব ভালো বোঝে, সিনেটর ডেভিস ক'দিন পর্যবেক্ষণ করেই বুঝে ফেলেন। টেগার জানে কোথায় ভোট আছে এবং কীভাবে তা পেতে হবে। পাবলিক কী শুনতে চায় বোঝার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে টেগারের, বোঝে কী শুনে ক্লান্ত জনগণ। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পিটার টেগার এমন একজন মানুষ যাকে সহজে বিশ্বাস করা যায়, আস্থা রাখা যায়। লোকে পছন্দ করে পিটারকে। চোখে কালো তাপ্পি তার চেহারায় ড্যাশিং একটা ভাব এনে দিয়েছে। টেগারের কাছে সবচে গুরুত্বপূর্ণ তার পরিবার। স্ত্রী এবং সন্তান বলতে সে অজ্ঞান।

সিনেটর ডেভিস পিটার টেগারকে অলিভার রাসেল সম্পর্কে বলেন। জানান তিনি মনে করেন গভর্নর পদে দাঁড়ানোর জন্য উপযুক্ত লোক অলিভার। পিটার টেগার সিনেটরের সঙ্গে দ্বিমত করেনি। এরপর তারা অলিভারকে নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন।

সিনেটর ডেভিস তাঁর মেয়েকে অলিভার রাসেল সম্পর্কে বললেন, 'ছেলেটার ভবিষ্যৎ খুব হট, জ্যান।'

'তার অতীতও খুব হট, বাবা। শহরের সবচেয়ে বড় নেকড়ে সে।'

'গসিপে কান দিয়ো না তো। আমি শুক্রবার অলিভারকে এখানে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছি।'

শুক্রবার সন্ধ্যার ডিনার বেশ কাটল। জ্যান আকর্ষণবোধ করল অলিভারের প্রতি। সিনেটর ওদেরকে লক্ষ করছিলেন। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছিলেন অলিভারকে।

ডিনার-শেষে জ্যান পরের শনিবার অলিভারকে নৈশভোজের দাওয়াত দিল। 'এলে খুব খুশি হব।'

তারপর থেকে দুজনে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগল।

'শীঘ্রি বিয়ে করবে ওরা,' পিটার টেগারের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সিনেটর। 'অলিভারের ক্যাম্পেইন করার সময় হয়েছে এবার।'

সিনেটর ডেভিস তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন অলিভারকে।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব,' বললেন সিনেটর। 'কেনটাকির গভর্নর হতে কেমন লাগবে তোমার?'

বিস্মিত দেখাল অলিভারকে। 'আ-আমি বিষয়টি নিয়ে একদমই চিন্তা করিনি।'

'আমি এবং পিটার টেগার চিন্তা করেছি। আগামী বছর নির্বাচন। তোমাকে গড়ে তোলার যথেষ্ট সময় আমরা পাব। মানুষজনকে জানতে দাও তুমি কে। আমরা তোমার পেছনে আছি। তুমি হারবে না।'

অলিভার জানত কথাটা সত্যি। সিনেটর ডেভিস প্রভাবশালী মানুষ, তেলমাখা একটি রাজনৈতিক যন্ত্র তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, যে-যন্ত্র মিথ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে আবার বাধা পেলে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

'তোমাকে শুধু নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে।'

'হব।'

'তোমার জন্য ভালো খবর আছে। গভর্নর থেকে তুমি হোয়াইট হাউজে যেতে পারবে। ওখানে যাতে যেতে পারো সে-ব্যবস্থা আমি করব।'

ঢোক গিলল অলিভার। 'আ-আপনি সিরিয়াস?'

'আমি এসব বিষয় নিয়ে কখনো ঠাট্টা করি না। এটা টেলিভিশনের যুগ। তোমার একটা জিনিস আছে যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না—ক্যারিশমা। লোকে তোমার দিকে পতঙ্গের মতো ধেয়ে আসে। তুমি মানুষের সঙ্গ পছন্দ করো এবং সেটা তোমার আচরণে বোঝাও যায়। এই গুণ জ্যাক কেনেডিরও ছিল।'

'আ-আমি বুঝতে পারছি না, টড, কী বলব।'

'কিছু বলতে হবে না। কাল আমাকে ওয়াশিংটনে ফিরতে হবে। ফিরে এসে আমরা কাজে লেগে যাব।'

কয়েক হপ্তা বাদে গভর্নর পদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়ে গেল। সারা রাজ্যে অলিভারের ছবির বিলবোর্ডে ছেয়ে গেল। টিভি, র‍্যালি, রাজনৈতিক সেমিনারগুলোতে ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল তাকে। পিটার টেগারের নিজস্ব জরিপে দেখা গেল অলিভারের জনপ্রিয়তা প্রতি হপ্তায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিনেটরকে জানাল সে ব্যাপারটা। 'গভর্নর থেকে মাত্র দশ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে অলিভার। আমাদের হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে। কিছুদিনের মধ্যে ওরা একই কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকালেন ডেভিস, 'অলিভার জিতবে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

টড ডেভিস এবং জ্যান নাস্তা করছে। 'ও তোমাকে প্রপোজ করেছে?'

হাসল জ্যান, 'সরাসরি কিছু বলেনি। তবে আচরণে বোঝা যায় প্রস্তাব একটা দেবে।'

'বেশি দেরি যেন না হয়। আমি চাই গভর্নর হওয়ার আগেই ওর সঙ্গে তোমার বিয়েটা হয়ে যাক। গভর্নরের স্ত্রী থাকলে খেলাটা জমে ওঠে।'

জ্যান তার বাপের বাহুতে হাত রাখল, 'তুমি ওকে আমার জীবনে নিয়ে এসেছ বলে আমি খুব খুশি, বাবা। ওর জন্য আমি পাগল।'

উজ্জ্বল দেখাল সিনেটরের চেহারা। 'ও তোমাকে সুখি করতে পারলে আমিও সুখি হব।'

পরদিন সন্ধ্যায় সিনেটর ডেভিস বাড়ি এসে দেখলেন তার মেয়ে জামা-কাপড় গোছাচ্ছে, গালে জলের দাগ।

জ্যানের দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকালেন সিনেটর। 'কী হয়েছে, মামণি?'

'আমি চলে যাচ্ছি। আমি আর জীবনেও অলিভার রাসেলের চেহারা দেখতে চাই না।'

'কী বলছ তুমি!'

বাপের দিকে ঘুরল মেয়ে। তিক্ত শোনাল কণ্ঠ। 'অলিভারের কথা বলছি। গতকাল সে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর সঙ্গে মোটেলে রাত কাটিয়েছে। বান্ধবী আমাকে ফোন করে বলেছে অলিভারের সঙ্গ সে দারুণ উপভোগ করেছে।'

স্তম্ভিত হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন সিনেটর। 'ও যদি মিথ্যা বলে থাকে?'

'না, আমি অলিভারকে ফোন করেছিলাম। ও ব্যাপারটা অস্বীকার করেনি। আমি চলে যাব ঠিক করেছি। প্যারিসে যাচ্ছি আমি।'

'তুমি কী সত্যি...'

'হ্যাঁ।'

পরদিন সকালে চলে গেল জ্যান।

অলিভারকে ডেকে পাঠালেন সিনেটর, 'তোমার আচরণে আমি খুবই হতাশ।'

গভীর দম নিল অলিভার, 'যা ঘটেছে সেজন্য আমি দুঃখিত টড। আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম। ওই মহিলা এল আমার কাছে এবং আমি—আসলে না বলতে পারিনি।'

'বুঝতে পারছি,' সহানুভূতি সিনেটরের কণ্ঠে। 'শত হলেও তুমি একজন পুরুষ।'

স্বস্তির হাসি ফুটল অলিভারের মুখে। 'ঠিক। এরকম আর ঘটবে না। আমি কথা দিচ্ছি—'

'তবে যা ঘটেছে তা খুবই খারাপ। তুমি খুব ভালো গভর্নর হতে পারতে।'

অলিভারের মুখ থেকে মুছে গেল রক্ত। 'আ-আপনি কী বলতে চাইছেন, টড?'

'আমি সবাইকে বলেছি পরবর্তী গভর্নর হবে আমার জামাতা। কিন্তু তুমি জ্যানের ভালোবাসার মর্যাদা দাওনি, ওকে বুঝতে চাওনি। আমি কীভাবে তোমাকে আমার জামাতা হিসেবে গ্রহণ করি বলো? আর যেহেতু তুমি আমার জামাতা হচ্ছ না কাজেই আমাকে নতুন করে সব ছক সাজাতে হবে, তাই না?'

'বি রিজনাব্‌ল, টড। আপনি এভাবে পারেন না—'

মুখ থেকে হাসি মুছে গেল সিনেটর ডেভিসের। 'আমাকে কখনো বলতে এসো না আমার কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়। আমি তোমাকে গড়তে পারি আবার ভাঙতেও পারি।' হাসিটা ফিরে এল আবার। 'তবে আমাকে ভুল বুঝো না। মন খারাপ কোরো না। আমি তোমার শুভ কামনা করছি।'

অলিভার বসে থাকল ওখানে। এক মুহূর্ত নীরবতার পরে বলল, 'আচ্ছা,' সিধে হল সে। 'যা ঘটেছে তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।'

'আমিও, অলিভার। আমিও খুব দুঃখিত।'

অলিভার চলে যাওয়ার পরে সিনেটর পিটার টেগারকে বললেন, 'আমরা নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'বন্ধ করে দিচ্ছি? কেন? বেশ ভালোই তো এগোচ্ছে সবকিছু। সর্বশেষ জরিপ—'

'যা বললাম তা করো। অলিভারের সমস্ত ক্যাম্পেইন বন্ধ করে দাও। ও এখন রেসের বাইরে।'

দুই হপ্তা বাদে অলিভার রাসেলের জনপ্রিয়তার রেটিং হু হু করে পড়তে লাগল। অদৃশ্য হয়ে গেল বিলবোর্ড, রেডিও এবং টিভির বিজ্ঞাপন বাতিল করা হল।

'গভর্নর অ্যাডিসন পোল-এ রেটিং পেতে শুরু করেছেন। আমরা নতুন ক্যান্ডিডেট চাইলে দ্রুত করতে হবে কাজটা।'

অন্যমনস্ক সুরে বললেন সিনেটর, 'আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে। খেলা চলছে চলুক।'

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে বেইলি অ্যান্ড টমনিকস এজেন্সির কাছে গেল অলিভার রাসেল। নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ব্যাপারে কথা বলতে। লেসলির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল জিম বেইলি। মেয়েটিকে দেখে মুহূর্তে মুগ্ধ অলিভার। লেসলি শুধু সুন্দরীই নয়, বুদ্ধিমতী এবং সহানুভূতিশীল, ওকে বিশ্বাস করে। জ্যানের মধ্যে মাঝে মাঝে ঔদাসীন্য লক্ষ করেছে অলিভার, তবে পাত্তা দেয়নি ব্যাপারটাকে। কিন্তু লেসলি একদম ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সে অত্যন্ত উষ্ণ এবং সংবেদনশীল। ওর সঙ্গে প্রেমে-পড়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে লেসলির সঙ্গে প্রেম করার সময় মাঝে মাঝে সিনেটর ডেভিসের কথা মনে পড়ে যেত অলিভারের। তিনি ওকে হোয়াইট হাউজে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অলিভার একবার ভাবে লেসলিকে নিয়ে সে সুখী হতে পারবে। তবে গভর্নর হওয়ার সুযোগ পেলে তার জীবন যে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, এ সত্যও অস্বীকার করতে পারে না।

লেসলির সঙ্গে অলিভারের বিয়ে আসন্ন, এমন একদিনে সিনেটর ডেভিস ডেকে পাঠালেন পিটার টেগারকে।

'পিটার, একটা সমস্যা হয়েছে। চালচুলোহীন একটা মেয়েকে বিয়ে করে অলিভারের ক্যারিয়ার এভাবে ধ্বংস হতে দিতে পারি না আমরা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল পিটার টেগারের। 'আপনার মতলব ঠিক বুঝতে পারছি না, সিনেটর। বিয়ের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন সিনেটর, 'দৌড় এখনও শেষ হয়নি, হয়েছে কি?'

তিনি প্যারিসে, মেয়েকে ফোন করলেন, 'জ্যান, একটা দুসংবাদ আছে। অলিভার বিয়ে করছে।'

ওপাশে দীর্ঘ নীরবতা, 'আ-আমি শুনেছি।'

'দুঃখের বিষয় হল এই মহিলাকে সে ভালোবাসে না। অলিভার আমাকে বলেছে মহিলাকে সে বিয়ে করছে তুমি তাকে ত্যাগ করেছ বলে। ও এখনও তোমাকে ভালোবাসে।'

'অলিভার বলেছে এই কথা।'

'অবশ্যই। তুমি ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে ও একদম শেষ হয়ে গেছে।'

'বাবা, আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।'

'তুমি কি এখনও ওকে ভালোবাসো?'

'ওকে আমি সবসময় ভালোবেসে যাব। আমি একটা মারাত্মক ভুল করেছি।'

'তবে আমার মনে হয় এখনও সময় আছে।'

'কিন্তু ও তো বিয়ে করছে।'

'জানি, একটু অপেক্ষা করে দেখোই না কী ঘটে? হয়তো মত বদলেও ফেলতে পারে অলিভার।'

ফোন রেখে দিলেন সিনেটর। টেগার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার আসলে মতলবটা কী, সিনেটর?'

'আমার মতলব?' গলায় শিশুসুলভ সারল্য ফোটালেন ডেভিস। 'আমার কোনো মতলব নেই। শুধু ভাঙা তাসের ঘর জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছি। অলিভারের সঙ্গে একটু কথা বলব।'

সেদিন বিকেলে সিনেটর ডেভিসের অফিসে এল অলিভার রাসেল।

'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে অলিভার। এসেছ বলে ধন্যবাদ। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, টড। আমাকে দেখা করতে বললেন, কী কারণ?'

'বসো, বলছি।'

চেয়ারে বসল অলিভার।

'একটা লিগাল প্রবলেমের সমাধান তোমাকে করে দিতে হবে। সমস্যাটা প্যারিসে। ওখানে আমার এক কোম্পানি ঝামেলায় পড়েছে। স্টকহোল্ডারের একটা মিটিং আছে। তুমি ওখানে থাকবে।'

'যাব। মিটিং কবে?'

'আজ বিকেলেই।'

অবাক হল অলিভার, 'আজ বিকেলেই?'

'এমন সংক্ষিপ্ত নোটিশে তোমাকে যেতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে। কিন্তু খবরটা শুনলাম এইমাত্র। এয়ারপোর্টে আমার প্লেন অপেক্ষা করছে। যেতে পারবে? ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

চিন্তিত গলায় বলল অলিভার। 'আমি চেষ্টা করব।'

'বেশ। তুমি তো জানো তোমার ওপর কতটা ভরসা করি আমি।' সামনে ঝুঁকে এলেন সিনেটর। 'তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় আছি। লেটেস্ট পোল দেখেছ?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'রেটিং দ্রুত নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।'

'জানি আমি।'

'তুমি খুব ভালো গভর্নর হতে পারতে। তোমার অনেক টাকা থাকত... থাকত ক্ষমতা। টাকা অবশ্য যে-কেউ কামাতে পারে। তবে ক্ষমতা ভিন্ন জিনিস। ক্ষমতা হাতে থাকা মানে পৃথিবীটা মুঠোয় থাকা। এ-রাজ্যের গভর্নর হতে পারলে তুমি এখানকার প্রতিটি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবে। তোমার পাস-করা বিল-এ উপকৃত হবে জনগণ, তুমি জনতার ক্ষতি হয় এমন বিল-এ ভেটো দিতে পারবে যদি ক্ষমতায় থাকো। আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারবে। আমি চিন্তাভাবনা না করে কথাটা বলিনি। আর ওই ক্ষমতার কথা একবার চিন্তা করো, অলিভার, বিশ্বের সবচে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হবে তুমি, চালাবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো একবার,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'বিশ্বের সবচে ক্ষমতাধর মানুষ।'

অলিভার সিনেটরের কথা শুনছে। তবে বুঝতে পারছে না আলোচনা মোড় নিচ্ছে কোন্ দিকে।

অলিভারের অব্যক্ত প্রশ্নের জবাব যেন দিলেন সিনেটর, 'আর তুমি এসব কিছু ছেড়ে দিচ্ছ একখণ্ড যোনির জন্য। অথচ তোমাকে আমি অনেক বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম, বেটা।'

অলিভার শুনে যাচ্ছে চুপচাপ।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সিনেটর বললেন, 'আজ সকালে জ্যানের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সে প্যারিসে, রিজ হোটেলে আছে। তোমার বিয়ের কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েছে জ্যান।'

'আ-আমি দুঃখিত, টড। সত্যি দুঃখিত।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সিনেটর। 'দুঃখের বিষয় তোমরা দুজনে একত্রিত হতে পারলে না।'

'টড, আগামী হপ্তায় আমাদের বিয়ে।'

'জানি আমি। আমি এ নিয়ে কিছু বলতেও চাই না। আমি প্রাচীন মূল্যবোধের মানুষ। বিয়ে আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জিনিস। তোমার জন্য আমার

দোয়া থাকল, অলিভার।'

'ধন্যবাদ।'

ঘড়ি দেখলেন সিনেটর। 'তুমি বাড়ি যাও। জিনিসপত্র গুছিয়ে ফ্যালো। মিটিঙের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ডিটেলস প্যারিসে, ফ্যাক্স করে তোমার কাছে পাঠানো হবে।'

চেয়ার ছাড়ল অলিভার। 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি সব।'

'সে ভরসা তোমার ওপর আমার আছে। ভালো কথা, রিজ হোটেলে তোমার জন্য বুকিং করেছি।'

সিনেটর ডেভিসের বিলাসবহুল চ্যালেঞ্জার-এ চেপে প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে অলিভার। সিনেটরের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। [এখানে ৩০ পৃষ্ঠায় আন্ডারলাইন করা লেখাটি Paste করুন]

তবে আমার ক্ষমতার দরকার নেই, ভাবল অলিভার। *আমি চমৎকার একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছি। ওকে নিয়ে সুখি হব আমি।*

রিজ হোটেলের লবি থেকে জ্যানকে ফোন করল অলিভার। মেয়েটির জন্য খারাপ লাগছে ওর। ক্ষমা চাইবে।

'আমি অলিভার। প্যারিসে এসেছি।'

'জানি,' বলল জ্যান। 'বাবা বলেছে আমাকে।'

'আমি নিচে আছি। তোমাকে হ্যালো বলতে চাই। যদি তুমি—'

'ওপরে উঠে এসো।'

অলিভার জ্যানের স্যুইটের সামনে এসেও সিদ্ধান্ত নিতে পারল না ঠিক কী বলবে।

দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছিল জ্যান। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর দুহাত বাড়িয়ে ছুটে গেল, জড়িয়ে ধরল অলিভারকে। 'বাবা বলেছে তুমি এখানে আসছ। আমার এত ভালো লাগছে!'

অলিভার দাঁড়িয়ে থাকল। জ্যানকে লেসলির কথা বলবে। তবে সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। *আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে সেজন্য আমি দুঃখিত... তোমাকে কখনো আঘাত দিতে চাইনি আমি... আমি একজনের প্রেমে পড়েছি... তবে আমি সবসময়...*

'আ-আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই, অদ্ভুত গলায় বলল অলিভার। 'ঘটনা হল...' জ্যানের দিকে তাকিয়ে ওর বাবার কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

আমি তোমাকে একবার বলেছিলাম তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারবে। আমি চিন্তাভাবনা না করে কথাটা বলিনি... আর ওই ক্ষমতার কথা একবার চিন্তা করো, অলিভার, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হবে তুমি, চালাবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো একবার?

'বলো, ডার্লিং?'

গলার ভেতর থেকে যেন জ্যান্ত প্রাণীর মতো লাফিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'আমি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছি, জ্যান। আমি মস্ত একটা বোকা। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'অলিভার!'

'তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?'

কোনো দ্বিধা করল না জ্যান। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাই লাভ।'

পাঁজাকোলা করে জ্যানকে বুকে তুলে নিল অলিভার। ঢুকল বেডরুমে। পরের মুহূর্তে দুজনেই নগ্ন হয়ে গড়াল বিছানায়। জ্যান বলল, 'তুমি জানো না আমি তোমাকে কী সাংঘাতিক মিস করেছি, ডার্লিং।'

'আমার আসলে মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল...'

জ্যান নিজের নগ্ন শরীর চেপে ধরল অলিভারের গায়ে, শীৎকার দিল, 'ওহ্, দারুণ লাগছে!'

অলিভার উঠে বসল। 'তোমার বাবাকে খবরটা দাও।'

বিস্মিত চোখে তাকাল জ্যান। 'এখন?'

'হ্যাঁ।'

আর আমি লেসলিকে বলব।

মিনিট পনেরো পরে জ্যান কথা বলল তার বাবার সঙ্গে।

'অলিভারকে বিয়ে করছি আমি।'

'চমৎকার খবর, জ্যান। ভালো কথা, প্যারিসের মেয়র আমার বন্ধু। সে তোমার কাছ থেকে একটা ফোন আশা করছে। বিয়ের বন্দোবস্ত সেই করে দেবে। আমি দেখছি তোমাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়।'

'কিন্তু...'

'অলিভারকে দাও।'

'এক মিনিট,' জ্যান ফোন এগিয়ে দিল অলিভারের দিকে। 'বাবা কথা বলবেন তোমার সঙ্গে।'

রিসিভার কানে ঠেকাল অলিভার। 'টড?'

'ওয়েল, মাই বয়, আমি তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছি। তুমি সঠিক কাজটিই করেছ।'

'ধন্যবাদ। আমারও ধারণা আমি ঠিক কাজ করেছি।'

'প্যারিসে তোমাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করছি আমি। বাড়ি ফেরার পরে চার্চে ঘটা করে তোমাদের বিয়ে দেব। ক্যালভেরি চ্যাপেল-এ।'

ভুরু কোঁচাকাল অলিভার। 'ক্যালভেরি চ্যাপেল? আ-আমার মনে হয় না কাজটা ঠিক হবে, টড। ওখানে লেসলি আর আমার—অন্য কোথাও—'

সিনেটর ডেভিসের কণ্ঠ শীতল শোনাল। 'তুমি আমার মেয়েকে বিব্রত করেছ, অলিভার। তুমি নিশ্চয় এর ক্ষতিপূরণ দিতে চাইবে। ঠিক বললাম?'

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকল অলিভার। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, টড। অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ, অলিভার। তোমাকে কয়েকদিনের মধ্যে দেখতে চাই আমি। অনেক কথা বলার আছে... গভর্নর...'

মেয়রের অফিসে সংক্ষিপ্ত বিয়ে হয়ে গেল অলিভার এবং জ্যানের। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে জ্যান বলল অলিভারকে, 'বাবা ক্যালভেরি চ্যাপেলে আমাদের বিয়ে দিতে চাইছেন।'

ইতস্তত করল অলিভার। ভাবল লেসলির কথা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। উনি যা চান তাই হবে।'

লেসলির কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না অলিভার। ও যা করেছে তা লেসলির প্রাপ্য ছিল না। *ওকে ফোন করে সব ব্যাখ্যা করব আমি।* কিন্তু যতবার ফোন তুলল, ভাবল *কিন্তু কীভাবে ব্যাখ্যা করব আমি? ওকে কী বলব?* এ-প্রশ্নের জবাব নেই। কিন্তু যখন সাহস পেল কথা বলার ততদিনে প্রেস পেয়ে গেছে লেসলিকে। এতে অলিভার আরও বেশি বিব্রতবোধ করল।

অলিভার এবং জ্যান লেক্সিংটনে ফিরে আসার পরে অলিভারের নির্বাচনী প্রচারণা প্রাণ ফিরে পেল। পিটার টেগার আবার চালু করে দিল গাড়ি। টিভি এবং খবরের কাগজে চেহারা দেখা যেতে লাগল অলিভারের, বক্তৃতা শোনা গেল রেডিওতে। কেনটাকি কিংডম গ্রিল পার্কে বিরাট জনসভায় ভাষণ দিল অলিভার, জর্জটাউনে টয়োটা মোটর প্ল্যান্টের সমাবেশে সভাপতিত্ব করল। ল্যাংকাস্টারে কুড়ি হাজার বর্গফুটের মল্-এ বক্তৃতা দিল। এটা ছিল মাত্র শুরু।

পিটার টেগার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সার্বক্ষণিক একটি বাস ভাড়া করল। গোটা রাজ্যে প্রচারণা চালাবে এ বাস। বাস জর্জটাউন থেকে যাত্রা শুরু করল স্টানফোর্ডের উদ্দেশে। বিরতি দিল ফ্রাঙ্কফোর্ট... ভার্সেইল... উইনস্টোর...লুইসভিলে। অলিভার ভাষণ দিল কেনটাকি ফেয়ারগ্রাউন্ডে এবং এক্সপজিশন সেন্টারে। তারা অলিভারের সম্মানে বিশাল নৈশভোজের আয়োজন করল।

অলিভারের রেটিং ক্রমে উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। বিয়ের কারণে শুধু ব্যাঘাত ঘটল প্রচারণায়। গির্জায় পেছনের সারিতে লেসলিকে দেখেছে অলিভার। অস্বস্তিবোধ করেছে। পিটার টেগারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছে।

'বলে আপনার কি মনে হয় লেসলি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে?'

'অবশ্যই না। চাইলেও কীইবা ক্ষতি করতে পারবে সে? ওর কথা ভুলে যাও।'

অলিভার জানে ঠিকই বলেছে পিটার। সবকিছু মসৃণ গতিতে চলছে। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওকে এখন কেউ থামাতে পারবে না। কেউ না।

তিন

সিনেটর টড ডেভিসের অত্যন্ত ব্যস্ত সকাল কাটছে। রাজধানী থেকে লুইসভিল-এ উড়ে এসেছেন তিনি। তার সঙ্গে পিটার টেগার। পিটারের সেলফোন বেজে উঠল।

'ইয়েস?' একমুহূর্ত শুনল সে, ফিরল সিনেটরের দিকে। 'লেসলি স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা বলবেন?'

কপালে ভাঁজ পড়ল সিনেটর ডেভিসের। একটু ইতস্তত করে টেগারের হাত থেকে ফোন নিলেন।

'মিস স্টুয়ার্ট?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, সিনেটর ডেভিস। আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে? আমার একটা উপকার করতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো আজ রাতেই ওয়াশিংটন চলে যাচ্ছি—'

'আমি আপনার ওখানে আসি? খুব জরুরি দরকার।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিনেটর ডেভিস বললেন, 'ঠিক আছে, খুব বেশি জরুরি হলে সময় তো একটু দিতেই হবে, ইয়াং লেডি। আমি কিছুক্ষণের জন্য আমার ফার্মে যাচ্ছি। ওখানে আসতে পারবেন?'

'পারব।'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ।'

ফোনের End বোতাম টিপে টেগারের দিকে ফিরলেন ডেভিস।

'আমি বুঝতে পারছি ও কেন আসতে চাইছে। সে এসে বলবে তার গর্ভে অলিভার রাসেলের সন্তান এবং তার আর্থিক সাহায্য দরকার। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধূর্ত খেলা হল এটা।'

একঘণ্টা পরে সিনেটরের ফার্ম ডাচ হিল-এ চলে এল লেসলি। মূল বাড়ির সামনে এক গার্ড অপেক্ষা করছিল।

'মিস স্টুয়ার্ট?'

'হ্যাঁ।'

'সিনেটর ডেভিস আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই পথে প্লিজ।'

চওড়া একটা করিডর ধরে এগোল লেসলি লোকটার পেছন পেছন। করিডর

গিয়ে মিলেছে বিশাল একটি লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরি বোঝাই শুধু বই আর বই। নিজের ডেস্কে বসে মোটা একটি বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিলেন সিনেটর।

লেসলিকে ভেতরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন।

'ইটস গুড টু সি ইউ, মাই ডিয়ার। বসুন, প্লিজ।'

বসল লেসলি।

হাতের বইটা দেখালেন সিনেটর। 'এটা চমৎকার একটা বই। এতে শুরু থেকে এ-পর্যন্ত কেনটাকি ডার্বি বিজয়ীর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। আপনি কি জানেন প্রথম কেনটাকি ডার্বি বিজয়ী কে ছিলেন?'

'জি না।'

'আরিস্টিড, ১৮৭৫ সালের বিজয়ী। তবে আমি নিশ্চিত আপনি এখানে ঘোড়া নিয়ে গল্প করতে আসেননি।' বইখানা নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'আপনি বলেছিলেন কী ব্যাপারে যেন সাহায্য দরকার আপনার।'

সিনেটর ভাবছেন মেয়েটা কীভাবে কথা শুরু করবে। বলবে *আমার পেটে অলিভারের সন্তান। বুঝতে পারছি না কী করব... আমি চাই না এ নিয়ে কোনো স্ক্যান্ডাল হোক, তবে... আমি বাচ্চাটাকে পেলেপুষে বড় করতে চাই। কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই...*

'হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?' জিজ্ঞেস করল লেসলি।

চোখ পিটপিট করলেন সিনেটর, এটা আশা করেননি তিনি।

'হেনরিকে চিনি কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই চিনি। কেন?'

'আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে?'

সিনেটর ডেভিস তাকালেন ওর দিকে, চিন্তাভাবনাগুলো দ্রুত গোছাতে চাইছেন। 'এই কাজটার কথা বলেছিলেন? আপনি হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান?'

'জি।'

কিন্তু উনি তো এখানে থাকেন না, মিস স্টুয়ার্ট। উনি থাকেন আরিজোনার ফিনিক্সে।'

'জানি আমি। আমি কাল সকালে ফিনিক্স যাচ্ছি। ওখানকার কারও সঙ্গে জানা-পরিচয় থাকলে ভালো হত।'

সিনেটর লেসলিকে লক্ষ করছেন। তাঁর মনে হচ্ছে কিছু-একটা ঘটতে চলেছে যা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।

সতর্কতার সঙ্গে পরের প্রশ্নটি করলেন তিনি, 'হেনরি চেম্বার্স সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

'না। শুধু জানি ওনার জন্ম কেনটাকিতে।'

দ্রুত মনস্থির করে ফেললেন সিনেটর। *এ মেয়েটি খুব সুন্দরী। একে দিয়ে হেনরির একটা কাজ করিয়ে নেব আমি।*

'ঠিক আছে আমি ফোন করছি।'

পাঁচ মিনিট পরে হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে কথা বললেন সিনেটর।

'হেনরি, টড বলছি। তুমি শুনলে দুঃখিত হবে আজ সকালে একটা সেইল অ্যাওয়ে কিনেছি। আমি জানি ঘোড়াটার ওপর নজর ছিল তোমার।' কিছুক্ষণ ও-পক্ষের কথা শুনলেন তিনি, তারপর হেসে উঠলেন হা হা করে।

'আই'ল বেট ইউ ডিড। শুনলাম আবারও ডিভোর্স হয়ে গেছে তোমার। খুব খারাপ। জেসিকাকে পছন্দ করতাম আমি।'

লেসলি সিনেটরের ফোনালাপ শুনছে। ডেভিস বললেন, 'হেনরি, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। আমার এক বান্ধবী কাল ফিনিক্স যাচ্ছে। ওখানকার কাউকে চেনে না। তুমি মেয়েটার একটু যত্নআত্তি নিও... কেমন দেখতে সে?' লেসলির দিকে তাকালেন তিনি। হাসলেন। 'মন্দ নয়। তবে কোনো মতলব কোরো না।' এক মুহূর্ত শুনলেন তিনি, ফিরলেন লেসলির দিকে।

'আপনার ফ্লাইট কখন?'

'দুটো পঞ্চাশে। ডেল্টা ফ্লাইট ১৫৯।'

ফোনে তথ্যটা জানিয়ে দিলেন ডেভিস। 'মেয়েটির নাম লেসলি স্টুয়ার্ট। ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে, হেনরি।' ফোন রেখে দিলেন সিনেটর।

'ধন্যবাদ,' বলল লেসলি।

'আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি?'

'না। এটুকুই দরকার ছিল।'

কেন? হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে লেসলি স্টুয়ার্টের দরকারটা কিসের?

অলিভার রাসেল এবং লেসলিকে নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। এ যেন জীবন্ত দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। যেখানেই যায় লেসলি, শুনতে পায় ফিসফাস :

'ওই যে সে। ওর প্রেমিক ওকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে...'

'ওদের বিয়ের দাওয়াত কার্ড আমি স্যুভেনির হিসেবে রেখে দিয়েছি...'

'বিয়ের গাউন দিয়ে এখন ও কী করবে?...'

পাবলিক গসিপ যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয় লেসলির। সহ্য করা যায় না। আর কোনোদিন কোনো পুরুষকে বিশ্বাস করতে পারবে না লেসলি। তবে যখন মনে-মনে ভাবে একদিন অলিভার রাসেলকে তার কৃতকর্মের জন্য কঠোর শাস্তি দেবে, মানসিক শান্তি লাভ করে লেসলি। *তবে শাস্তিটা কীভাবে দেবে জানে না। সিনেটর ডেভিসের মতো মানুষ যার সঙ্গে আছে তার অর্থ ও ক্ষমতার অভাব থাকবে না। আমারও প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতার দরকার,* ভাবে লেসলি। কিন্তু কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব? অনেক ভেবেও কূল পায় না সে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল ফ্রাঙ্কফোর্টের স্টেট ক্যাপিটালের বাগানে।

জ্যান দাঁড়াল অলিভারের পাশে। কেনটাকির গভর্নর হিসেবে তার সুদর্শন স্বামী শপথ নিচ্ছে, গর্বভরে দেখল সে।

অলিভার যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসে, ওর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে

হোয়াইট হাউজ ঘিরে, জ্যানের বাবা নিশ্চিত করেছেন মেয়েকে। জ্যান কিছুতেই উল্টোপাল্টা কোনো কাজ করতে দেবে না অলিভারকে। কিছুতেই না।

সংবর্ধনা-শেষে অলিভার ও তার শ্বশুর এক্সিকিউটিভ ম্যানশনের প্রাসাদোপম লাইব্রেরিতে বসে কথা বলছে।

বিলাসবহুল ঘরটির চারপাশে চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর টড ডেভিস। 'তুমি এখানে খুব ভালো কাজ দেখাতে পারবে, বেটা।'

'আপনার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম আমি,' উষ্ণস্বরে বলল অলিভার। 'আপনার কথা জীবনেও ভুলব না।'

কথাটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন সিনেটর। 'এটাকে বিরাট কিছু ভেবো না, অলিভার। নিজের যোগ্যতায় আজ তুমি এখানে আসতে পেরেছ। তবে আমি তোমার সাহায্যে খানিকটা আসতে পেরেছি, এই যা। তবে এ মাত্র শুরু। আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছি, বেটা। বেশকিছু জিনিস শিখেছি।'

অলিভারের দিকে তাকালেন তিনি। গদগদ গলায় অলিভার বলল, 'আমি সেসব কথা শুনতে চাই, টড।'

সিনেটর দামি চামড়ার একটি ব্রিফকেস খুলে একতাড়া কাগজ বের করলেন, দিলেন অলিভারকে। 'কেনটাকিতে এসব লোকের সঙ্গে তোমার কাজ করতে হবে। এরা প্রভাবশালী নারী-পুরুষ। এ কাগজে এদের সম্পর্কে প্রচুর গোপন তথ্য আছে।' মুচকি হাসলেন তিনি, ' যেমন ধরো আমাদের মেয়র একজন ট্রান্সভেস্টাইট।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল অলিভারের কাগজগুলোয় নজর বুলিয়ে।

'এগুলো তালা মেরে রাখবে, বুঝেছ? এ হল খাঁটি সোনা।'

'ডোন্ট ওরি, টড। আমি সতর্ক থাকব।'

'একটা কথা মনে রেখো, বেটা—এদের কাছ থেকে তোমার যখন কিছু দরকার হবে, খুববেশি চাপ প্রয়োগ করতে যেয়ো না। ওদেরকে ভেঙে ফেলবে না—শুধু একটু বাঁকাবে।' অলিভারকে দেখলেন তিনি। 'জ্যানের সঙ্গে কেমন চলছে তোমার?'

'চমৎকার,' চটজলদি জবাব দিল অলিভার।

'বেশ। জ্যানের সুখ আমার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।' হুমকির মতো শোনাল কথাটা।

'আমার কাছেও,' বলল অলিভার।

'আচ্ছা, পিটার টেগারকে তোমার কেমন লাগে?'

উচ্ছ্বসিত গলায় বলল অলিভার, 'আমি তাকে খুবই পছন্দ করি। সে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর টড। 'শুনে খুশি হলাম। ওর চেয়ে ভালো আর কাউকে পাবে না। তোমার জন্য ওকে ধার দিচ্ছি, অলিভার। ও তোমার চলার পথে মসৃণ করে তুলবে।'

দাঁত বের করে হাসল অলিভার। 'গ্রেট।'

চেয়ার ছাড়লেন সিনেটর। 'বেশ, আমাকে ওয়াশিংটন ফিরতে হবে। কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে জানিয়ো।'

'ধন্যবাদ, টড। জানাব।'

রোববার, সিনেটর ডেভিসের সঙ্গে বৈঠক শেষে পিটার টেগারের খোঁজ করল অলিভার।

'উনি গির্জায়, গভর্নর।'

'ওহ্হো ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা, কাল ওর সঙ্গে দেখা করব।'

পিটার টেগার প্রতি রোববার তার পরিবার নিয়ে গির্জায় যায়। হপ্তায় তিনদিন দু'ঘণ্টার প্রার্থনাসভায় অংশগ্রহণ করে। অলিভার ওকে ঈর্ষা করে। ভাবে, ওর মতো সুখি মানুষ হয় না।

সোমবার অলিভারের অফিসে এল টেগার।

'আমার খোঁজ করছিলে, অলিভার?'

'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। ব্যক্তিগত।'

মাথা ঝাঁকাল টেগার। 'বলো শুনি।'

'আমার একটি অ্যাপার্টমেন্ট দরকার।'

কৃত্রিম বিস্ময় নিয়ে বড় ঘরটির চারপাশে চোখ বুলাল টেগার। 'এ ঘরটি তোমার জন্য বুঝি খুব ছোট হয়ে গেছে, গভর্নর?'

'না,' টেগারের ভালো চোখটির দিকে তাকাল অলিভার, 'মাঝে মাঝে রাতে প্রাইভেট মিটিং থাকে আমার। গোপন। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়?'

অস্বস্তিকর বিরতি নেমে এল। 'হ্যাঁ।'

'শহর থেকে দূরে কোথাও। কাজটা করতে পারবে?'

'পারব।'

'ব্যাপারটা তুমি আর আমিই শুধু জানব।'

মাথা দোলাল টেগার, চেহারায় অখুশি ভাব।

একঘণ্টা পরে টেগার ওয়াশিংটনে সিনেটর ডেভিসকে ফোন করল।

'অলিভার আমাকে ওর জন্যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে দিতে বলেছে, সিনেটর। গোপন কী একটা ব্যাপার নাকি আছে এর মধ্যে।'

'তাই নাকি? বেশ। তবে জ্যান যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখো।' একমুহূর্ত ভাবলেন সিনেটর। 'ইন্ডিয়ান হিলস-এর কোথাও ওর জন্য বাড়ি খুঁজে বের করো। যেখানে প্রাইভেট এন্ট্রান্স থাকবে।'

'কিন্তু এসময় ওর জন্য—'

'পিটার—যা বললাম করো।'

চার

লেসলি তার সমস্যার সমাধান পেয়ে গিয়েছিল লেক্সিংটন হেরাল্ডলিডার পত্রিকার দুটি ভিন্ন আইটেমে। প্রথমটি সম্পাদকীয়। গভর্নর অলিভার রাসেলের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এ লেখায়। শেষ লাইনে সম্পাদক লিখেছেন, 'কেনটাকিতে আমরা কেউ জানি না হয়তো একদিন অলিভার রাসেল হবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।'

পরের পৃষ্ঠার আইটেমে লেখা : লেক্সিংটনের প্রাক্তন অধিবাসী হেনরি চেম্বার্স যার ঘোড়া লাইটনিং পাঁচবছর আগে কেনটাকি ডার্বি প্রতিযোগিতায় জিতেছে, এবং জেসিকা, তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। চেম্বার্স, বর্তমানে ফিনিক্সে থাকেন, ফিনিক্স স্টার-এর তিনি মালিক ও প্রকাশক।

প্রেসের ক্ষমতা অনেক। এটাই হল আসল ক্ষমতা। ক্যাথেরিন গ্রাহাম এবং তাঁর ওয়াশিংটন পোস্ট একজন প্রেসিডেন্টকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

আর এ লেখা পড়েই আইডিয়াটা পেয়ে যায় লেসলি।

পরের দুটো দিন হেনরি চেম্বার্সের ওপর গবেষণা করে কাটাল লেসলি। ইন্টারেনেটে তাঁর ব্যাপারে কিছু চিত্তাকর্ষক খবর পাওয়া গেল। চেম্বার্সের বয়স পঞ্চান্ন, লোকহিতৈষী, একটি তামাক-প্ল্যান্টের মালিক। তবে চেম্বার্সের টাকা নিয়ে মাথাব্যথা নেই লেসলির।

সে আকর্ষণবোধ করল চেম্বার্সের একটি খবরের কাগজের মালিক এবং সদ্য ডিভোর্সি হয়েছেন জেনে।

সিনেটর ডেভিসের সঙ্গে বৈঠকের আধঘণ্টা বাদে লেসলি ঢুকল জিম বেইলির অফিসে। 'আমি যাচ্ছি, জিম।'

সহানুভূতি নিয়ে ওকে দেখল জিম। 'অবশ্যই। তোমার ছুটি দরকার। যখন ফিরবে তখন আমরা—'

'আমি আর ফিরছি না।'

'কী? আ-আমি চাই না তুমি চলে যাও, লেসলি। পালিয়ে যাওয়া কোনো সমাধান নয়—'

'আমি প্যালিয়ে যাচ্ছি না।'

'মন স্থির করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে হারাতে ইচ্ছে করছে না। কখন বিদায় নিতে চাও?'

'আমি পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যে জমা দিয়ে দিয়েছি।'

হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ করবে তার উপায় নিয়ে অনেক ভেবেছে লেসলি। কিন্তু এক এক করে সবগুলো আইডিয়া বাদ দিয়েছে। যাই করবে, অত্যন্ত ভেবেচিন্তে করতে হবে। এরপর তার সিনেটর ডেভিসের কথা মনে পড়ে যায়। ডেভিস এবং চেম্বার্সের ব্যাকগ্রাউন্ড একইরকম, দুজনেই একই বৃত্তের মানুষ। তাঁরা নিশ্চয় পরস্পরকে খুব ভালো জানেন। তখন লেসলি সিদ্ধান্ত নেয় সিনেটরকে ফোন করবে।

ফিনিক্সে স্কাই হারবার্ট এয়ারপোর্টে নেমে নিজের অজান্তেই যেন সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্রের দিকে হেঁটে গেল লেসলি। ফিনিক্স গ্যাজেট-এ পেয়ে গেল জোলটেয়ারের লেখা রাশিফল। জোলটেয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন :

সিংহ রাশি (যাদের জন্ম ২৩ জুলাই থেকে ২২ আগস্ট) বৃহস্পতি আপনার সূর্যের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। প্রেমে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সাবধানে পা ফেলুন।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে লিমুজিন নিয়ে এক শোফার অপেক্ষা করছিল।

'মিস স্টুয়ার্ট?'

'জি।'

'মি. চেম্বার্স আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আপনাকে আপনার হোটেলে পৌঁছে দিতে বলেছেন।'

'তাঁর অনেক দয়া,' হতাশ হল লেসলি। ভেবেছিল চেম্বার্স নিজে আসবেন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

'মি. চেম্বার্স জানতে চেয়েছেন আজ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে ডিনার করতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'তাঁকে জানিয়ো আমি ডিনারের আমন্ত্রণ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি।'

ওইদিন রাত আটটায় লেসলি ডিনার করছিল হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে। চেম্বার্স হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ, অভিজাত চেহারা, ধূসর-বাদামি চুল, তাঁর ভেতরে উৎসাহ এবং উল্লাসের ঘাটতি নেই কোনো।

প্রশংসার দৃষ্টিতে লেসলিকে দেখলেন তিনি। 'টড খামোকা আপনার রূপের প্রশংসা করেনি। আপনি সত্যি সুন্দরী।'

হাসল লেসলি, 'ধন্যবাদ।'

'ফিনিক্সে আসার কারণ কী, লেসলি?'

'জায়গাটার নাম এত শুনেছি। ভাবলাম এখানে কিছুদিন থাকতে ভালোই লাগবে।'

'এ শহরটি খুব সুন্দর। আপনার ভালো লাগবে। অ্যারিজোনায় সবকিছু আছে—গ্রান্ড ক্যানিয়ন, মরুভূমি, পাহাড়। যা চাইবেন তাই পাবেন। আপনি এখানে থাকতে এসেছেন। আপনার থাকার মতো একটা জায়গা আমি খুঁজে দেব।'

লেসলির কাছে যে টাকা আছে তাতে মাসতিনেক চলে যাবে। তবে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দু-মাসের বেশি লাগবে না।

হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না। তিনি লেসলির রূপ এবং বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ। তিনি লেসলির সঙ্গে দর্শন এবং ধর্ম নিয়ে কথা বলেন। বুঝতে পেরেছেন এ মেয়ের এসব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান। তাই এক বন্ধুকে বলেছেন, 'এ মেয়ে অনেক কিছু জানে। ওর সঙ্গে আমার দারুণ জমবে।'

জমেও উঠল। হেনরি চেম্বার্স লেসলির কোমর জড়িয়ে ধরে রেখে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে গর্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। লেসলিকে নিয়ে গেলেন কেয়ারফ্রি ওয়াইন এবং ফাইন আর্ট ফেস্টিভাল-এ, গেলেন অ্যাক্টস থিয়েটারে। আমেরিকা ওয়েস্ট এরেনায় একসঙ্গে উপভোগ করলেন নাটক। এক সন্ধ্যায় গেলেন ফিনিক্স রোডরানার্স-এর হকি খেলা দেখতে।

হকি খেলা শেষে হেনরি বললেন, 'তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি, লেসলি। আমার ধারণা আমরা চমৎকার জুটি হতে পারব। তোমার সঙ্গে আমি প্রেম করতে চাই।'

চেম্বার্সের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে নরম গলায় লেসলি বলল, 'আমিও আপনাকে পছন্দ করি, হেনরি। তবে আমার জবাব হল—না।'

পরদিন ওদের একসঙ্গে লাঞ্চ করার কথা। হেনরি ফোন করলেন লেসলিকে। 'তুমি আমাকে স্টার থেকে তুলে নিয়ে যেয়ো। অফিসটা একবার দেখে যাও।'

'আসছি,' বলল লেসলি। এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল সে। ফিনিক্সে স্থানীয় পত্রিকার মধ্যে রয়েছে অ্যারিজোনা রিপাবলিক এবং ফিনিক্স গ্যাজেট। হেনরির পত্রিকা স্টার ফ্লপ খাচ্ছে।

লেসলি যা ভেবেছিল তার চেয়ে আকারে অনেক ছোট ফিনিক্স স্টার-এর অফিস এবং প্রডাকশন প্ল্যান্ট। হেনরি তাঁকে অফিস ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। লেসলি ভাবল, এ পত্রিকা দিয়ে একজন গভর্নর কিংবা প্রেসিডেন্টকে কুপোকাৎ করা যাবে না। তবে ওপরে ওঠার প্রথম ধাপ হিসেবে এ পত্রিকা ব্যবহার করা চলে। লেসলি কীভাবে কী করবে সে-পরিকল্পনাও করে রেখেছে।

যা দেখল সবই গভীর আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করল লেসলি। হেনরিকে একের-পর-এক প্রশ্ন করে গেল সে। জবাব দিলেন ম্যানেজিং এডিটর লাইল ব্যানিস্টার। লেসলি অবাক হয়ে গেল দেখে হেনরি সংবাদপত্র-ব্যবসা সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞান রাখেন। এবং এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথাও নেই। লেসলি সিদ্ধান্ত নিল সে যতটা পারে এ মাধ্যম থেকে জানবে।

ঘটনাটা ঘটল বোরগাটায়, ইতালীয় দুর্গের মতো রেস্টুরেন্টে। ডিনার ছিল চমৎকার। হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গ উপভোগ করছিল লেসলি।

'ফিনিক্সকে ভালোবাসি আমি,' বললেন হেনরি। 'বিশ্বাস করা কঠিন মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এখানকার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫ হাজার। এখন দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।'

'তুমি কেনটাকি ছেড়ে এখানে চলে এলে কেন, হেনরি?'

কাঁধ ঝাকালেন হেনরি, 'সিদ্ধান্তটা আসলে আমার ছিল না। ফুসফুসটাই এজন্য দায়ী। ডাক্তাররা বলতে পারেননি কতদিন আমার আয়ু আছে। বললেন অ্যারিজোনার আবহাওয়া আমার জন্য ভালো হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব এখানেই।' হাসলেন তিনি লেসলির দিকে তাকিয়ে। ওর হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। 'ওরা যখন বলল এ জায়গাটা আমার ভালো লাগবে, জানত না কতটা ভালো লাগবে। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় তোমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য বয়সটা আমার খুব বেশি হয়ে গেছে?' প্রশ্নটায় উদ্বেগ ফুটল।

হেসে ফেলল লেসলি, 'একদম না। বরং খুব কম বয়স মনে হয়।'

হেনরি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লেসলির দিকে, 'আমি কিন্তু সিরিয়াস। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

একমুহূর্তের জন্য চোখ বুজল লেসলি। ব্রেকস ইন্টারস্টেট পার্ক-এর ট্রেইলে কাঠের ফলকটা ভেসে উঠল : *লেসলি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না যে গভর্নর হব তবে আইনজীবী হিসেবে আমি যথেষ্ট ভালো।*

চোখ খুলল লেসলি। তাকাল হেনরি দিকে। 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

লেক্সিংটন হেরাল্ড-লিডার-এ ছাপা হওয়া বিয়ের খবরটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সিনেটর টড ডেভিস। *'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, সিনেটর। আপনার সঙ্গে দেখা করা যাবে? আমার একটু সাহায্য দরকার... হেনরি চেম্বার্সের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?... ওনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।'*

তাহলে লেসলির মতলব ছিল এটাই!

অবশ্য এটাই একমাত্র মতলব কিনা কে জানে।

লেসলি এবং হেনরি মধুচন্দ্রিমা করতে গেল প্যারিসে। যেখানে গেল লেসলি, যেসব জায়গা দেখল, রাস্তায় হাঁটল, ভাবল এসব জায়গায় অলিভার জ্যানকে নিয়ে এসেছিল কিনা। ও মানসচক্ষে দেখতে পেল অলিভার এবং জ্যান হাত-ধরাধরি করে হাঁটছে, প্রেম করছে, লেসলির কানে ফিসফিস করে যে-কথাগুলো বলেছিল, একই কথা বলছে জ্যানকে। তবে এই মিথ্যার পরিণতি অলিভারকে ভোগ করতে হবে।

হেনরি খুব ভালোবাসেন লেসলিকে। লেসলিকে খুশি রাখার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তাঁর। যদি অন্য সময় হত ওই মানুষটির প্রেমে পড়ে যেত সে। কিন্তু ওর ভেতরে, গভীরে কী একটা মারা গেছে। আমি আর কোনো পুরুষকে কোনোদিন বিশ্বাস করতে পারব না।

ফিনিক্স ফিরে আসার কদিন বাদে লেসলি হেনরিকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'হেনরি, আমি খবরের কাগজে কাজ করতে চাই।'

হেসে উঠলেন তিনি, 'কেন?'

'আমার মনে হয় কাজটা আমি উপভোগ করব। আমি একটি অ্যাড-এজেন্সির নির্বাহী ছিলাম। আমি তোমাদের পত্রিকার এ-অংশে কিছু কাজ দেখাতে পারব।'

আপত্তি করলেন হেনরি। কিন্তু শেষে লেসলির জেদের কাছে হার মানতে হল।

হেনরি লক্ষ করেছেন লেসলি নিয়মিত লেক্সিংটন হেরাল্ড লিডার পড়ে। তিনি জানেন না কাগজে শুধু অলিভার সম্পর্কে প্রকাশিত লেখা পড়ে লেসলি। ও চায় অলিভার আরও বড় হয়ে উঠুক, সফল হোক। যত বড় হবে...

লেসলি যখন বলল স্টার লোকসানের দিকে যাচ্ছে, হেসে উঠলেন হেনরি। 'ডার্লিং, এটা সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। আমি এমন সব জায়গা থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাই যার কথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এতে কিছু আসে যায় না।'

কিন্তু লেসলির এতে অনেক কিছু আসে যায়। সে কাগজের সঙ্গে আরও বেশি জড়িয়ে পড়তে লাগল। তার ধারণা, লোকসানের পেছনে প্রধান দায়ী ইউনিয়ন। ফিনিক্স স্টার-এর প্রেস মান্ধাতা-আমলের, তবে ইউনিয়ন নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে আগ্রহী নয়। ওরা বলে এতে ইউনিয়ন-সদস্যদের চাকরি চলে যাবে। তারা স্টার-এর সঙ্গে নতুন চুক্তি করছে।

লেসলি হেনরির সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি বললেন, 'এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তুমি মজা করতে এসেছ। মজা করো।'

'আমি মজা করছি,' বলল লেসলি।

লেসলি 'স্টার'-এর আইনজীবী ক্রেগ ম্যাকআলিস্টারের সঙ্গে বৈঠক করছে।

'আলোচনা কীরকম এগোচ্ছে?'

'ভালো, মিসেস চেম্বার্স। তবে পরিস্থিতি সুবিধের ঠেকছে না। প্রিন্টার্স ইউনিয়নের হেড জো রিলে খুব একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। সে এক ইঞ্চি ছাড় দিতে রাজি না। প্রেসম্যানদের চুক্তির বাকি আছে আর দশদিন। রিলে বলছে ইউনিয়ন এর মধ্যে নতুন চুক্তি না করলে তারা আন্দোলন করবে।'

'ওরা চায় কী?'

'সেই একই জিনিস। কাজের সময় কমাতে হবে, বেতন বাড়াতে হবে, অটোমেশন করা চলবে না...'

'ওরা আমাদেরকে চাপের মুখে রাখতে চাইছে, ক্রেগ। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।

'এটা কোনো ইমোশনাল ইস্যু নয়, মিসেস চেম্বার্স। এটা প্রাকটিকাল ইস্যু।'

'তো, আপনি কী করতে বলেন?'

'আমাদের করার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

'জো রিলে'র সঙ্গে একবার কথা বলি না কেন?'

দুটোর সময় মিটিং। লাঞ্চ করে ফিরতে দেরি হয়ে গেল লেসলির। রিসেপশন অফিসে ঢুকে দেখল জো রিলে সুন্দরী, তরুণী সেক্রেটারি এমির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে।

চোয়াড়ে আইরিশদের মতো চেহারা পঁয়তাল্লিশ বছরের জো রিলের। প্রেসম্যান হিসেবে পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। তিনবছর আগে তাকে ইউনিয়নের প্রধান করা হয়। এ লাইনে সবচে কঠিন নেগোশিয়েটর হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে সে। লেসলি দাঁড়িয়ে দেখল রিলে দাঁত বের করে গল্প করছে এমির সঙ্গে।

রিলে বলছিল, '...তারপর লোকটা মেয়েটার দিকে ঘুরে বলল, তোমার জন্যে কথাটা বলা সহজ। কিন্তু আমি এখন ফিরব কী করে?'

হিহি করে হাসল এমি, 'তুমি এসব কোত্থেকে শোনো, জো?'

'নানান জায়গায় পেয়ে যাই, ডার্লিং। আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'সানন্দে।'

মুখ তুলে চাইতেই লেসলিকে দেখতে পেল রিলে। 'আফটার নুন, মিসেস চেম্বার্স।'

'গুড আফটারনুন, মি. রিলে। ভেতরে আসুন।'

পত্রিকার কনফারেন্স-রুমে বসল রিলে ও লেসলি। 'কফি খাবেন?' জিজ্ঞেস করল লেসলি।

'নো থ্যাংকস।'

'শক্ত পানীয় কিছু?'

দাঁত বের করে হাসল রিলে। 'কাজের সময় কোনোকিছু পান করা কোম্পানির আইনবিরুদ্ধ কাজ, মিসেস চেম্বার্স, জানেনই তো।'

লেসলি গভীর দম নিল। 'আমি আপনাকে এখানে আলোচনার জন্য ডেকে এনেছি, কারণ শুনেছি আপনি লোক ভালো।'

'চেষ্টা করি,' বলল রিলে।

'ইউনিয়নের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আপনার লোকেরা কিছু পাবার অধিকার রাখে। তবে আপনারা যা চাইছেন তা অযৌক্তিক। আপনার কিছু লোকের কারণে বছরে মিলিয়ন ডলারের লোকসান গুনতে হচ্ছে কোম্পানিকে।'

'খোলাসা করে বলবেন কি?'

'অবশ্যই। তারা কর্মঘণ্টায় কম কাজ করে এবং ওভারটাইম করলে যেহেতু বেশি পয়সা পাওয়া যায় তাই ওদিকে তাদের ঝোঁক। এভাবে আমরা চালাতে পারব না। আমাদের যন্ত্রপাতি মান্ধাতা-আমলের বলে পত্রিকার লোকসান হচ্ছে। আপনারা যদি নতুন কোল্ড-টাইপ প্রডাকশনের ব্যবস্থা করেন—'

'অবশ্যই করা যাবে না। নতুন যন্ত্র এলে আমাদের লোকের হাতে কোনো কাজ থাকবে না, তারা বেকার হয়ে যাবে। আমি চাই না মেশিন এনে আমার লোকদের রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে। আপনার মেশিনের খিদে নেই, পেটে কিছু দিতে হয় না তবে আমার লোকদের হয়।' রিলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। 'আগামী হপ্তায় আমাদের চুক্তি সই হবে। আমরা যা চাই হয় তা আমাদেরকে দিতে হবে নতুবা আমরা আন্দোলনে যাব।'

সন্ধ্যায় হেনরিকে ঘটনাটা বলল লেসলি। বিরক্ত হলেন তিনি। 'তুমি এসবের মধ্যে জড়াচ্ছ কেন? ইউনিয়নের সঙ্গে সমঝোতা করেই আমাদের চলতে হবে। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, সুইটহার্ট। তোমার কাছে এসব কিছু নতুন। তার ওপর তুমি একজন মহিলা। এসব কাজ কি তোমাকে সাজে? পুরুষদের কাজ এটা। তাদেরকেই করতে দাও—' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, ব্যথায় নীল হয়ে গেল চেহারা।

'কী হল?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল লেসলির চেহারায়।

'আজ ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তার বলল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে।'

'আমি ব্যবস্থা করছি,' বলল লেসলি। 'তোমার জন্য নার্সের ব্যবস্থাও করছি।'

'না, নার্সের দরকার নেই। আ-আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এই যা।'

'চলো, হেনরি। শোবে চলো।'

তিনদিন পর। লেসলি ইমার্জেন্সি বোর্ড মিটিং ডাকল। হেনরি বললেন, 'তুমি যাও। আমি বাড়িতে থাকি।' অক্সিজেন ট্যাঙ্কে কাজ হয়েছে, তবে হেনরির শরীর খুব দুর্বল।

লেসলি ফোন করল হেনরির ডাক্তারকে। 'ও খুব দ্রুত ওজন হারাচ্ছে, বুকেও প্রচণ্ড ব্যথা। একটা কিছু করা দরকার।'

'মিসেস চেম্বার্স, আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব করছি। লক্ষ রাখবেন ওনার বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত না ঘটে এবং ঠিকমতো ওষুধ খাওয়াবেন।'

লেসলি দেখল হেনরি বিছানায় শুয়ে খকখক কাশছেন।

'মিটিঙে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন হেনরি। 'তুমি বোর্ডকে সামাল দিতে পারবে। যদিও করার কিছুই নেই।'

লেসলি হাসল শুধু। কিছু বলল না।

পাঁচ

কনফারেন্স কক্ষের টেবিল ঘিরে বসেছেন বোর্ডের সদস্যরা। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে অপেক্ষা করছেন লেসলির জন্য।

লেসলি এসে বলল, 'আপনাদেরকে অপেক্ষায় রাখার জন্য দুঃখিত, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। হেনরি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

প্রথম মিটিঙে লেসলিকে কেউ পাত্তা দিতে চায়নি। সবাই তাকে অনুপ্রবেশকারী ভেবেছে। তবে লেসলি মূল্যবান পরমার্শ দিয়ে ক্রমে তাদের আস্থা এবং সম্মান অর্জন করেছে। মিটিং এখন শুরু হবে, লেসলি ঘুরল এমির দিকে, 'এমি, তুমি মিটিঙে থাকো।'

বিস্মিত দেখাল এমিকে। 'আমার শর্টহ্যান্ডের স্পিড তেমন ভালো নয়, মিসেস চেম্বার্স। সিনথিয়া এ-কাজটা খুব ভালো জানে—'

'মিটিঙের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা টোকার দরকার নেই। শুধু উপসংহারের বক্তব্যটুকু টুকে রাখবে।'

'জি, ম্যাম,' নোটবুক আর পেন্সিল নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসল এমি।

লেসলি ফিরল বোর্ডের সদস্যদের দিকে। 'আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। প্রেসম্যান ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে তিনমাস ধরে কথা বলছি আমরা। অথচ এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহায় পৌঁছাতে পারিনি। আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কাজটা করতে হবে দ্রুত। আমার পাঠানো রিপোর্ট আপনারা সবাই দেখেছেন। এখন আপনাদের মতামত জানতে চাই।'

লেসলি স্থানীয় ল ফার্মের পার্টনার জেনি অসবোর্নের দিকে তাকাল। 'আমার মতামত যদি চাও, লেসলি, বলব ওরা ইতিমধ্যে অনেক কিছু পেয়ে গেছে। ওরা এখন যা চাইছে তা দিলে কাল আরও চাইবে।'

মাথা ঝাঁকাল লেসলি, তাকাল স্থানীয় ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মালিক অ্যারন ডেক্সেলের দিকে। 'অ্যারন?'

'আমিও এ-ব্যাপারে একমত। তবে ওদেরকে কিছু দিলে বদলে আমাদেরও কিছু পেতে হবে। আমার মতে, আমরা ধর্মঘট ডাকতে পারি, ওরা পারে না।'

অন্যান্যরা একই মতামত ব্যক্ত করল।

লেসলি বলল, 'আপনাদের মতামতের সঙ্গে আমি একমত নই।' সবাই অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। 'আমার মনে হয় ওরা যা চায় তাই ওদের দেয়া উচিত।'

তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তির ঝড় উঠল। নানাজন নানা মন্তব্য করতে লাগল। লেসলি বাধা দিল না। সবার ক্ষোভ প্রকাশ শেষ হলে লেসলি বলল, 'জো রিলে একজন ফেয়ারম্যান। সে যা চায় তাতে সে বিশ্বাস করে।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসা এমি আলোচনা শুনছিল, বিস্মিত দেখাল তাকে।

এক মহিলা বলে উঠল, 'তুমি ওর পক্ষ নিচ্ছ, লেসলি।'

'আমি কারও পক্ষে কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি এ-বিষয়ে রিজন্যাব্‌ল্‌ হওয়া দরকার। এনিওয়ে, এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। একটা ভোট নেয়া যাক।' এমির দিকে ফিরল সে, 'রেকর্ড নাও, এমি।'

'জি, ম্যাম।'

লেসলি ফিরল দলটার দিকে। 'ইউনিয়নের দাবির বিপক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা হাত তুলুন।' এগারো-জোড়া হাত উঠল শূন্যে। 'রেকর্ডে দেখা যাবে আমি ভোটে হ্যাঁ বলেছি এবং কমিটির বাকি সবাই ইউনিয়নের দাবি পূরণ করার বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।'

নোটবুকে নোট তুলছে এমি। চেহারায় অন্যমনস্ক ভাব ফুটল। লেসলি বলল, 'তো, আর কোনো কথা না থাকলে আজকের মতো এখানেই শেষ মিটিং।' চেয়ার ছাড়ল সে। অন্যেরাও সিধে হল।

'আপনারা কষ্ট করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ,' বলল লেসলি। ঘুরল এমির দিকে। 'নোটটা টাইপ করে দেবে, প্লিজ?'

'এক্ষুনি দিচ্ছি, মিসেস চেম্বার্স।'

লেসলি নিজের অফিসে পা বাড়াল।

অল্পক্ষণ পরে বেজে উঠল ফোন।

'মি. রিলে আছেন এক নাম্বার লাইনে,' জানাল এমি।

ফোন তুলল লেসলি, 'হ্যালো।'

'জো রিলে। আপনি আমাদের জন্য যা করতে চেয়েছেন সে জন্য ধন্যবাদ জানাতে ফোন করেছি।'

লেসলি বলল, 'ঠিক বুঝলাম না...'

'বোর্ড মিটিঙের কথা বলছি। সব শুনেছি আমি।'

লেসলি বলল, 'আপনি কী করে সব শুনলেন বুঝতে পারলাম না। ওটা একটা প্রাইভেট মিটিং ছিল।'

খিকখিক হাসল জো রিলে। 'ধরে নিন, সব জায়গাতেই আমাদের কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। তবে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন তা যথেষ্ট। করতে পারেননি যখন কী আর করা।'

স্বল্প বিরতি দিয়ে ধীরে ধীরে জানতে চাইল লেসলি, 'মি. রিলে... যদি কাজটা আমি করে দিতে পারি?'

'মানে?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ফোনে আলাপ করা ঠিক হবে না। কোথাও আমরা মিলিত হতে পারি... গোপনে?'

বিরতি ওপাশে। 'নিশ্চয়। কোথায় মিলিত হতে চান?'

'এমন কোথাও যেখানে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না।'

'গোল্ডেন কাপ-এ?'

'ঠিক আছে। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসছি।'

'আসুন।'

ফিনিক্সের অখ্যাত একটি অঞ্চলের কুখ্যাত ক্যাফে গোল্ডেন কাপ। রেলরোডের ধারের এ এলাকা ঘেঁষতে পুলিশই নিষেধ করে ট্যুরিস্টদেরকে। লেসলি ক্যাফেতে ঢুকে দেখল জো রিলে কিনারার একটি টেবিল দখল করেছে। লেসলিকে দেখে চেয়ার ছাড়ল সে।

'আসার জন্য ধন্যবাদ,' বলল লেসলি। বসল দুজনে।

'আপনি বললেন কন্ট্যাক্টটা পাইয়ে দেয়ার একটা উপায় বাতলে দেবেন তাই এলাম।'

'আমার ধারণা বোর্ডের সবগুলো সদস্য মাথামোটা এবং অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আমার কথা শোনেনি ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল রিলে। 'জানি আমি। আপনি ওদেরকে বলেছিলেন আমরা যেন নতুন কন্ট্রাক্টটা পেয়ে যাই।'

'ঠিক। ওরা আসলে জানে না খবরের কাগজের জন্য ছাপাখানার লোকজন কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ।'

রিলে লক্ষ করছে লেসলিকে, বিস্মিত। 'কিন্তু ওরা তো আপনার মতামত প্রত্যাখ্যান করেছে, তাহলে আমরা কীভাবে...?'

'ওরা আমার মতামত প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ আপনাদের ইউনিয়নকে ওরা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেনি। আপনারা যদি লম্বা ধর্মঘট এড়াতে চান, পত্রিকার মৃত্যু যদি কামনা না করেন, ওদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে আপনারা একহাত দেখাতে পারেন।'

'মানে?'

নার্ভাস শোনাল লেসলির কণ্ঠ। 'আপনাকে খুবই গোপন একটা কথা বলছি। তবে আপনারা যা চাইছেন তা পাবার এটাই একমাত্র রাস্তা। সমস্যাটা খুব সরল। ওরা ভাবছে আপনারা ব্লাফ দিচ্ছেন। ওরা বিশ্বাস করে না আপনাদের কিছু করার ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতাটাই দেখাতে হবে ওদেরকে। আপনাদের কন্ট্রাক্ট আছে শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ...'

'ওরা আশা করছে আপনারা চুপচাপ কেটে পড়বেন।' সামনের দিকে ঝুঁকে এল লেসলি। 'যাবেন না।' রিলে গভীর মনোযোগে শুনছে ওর কথা। 'দেখিয়ে দিন আপনাদেরকে ছাড়া ওরা স্টার বের করতে পারবে না। ভেড়ার মতো আচরণ করবেন না। কিছু ক্ষয়ক্ষতির ব্যবস্থা করুন।' বিস্ফারিত হয়ে উঠল জো রিলের চোখ।

'সিরিয়াস কোনো ড্যামেজ করার কথা বলছি না,' দ্রুত বলল লেসলি। 'শুধু ওদেরকে দেখিয়ে দেবেন আপনারাও কম যান না। কিছু তারটার কেটে ফেলুন, যান্ত্রিক কোনো সংযোগ নষ্ট করে দিন যাতে ওরা বুঝতে পারে আপনাদেরকে ছাড়া ওদের গতি নেই। সবকিছুই দু-একদিনের মধ্যে মেরামত করা যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ওরা ভয় পেয়ে যাবে। বুঝতে পারবে কাদের সঙ্গে কাজ করছে।'

জো রিলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল লেসলির দিকে। 'আপনি একজন নারী বটে!'

'আমি অসাধারণ কিছু নই। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে মাথায় চলে এল বুদ্ধিটা। ছোটখাটো ড্যামেজ করুন যা সহজে ঠিক করা যাবে এবং আপনাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করুন বোর্ডে। নয়তো আপনাকে নীরবে রিজাইন দিয়ে চলে আসতে হবে।'

ধীরগতিতে হাসি ফুটল রিলের মুখে। 'আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়ানোর সুযোগ আমাকে দিন, মিসেস চেম্বার্স।'

'আমরা হামলা চালাব।'

শুক্রবার রাত একটার সময় জো রিলের নেতৃত্বে ছাপাখানার কর্মীরা হামলা চালিয়ে বসল। মেশিন থেকে খুলে ফেলল যন্ত্রাংশ, ইকুইপমেন্ট বোঝাই টেবিল উল্টে ফেলে দিল, একজোড়া প্রিন্টিং প্রেসে ধরিয়ে দিল আগুন। এক গার্ড বাধা দিতে এসে বেধড়ক পিটুনি খেল। উত্তেজনার চোটে উন্মত্ত হয়ে উঠল ছাপাখানার বিদ্রোহীরা।

'হারামজাদাদেরকে দেখিয়ে দাও আমাদেরকে ওরা তাড়িয়ে দিতে পারবে না!' গলা ফাটাল দলের একজন।

'আমাদেরকে ছাড়া কোনো কাগজপত্র তৈরি হবে না!'

'আমরাই স্টার!'

হট্টগোল বেড়ে চলল, সেইসঙ্গে তীব্রতা পেল আক্রমণ।

হুড়োহুড়ি, চিল্লাচিল্লিতে ব্যস্ত লোকগুলো হঠাৎ চমকে গেল ছাপাখানার চার কিনার থেকে চারটি ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠতে। হৈ-হল্লা থেমে গেল, বোকার মতো তারা তাকাতে লাগল চারপাশে। দরজার কাছে টিভি-ক্যামেরা ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুলছে। ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে আছেন অ্যারিজোনা রিপাবলিক এবং ফিনিক্স

গ্যাজেট-এর সাংবাদিকরা। সেইসঙ্গে আরও নানা সংবাদসংস্থার মানুষজন। এদের সঙ্গে কমপক্ষে ডজনখানেক পুলিশ এবং দমকল কর্মী রয়েছে।

মুখ হাঁ হয়ে গেছে জো রিলের। *এরা এত তাড়াতাড়ি এখানে এল কীভাবে? পুলিশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, দমকল-কর্মী চালু করে দিয়েছে হোসপাইপ, জবাবটা চট করে পেয়ে গেল রিলে। পেটে যেন সজোরে লাথি কষাল কেউ। লেসলি চেম্বার্স ফাঁদে ফেলেছে ওকে! ইউনিয়নের এই ধ্বংসযজ্ঞের কথা যখন সবাই জানবে, দেখবে ছবি, ওদের জন্য কারও সহানুভূতি থাকবে না। জনমত চলে যাবে ওদের বিপক্ষে। কুত্তি মাগীর সবকিছু আগেই প্ল্যান করা ছিল...'*

একঘণ্টার মধ্যে টিভি-চ্যানেলগুলো সচিত্র খবর প্রচার করল, রেডিওতে ধ্বংসযজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হল। সারা পৃথিবীর সংবাদসংস্থাগুলো এ গল্প ছাপল, সবাই জানল ইউনিয়নের লোকেরা স্টার-এর ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, অথচ সেই পত্রিকাকে তারা ধ্বংস করতে চেয়েছে।

ফিনিক্স স্টার-এর প্রতি দরদ উথলে উঠল জনতার।

ইউনিয়নের পরাজয় ঘটল। লেসলির পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন হল। সে কাগজ-প্রকাশে ব্যবহার করল আধুনিক কারিগরি কৌশল। লোকসানি পত্রিকা লাভের মুখ দেখতে শুরু করল। রাতারাতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেল কুড়ি শতাংশ।

ধর্মঘট আহ্বানের পরদিনই চাকরি থেকে বরখাস্ত হল এমি।

বিয়ের দুইবছর পরে, এক শুক্রবারের শেষ বিকেলে হেনরির বদহজম হল। শনিবার সকালে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করলেন। লেসলি অ্যাম্বুলেন্স ডাকল হেনরিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রোববার মারা গেলেন হেনরি। তিনি তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পত্তি লিখে রেখে গেছেন লেসলির নামে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সোমবার ক্রেগ ম্যাক অ্যালিস্টার এলেন লেসলির সঙ্গে দেখা করতে। 'কিছু লিগাল ম্যাটার নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল। কিন্তু আপনার এই অবস্থায়—'

'না,' বলল লেসলি। 'আমি ঠিক আছি।'

যা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি লেসলিকে প্রভাবিত করেছে হেনরির মৃত্যু। মানুষটা খুব চমৎকার ছিলেন, ভালোবাসতেন খুব লেসলিকে। লেসলি অলিভারের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। হেনরির মৃত্যু লেসলির মনে প্রতিশোধের বাসনা আরও দৃঢ় করে তুলল।

'স্টার-এর এখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যাক অ্যালিস্টার। 'আপনি কি পত্রিকা চালাবেন নাকি...'

'আমি পত্রিকা চালাব।'

পত্রিকা চালানোর পরিপূর্ণ ক্ষমতা হাতে পেয়ে লেসলি প্রথমেই যে-কাজটি করল তা হল ওরিগনের হ্যামন্ড থেকে প্রকাশিত 'সান' পত্রিকাটি কিনে ফেলল পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়ে। হ্যামন্ডে দুটি পত্রিকা বেরোয়। সান-এর সার্কুলেশন পনেরো হাজার, অপর পত্রিকা 'হ্যামন্ড ক্রনিক্‌ল' ছাপে আটাশ হাজার, প্রায় দ্বিগুণ। সান-এর মালিক সানন্দে পত্রিকা বিক্রি করে দিলেন। এর পরপরই হ্যামন্ড ক্রনিক্‌ল-এর মালিক ওয়াল্ট মেরিওয়েদার দেখা করলেন লেসলির সঙ্গে।

'আমি বুঝতে পারছি আপনি আমার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছেন,' তরল গলায় বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল লেসলি, 'ঠিক ধরেছেন।'

'যদি এখানে লাভবান হতে না পারেন, আমার মনে হয় সান আমার কাছে বিক্রি করে দিলেই ভালো করবেন।'

হাসল লেসলি। 'আপনি বরং লাভবান না হলে ক্রনিকল আমার কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন।'

হেসে উঠলেন মেরিওয়েদার। 'শিওর। লটস অভ লাক, মিসেস চেম্বার্স।'

মেরিওয়েদার ফিরে এলেন নিজের অফিসে। আত্মবিশ্বাসী গলায় বললেন, 'ছয় মাসের মধ্যে সান কিনে ফেলব আমরা।'

ফিনিক্স ফিরল লেসলি। স্টার-এর ম্যানেজিং এডিটর লিল ব্যানিস্টারের সঙ্গে কথা বলল। 'আপনি আমার সঙ্গে ওরিগনের হ্যামন্ডে যাবেন। কাগজটা নিজের পায়ে না-দাঁড়ানো পর্যন্ত ওটার সমস্ত দেখভাল করার দায়িত্ব আপনার।'

'আমি মি. ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে কথা বলেছি,' বলল ব্যানিস্টার, 'কাগজটার পা-ই নেই, দাঁড়াবে কীভাবে? উনি বললেন চরম বিপর্যয় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

তাকে পলক লক্ষ করল লেসলি, 'আপনি হাসালেন আমাকে।'

অরিগনে এসে সান-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করল লেসলি। 'এখন থেকে আমরা একটু ভিন্নভাবে কাজ করব,' বলল সে। 'এ শহরে দুটি খবরের কাগজ বেরোয়। আমরা অন্য পত্রিকাটিকে ছাপিয়ে যাব।'

সান-এর ম্যানেজিং এডিটর ডেরেক জোরনেস বলল, 'মাফ করবেন, মিসেস চেম্বার্স। আমি ঠিক জানি না আপনি পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা। আমাদের সার্কুলেশন ক্রনিক্‌ল-এর অনেক নিচে। এবং প্রতি মাসে আমরা আরও পিছিয়ে পড়ছি। ওদের সমকক্ষ হওয়ার কোনো পথই নেই।'

'ওদের শুধু সমকক্ষই হব না,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে তাকে বলল লেসলি, 'ক্রনিকল যাতে আর বেরুতে না পারে সে-ব্যবস্থাও আমরা করব।'

ঘরের ভেতরের সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সবাই একই চিন্তা করছে : নারী এবং অ্যামেচারদের সংবাদপত্রের ব্যবসা থেকে শত হাত দূরে থাকা উচিত।

'কীভাবে করবেন কাজটা ভেবেছেন?' বিনীত গলায় জানতে চাইল জোরনেস।

'ষাঁড়ের লড়াই দেখেছেন কখনও?' জিজ্ঞেস করল লেসলি।

চোখ পিটপিট করল সে। 'ষাঁড়ের লড়াই? না...'

'ষাঁড় যখন রিঙে ঢোকে, ম্যাটাডোর তাকে তক্ষুনি হত্যা করে না। রক্তক্ষরণে ওটাকে দুর্বল করে দেয়। তারপর হত্যা করে।'

না-হাসার চেষ্টা করল জোরনেস। 'এবং আমরা ক্রনিকল-এর রক্তক্ষরণ করাব?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'সোমবার থেকে সান-এর দাম ৩৫ সেন্ট থেকে আমরা ২০ সেন্টে নামিয়ে আনব। বিজ্ঞাপনের রেট কমাব ত্রিশ শতাংশ। পরের হপ্তায় একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করব পাঠকদের জন্য। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে থাকবে গোটা পৃথিবী ভ্রমণের সুযোগ।'

বৈঠক শেষে কর্মকর্তারা আলোচনা করতে লাগল তাদের পত্রিকা এক উন্মাদ মহিলার হাতে পড়েছে।

রক্তক্ষরণ শুরু হল। তবে রক্ত ঝরতে লাগল সান-এর গা থেকে।

ম্যাক অ্যালিস্টার লেসলিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোনো ধারণা আছে সান কত টাকা লোকসান দিচ্ছে?'

'সঠিক হিসাবটা আমার জানা,' জবাব দিল লেসলি।

'এভাবে কদ্দিন চালাবেন?'

'জিতে না যাওয়া পর্যন্ত,' বলল লেসলি। 'ভাববেন না। জয় আমাদের হবেই।'

তবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে লেসলির। প্রতি হপ্তায় লোকসানের খাতা ভারী হচ্ছে। সার্কুলেশন কমছে, বিজ্ঞাপনের হার কমানো সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনদাতাদের সাড়া প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না।

'আপনার থিওরি কাজে লাগছে না,' বললেন ম্যাক অ্যালিস্টার। 'আমাদের লস্ কমাতে হবে। ধারণা করছি, আপনি আরও টাকা ঢালতে পারবেন। কিন্তু এতে লাভ কী হবে?'

পরের হপ্তায় সার্কুলেশনের নিম্নগামিতা বন্ধ হয়ে গেল।

ওপরে উঠতে আট হপ্তা সময় লাগল সান-এর।

খবরের কাগজের কম দাম এবং বিজ্ঞাপনের কম রেট বেশ কাজে দিল, তবে সান উঠে গেল মূলত পাঠকদের জন্য আয়োজিত প্রতিযোগিতার কারণে। বারো হপ্তা

চলল প্রতিযোগিতা, প্রতি হপ্তায় পাঠকদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হল। পুরস্কার থাকল জাহাজে দক্ষিণ সাগর ভ্রমণ এবং লন্ডন, প্যারিস ও রিওতে ট্রিপ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারসহ হাস্যোজ্জ্বল ছবি পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হওয়ার পরে, সান-এর সার্কুলেশনে যেন বিস্ফোরণ ঘটল।

'আপনি ভয়ংকর একটা জুয়ো খেলেছিলেন,' ঘোঁত ঘোঁত করলেন ক্রেগ ম্যাক অ্যালিস্টার, 'তবে জুয়োটা লেগে গেছে।'

'ওটা জুয়ো ছিল না,' বলল লেসলি। 'লোকে ফাও কিছু পেলে তা নেয়ার লোভ সামলাতে পারে না।'

ওয়াল্ট মেরিওয়েদার তাঁর পত্রিকার লেটেস্ট সার্কুলেশনের পরিমাণ জেনে রেগে আগুন হলেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম ক্রনিকল-এর চেয়ে এগিয়ে আছে সান।

'ঠিক আছে,' চেহারা অন্ধকার করে বললেন মেরিওয়েদার। 'এই নির্বোধের খেলা আমরাও খেলতে জানি। আমাদের বিজ্ঞাপনের রেট কমিয়ে দাও। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করো।'

কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। সান কিনে নেয়ার এগারো মাস বাদে ওয়াল্ট মেরিওয়েদার লেসলির সঙ্গে দেখা করলেন কথা বলার জন্য।

'আমি ফতুর হয়ে যাচ্ছি,' সংক্ষেপে বললেন তিনি। 'আপনি ক্রনিকল কিনবেন?'

'হ্যাঁ।'

ক্রনিকল কেনার চুক্তি হওয়ার পরপর লেসলি তার কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠাল।

'আসছে সোমবার থেকে,' বলল সে, 'আমরা সান-এর দাম বাড়িয়ে দেব, বিজ্ঞাপন রেট দ্বিগুণ করুন এবং বন্ধ করে দিন প্রতিযোগিতা।'

একমাস পরে লেসলি ক্রেগ ম্যাক অ্যালিস্টারকে বলল, 'ডেট্রয়েটে ইভনিং স্টান্ডার্ড বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওদের একটা টিভি-চ্যানেলও আছে। আমরা ওটা কিনব।'

আপত্তি জানালেন ম্যাক অ্যালিস্টার। 'মিসেস চেম্বার্স, আমরা টেলিভিশনের কিছুই বুঝি না, তাছাড়া—'

'শিখতে আপত্তি কোথায়। শিখে নেব।'

লেসলির পরিকল্পিত সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।

ছয়

প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটছে অলিভারের দিন। এবং এ ব্যস্ততা সে বেশ উপভোগ করছে। নানা রাজনৈতিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তার, বিভিন্ন প্রজেক্ট সই করতে হয়, মিটিঙে হাজির থাকতে হয়, দিতে হয় বক্তৃতা, থাকে প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ফ্রাঙ্কফোর্টে স্টেট জার্নাল, লেক্সিংটন-এ হেরাল্ড-লিডার এবং লুইসভিল কুরিয়ার-জার্নাল তার সুখ্যাতি গাইছে। গভর্নর হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অলিভার। সমাজের রুই-কাতলাদের সঙ্গে এখন তার নিত্য ওঠ-বোস। আর এটা ঘটছে সে সিনেটর টড ডেভিসের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে।

ফ্রাঙ্কফোর্টে বাস করতে ভালোই লাগছে অলিভারের। চমৎকার, ঐতিহাসিক এক নগরী যার চোখজুড়ানো উপত্যকা, নদী এবং পাহাড় সারি রয়েছে। অলিভার ভাবে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাস করতে না-জানি কেমন লাগবে।

ব্যস্ত দিন গড়িয়ে যায় হপ্তা, হপ্তা শেষে আসে মাস, তারপর বছর। অলিভার তার গভর্নর তাদের টার্মের শেষ বছরে চলে এল।

পিটার টেগারকে অলিভার তার প্রেস সেক্রেটারি বানিয়েছে। পছন্দ ছিল যথার্থ। প্রেসের সঙ্গে তার দারুণ খাতির। সে প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী, এ নিয়ে কথা বলতেও ভালোবাসে। পিটার টেগার ও তার চোখের কালো তাপ্পি অলিভারের মতোই চেনা হয়ে উঠল সবার কাছে।

টড ডেভিস মাসে একবার ফ্রাঙ্কফোর্ট উড়ে আসেন অলিভারের সঙ্গে দেখা করতে।

পিটার টেগারকে তিনি বলেন, 'অলিভারের ওপর সবসময় লক্ষ রাখবে। ও যেন সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ভুল না করে।'

অক্টোবরের এক হিম ঠাণ্ডার সাঁঝবেলায় অলিভার এবং সিনেটর ডেভিস বসেছেন অলিভারের স্টাডিঘরে। ওরা এবং জ্যান গ্যাব্রিয়েল থেকে কিছুক্ষণ আগে তিনবার করে এসেছে। ওদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে জ্যান।

'জ্যানকে খুব সুখি দেখাচ্ছে, অলিভার। এ কারণে আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট।'

'আমি ওকে সুখে রাখার চেষ্টা করি, টড।'

'তোমাকে ও খুব ভালোবাসে, বেটা।'

'আমিও ওকে খুব ভালোবাসি,' সরল গলায় বলল অলিভার।

হাসলেন সিনেটর ডেভিস। 'শুনে খুশি হলাম। ও তো ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউজ নতুন করে সাজাতে শুরু করেছে।'

ঝলক দিল অলিভারের বুকের রক্ত। 'মানে?'

'আচ্ছা, তোমাকে বলিনি বুঝি? তোমার নাম তো এখন ওয়াশিংটনে সবার মুখে-মুখে। বছরের শুরুতেই আমরা নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে যাব।'

পরের প্রশ্নটা ভয়ে-ভয়ে করল অলিভার। 'আপনি কি মনে করেন আমার সত্যি চান্স আছে, টড?'

'চান্স,' শব্দটা জুয়োয় ব্যবহার করলে সাজে। আর আমি জুয়ো খেলি না, বেটা। আমি নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাজে হাত দিই না।'

গভীর দম নিল অলিভার। 'আপনি আমার জন্য যা করছেন এ দেনা শোধ হওয়ার নয়।'

অলিভারের হাত চাপড়ে দিলেন সিনেটর। 'আরে, জামাতাকে সাহায্য করা শ্বশুরেরই তো দায়িত্ব, তাই না?' একটু বিরতি দিয়ে তিনি যোগ করলেন, 'একটা কথা, অলিভার, তোমার আইন-পরিষদ তামাক-ট্যাক্স বিল পাস করে দেয়ায় আমি খুব হতাশ হয়েছি।'

'আমাদের রাজস্ব বাজেট ঘাটতিতে টাকাটা কাজে লাগানো হবে, এবং—'

'কিন্তু তুমি এতে ভেটো দেবে।'

অলিভারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'ভেটো দেব?'

হাসির একটা ঝিলিক দেখল সে সিনেটরের মুখে একমুহূর্তের জন্য। 'অলিভার, আমি তোমাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই। নিজের কথা ভাবছি না আমি। তবে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে যারা তাদের রক্তজল করে কামাই-করা পয়সা তামাক চাষে বিনিয়োগ করেছে। আমি চাই না নতুন ট্যাক্স বসানোর কারণে তারা মর্মাহত হোক। বুঝতে পেরেছ?'

চুপ করে রইল অলিভার।

'বুঝতে পেরেছ, অলিভার?'

'না,' অবশেষে বলল অলিভার। 'কাজটা ঠিক হবে না। তাছাড়া শুনেছি আপনি আপনার তামাকের প্ল্যানটেশন বিক্রি করে দিচ্ছেন, টড।'

টড বিস্মিত চোখে তাকালেন, 'আমি তা কেন করতে যাব?'

'তামাক কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে আদালতে। দাম পড়ে যাচ্ছে এবং—'

'তুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছ, বেটা। এর বাইরেও বিরাট একটা পৃথিবী আছে। দ্যাখো চীন, আফ্রিকা এবং ভারতে আমাদের বিজ্ঞাপনী প্রচার শুরুর পরে কী ঘটে।' ঘড়ি দেখলেন তিনি, সিধে হলেন। 'আমার ওয়াশিংটন ফিরতে হবে। কমিটির বৈঠক আছে।'

সাংঘাতিক আপসেট অলিভার। 'আমি কী করব বুঝতে পারছি না, পিটার। এ বছর যতগুলো আইন পাস হয়েছে তার মধ্যে সবচে প্রশংসা পেয়েছে তামাকের ওপর করবৃদ্ধির বিষয়টি। আমি কোন্ যুক্তিতে এর বিরুদ্ধে ভেটো দেব?'

পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করল পিটার টেগার। 'তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব এখানে আছে, অলিভার। বিষয়টি নিয়ে সিনেটরের সঙ্গে কথা বলেছি। তোমার কোনো সমস্যা হবে না। আমি চারটার সময় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছি।'

কাগজে চোখ বুলাল অলিভার। শেষে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

'আমাকে তোমার আর দরকার আছে?'

'না, ধন্যবাদ। চারটায় দেখা হবে।'

পিটার টেগার চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

'পিটার।'

ঘুরল টেগার, 'বলো!'

'একটা কথা। তোমার কি মনে হয় প্রেসিডেন্ট হওয়ার সত্যিই সুযোগ আছে আমার?'

'সিনেটর কী বলেন?'

'তিনি বলেন সুযোগ আছে।'

টেগার ফিরে গেল নিজের ডেস্কে। 'সিনেটরকে বহুদিন ধরে আমি চিনি, অলিভার। কখনও তাঁকে ভুল করতে দেখিনি। একবারের জন্যও না। মানুষটার ইন্সটিংক্ট এককথায় অবিশ্বাস্য। টড ডেভিস যদি বলে থাকেন তুমি যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছ, বাজি ধরতে পারো তাই ঘটবে।'

দরজায় নক্ করল কেউ। 'ভেতরে আসুন।'

খুলে গেল কপাট, আকর্ষণীয়া এক তরুণী সেক্রেটারি ঢুকল ঘরে, হাতে কতগুলো ফ্যাক্স। বয়স বিশ/বাইশের বেশি হবে না। উজ্জ্বল, সম্ভাবনাময়।

'মাফ করবেন, গভর্নর, আমি জানতাম না আপনি—'

'ঠিক আছে, মিরিয়াম।'

হাসল টেগার, 'হাই, মিরিয়াম।'

'হ্যালো, মি. টেগার।'

অলিভার বলল, 'মিরিয়াম না থাকলে আমার সত্যিই খুব মুশকিল হত। ও-ই আমার সব কাজ করে দেয়।'

রাঙা হল মিরিয়ামের গাল। 'যদি বিশেষ কাজ না থাকে—' সে ফ্যাক্সগুলো অলিভারের ডেস্কে রাখল। তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

'মেয়েটি খুব সুন্দরী,' বলল টেগার। তাকাল অলিভারের দিকে।

'হুঁ।'

'অলিভার, তুমি সাবধানে চলাফেরা করছ তো?'

'এজন্যই তো ওই ছোট অ্যাপার্টমেন্টটার ব্যবস্থা করেছি।'

'আরও বেশি সাবধান হতে হবে তোমাকে। শরীর গরম হয়ে উঠলে মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা কোরো একজন মিরিয়াম, এলিস কিংবা ক্যারেনের চেয়ে ওভাল অফিস কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'তুমি কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি, পিটার। তবে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'বেশ।' ঘড়ি দেখল পিটার। 'এখন যাওয়া দরকার। বেটসি আর বাচ্চাদের সঙ্গে লাঞ্চ করব বলেছি।' হাসল সে। 'তোমাকে বলেছি আমার পাঁচবছরের মেয়ে রেবেকা আজ সকালে কী করেছে? সকাল আটটায় বাচ্চাদের একটা শো ছিল টিভিতে। বেটসি বলল, নাস্তা খেয়ে নাও, মামণি, তারপর টিভি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মেয়ে আগে টিভি দেখবে, তারপর নাস্তা খাবে। খুব জিদ্দি হয়েছে মেয়েটা।'

গর্বের হাসি ফুটল টেগারের মুখে।

রাত দশটা। অলিভার ডেন-এ ঢুকল। জ্যান বই পড়ছে। অলিভার বলল, 'হানি, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। কনফারেন্স আছে।'

মুখ তুলে চাইল জ্যান, 'এত রাতে?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অলিভার। 'কী আর করা। কাল সকালে বাজেট কমিটির মিটিং। ওরা মিটিঙের আগে আমাকে ব্রিফ করতে চায়।'

'তুমি খুববেশি খাটাখাটি করছ, অলিভার,' একটু ইতস্তত করে যোগ করল জ্যান, 'ইদানীং দেরি করেও বাড়ি ফিরছ।'

অলিভার ঝুঁকে চুমু খেল বউকে। 'ডোন্ট ওরি। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব।'

নিচে নেমে শোফারকে বলল অলিভার, 'আজ তোমার ছুটি। আমি ছোট গাড়িটা নিয়ে বেরুব।'

'জি, গভর্নর।'

'তুমি দেরি করেছ, ডার্লিং,' অনুযোগের সুর মিরিয়ামের কণ্ঠে। নগ্ন।

দাঁত বের করে হাসল সে, হেঁটে গেল ওর দিকে। 'এজন্য দুঃখিত। আমাকে ছাড়াই শুরু করোনি বলে খুশি হয়েছি।'

হাসল মিরিয়াম, 'আমাকে জড়িয়ে ধরো। আদর করো।'

ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সে। উষ্ণ শরীরের স্পর্শ গরম করে তুলল গা।

'কাপড় খোলো, জলদি।

বিছানায় ঝড় তোলা শেষ হলে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াশিংটন ডিসিতে যাবে?

বিছানায় উঠে বসল মিরিয়াম, 'তুমি সিরিয়াস?'

'একশোভাগ। এরপর ওখানে চলে যেতে পারি। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

'কিন্তু তোমার স্ত্রী যদি জেনে যায়...'

'জানবে না।'

'কিন্তু ওয়াশিংটনে কেন?'

'এখন বলা যাবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি দারুণ একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে।'

'তুমি আমাকে যতদিন ভালোবাসবে, যেখানে নিয়ে যেতে চাইবে, যাব।'

'তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি।' খুব সহজেই কথাগুলো বেরিয়ে এল। এমন কথা বহু মেয়েকে বলেছে সে।

'এসো, আবার প্রেম করি।'

'এক সেকেন্ড। তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।' বিছানা ছাড়ল সে। চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করল। বোতলের জিনিস ঢালল গ্লাসে। স্বচ্ছ, তরল একটা পদার্থ।

'নাও, খাও।'

'কী এটা?' জানতে চাইল মিরিয়াম।

'ভালো লাগবে। খাও না।' সে এক চুমুকে অর্ধেক করে ফেলল গ্লাস।

মিরিয়াম চুমুক দিল প্রথমে, তারপর ঢকঢক করে গিলে ফেলল বাকি পানীয়টুকু। হাসল, 'মন্দ নয়।'

'তোমার মধ্যে এখন দারুণ যৌন-উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে।'

'আমার মধ্যে ইতিমধ্যে যৌন-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। বিছানায় এসো।'

আবার প্রেম করতে লাগল ওরা। হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল মিরিয়াম। 'আ-আমার কেমন জানি লাগছে।' হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। 'আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না।' ওর চোখ বুজে আসছে।

'মিরিয়াম!' কোনো সাড়া নেই। বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে মেয়েটি। 'মিরিয়াম!'

চিৎ হয়ে পড়ে থাকল মেয়েটি। অজ্ঞান।

বিছানা ছাড়ল সে। পায়চারি শুরু করল। সে এই লিকুইড কমপক্ষে এক ডজন মহিলাকে খাইয়েছে। শুধু একজনের সমস্যা হয়েছিল। তাকে আরও সাবধান হতে হবে। ঠিকমতো সামলাতে না পারলে বারোটা বেজে যাবে তার। ধ্বংস হয়ে যাবে এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা ক্যারিয়ার। এটা সে ঘটতে দিতে পারে না। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল সে। পালস পরীক্ষা করল। এখনও শ্বাস করছে। থ্যাংক গড। তবে এ অ্যাপার্টমেন্টে এ মেয়েকে রাখা যাবে না। তাহলে সবাই জেনে ফেলবে এটা তার গোপন আস্তানা। মেয়েটিকে এমন কোথাও রেখে আসবে যেখানে পথচারীর চোখে পড়বে। তারা মিরিয়ামকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

মিরিয়ামকে জামাকাপড় পরাতে এবং অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মেয়েটির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে আধঘণ্টা সময় লাগল তার। দরজা খুলল সাবধানে। তাকাল ডানে-বামে। কেউ নেই। মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। গাড়িতে তুলল মিরিয়ামকে।

প্রায় মাঝ রাত। রাস্তা জনশূন্য। বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ি চালিয়ে জুনিপার হিল পার্কে চলে এল সে। চারপাশে সতর্ক নজর বুলিয়ে যখন নিশ্চিত হল ধারেকাছে কেউ নেই, সে মিরিয়ামকে বের করে আনল গাড়ি থেকে। পার্কের বেঞ্চে শুইয়ে দিল আস্তে করে। মেয়েটিকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না তবে এছাড়া কিছু করারও নেই। সে মিরিয়ামের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে না। কয়েক হাত দূরে একটি পাবলিক ফোনবুদ। সে বুদে ঢুকে ৯১১-এ ডায়াল করল।

অলিভার বাসায় ফিরে দেখল তার জন্য অপেক্ষা করছে জ্যান।

'এখন মাঝরাত,' বলল সে, 'এত দেরি হল যে—'

'আমি দুঃখিত, ডার্লিং। বাজেট নিয়ে দীর্ঘ, বিরক্তিকর বৈঠক হয়েছে। নানাজনের নানা মত।'

'তোমাকে শুকনো দেখাচ্ছে, বলল জ্যান।

'ও কিছু না। ক্লান্তি,' বলল অলিভার।

দুষ্টু হাসল জ্যান। 'বিছানায় চলো। ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছি।'

বউয়ের কপালে চুমু খেল অলিভার। 'আমি এখন ঘুমাব, জ্যান। মিটিং আমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে।'

পরদিন সকালে স্টেটজার্নাল-এর প্রথম পাতায় ছাপা হল খবরটা :

গভর্নরের সেক্রেটারিকে অচেতন অবস্থায় পার্ক থেকে উদ্ধার

গতকাল রাত দুটোয় পুলিশ মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ড নামে এক অচেতন নারীকে বৃষ্টির মধ্যে বেঞ্চিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছে। তাকে মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়।

অলিভার লেখাটি পড়ছে, হন্তদন্ত হয়ে অফিসে ঢুকল পিটার টেগার, হাতে সেদিনের খবরের কাগজ।

'পড়েছ খবরটা?'

'হ্যাঁ। খুব—খুব ভয়ংকর একটা ব্যাপার।'

'এ ঘটনা ঘটল কীভাবে?'

মাথা নাড়ল অলিভার। 'জানি না।' হাসপাতালে ফোন করলাম। বলল মিরিয়াম কোমা'র মধ্যে আছে। কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ওরা। কী হয় না হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানাবে বলেছে।'

টেগার তাকাল অলিভারের দিকে। 'আশা করি ও ঠিক হয়ে যাবে।'

লেসলি চেম্বার্সের চোখ এড়িয়ে গেল খবরটা। কারণ তখন সে ব্রাজিলে, একটি টিভি-চ্যানেল কিনতে গেছে।

পরদিন হাসপাতাল থেকে ফোন এল। 'গভর্নর, ল্যাবরেটরি টেস্ট মাত্র শেষ করলাম আমরা। মেয়েটিকে methylenedioxyme thamphetamine নামে একটি জিনিস খাওয়ানো হয়েছে। সবাই একে চেনে Ecstar নামে। তরল করে খাওয়ানো হয়েছে জিনিসটা। ফলাফল হয়েছে আরও মারাত্মক।'

'ওর অবস্থা এখন কী রকম?'

'ভালো না। এখনও কোমায় আছে। হয়তো জ্ঞান ফিরে পেতে পারে অথবা—' ইতস্তত করল ডাক্তার। 'খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, প্লিজ।'

'অবশ্যই।'

একটি কনফারেন্সে ব্যস্ত অলিভার রাসেল, সেক্রেটারি ফোন করল।

'মাফ করবেন, গভর্নর। আপনার একটা ফোন এসেছে।'

'তোমাকে কাজের মধ্যে বিরক্ত করতে নিষেধ করিনি, হিদার?'

'সিনেটর ডেভিস আছেন তিন নম্বর লাইনে,'

'ও, আচ্ছা।'

ঘরের লোকদের দিকে ফিরল অলিভার, 'এ বিষয় নিয়ে আমরা পরে কথা বলব, ভদ্রমহোদয়গণ। এখন যদি আপনারা আমাকে একটু ক্ষমা করেন...'

সবাই চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ফোন তুলল সে। 'টড?'

'অলিভার, কাগজে পড়লাম তোমার এক সেক্রেটারিকে নাকি অজ্ঞান অবস্থায় পার্কে পাওয়া গেছে?'

'ঘটনা সত্য, টড,' বলল অলিভার, 'তবে বিশ্বাস করুন, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

'আমি তা মনে করি না,' সিনেটরের কণ্ঠ গম্ভীর। 'তুমি জানো, ওয়াশিংটনে কত দ্রুত গসিপ ছড়িয়ে পড়ে? অলিভার, এটি আমেরিকার সবচেয়ে ছোট শহর। আমরা চাই না নেতিবাচক কোনোকিছুর সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়ো। আমরা সামনে এগোবার পরিকল্পনা করেছি। এখন তুমি যদি গর্দভের মতো কোনো কাজ করে বসো তাহলে আমি খুবই আপসেট হয়ে যাব।'

'কসম খাচ্ছি, আমার হাতে কোনো নোংরা দাগ নেই।'

'কোনো দাগ যেন না লাগে সেদিকে লক্ষ রেখো।'

'অবশ্যই। আমি—' কেটে গেল লাইন।

অলিভার বসে ভাবতে লাগল। আমাকে আরও সাবধান হতে হবে। কেউ আমাকে এখন বাধা দিতে পারবে না। ঘড়ি দেখল অলিভার। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে টিভি অন করল। খবর শুরু হয়েছে। ছবিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি রাস্তা দেখা যাচ্ছে। আশপাশের ভবন থেকে স্নাইপাররা গুলি করছে বৃষ্টির মতো। দূর থেকে ভেসে আসছে মর্টার বিস্ফোরণের আওয়াজ।

যুদ্ধের পোশাক পরনে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী, হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে হাজির হল টিভি-পর্দায়। 'নতুন চুক্তির প্রভাব সম্ভবত আজ মাঝরাত থেকেই শুরু হয়ে যাবে। তবে বোঝা যাচ্ছে এ চুক্তি যুদ্ধবিধ্বস্ত এদেশের গ্রামাঞ্চলে আর শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে না কিংবা সীমাহীন নিষ্ঠুরতার বলি হওয়া নিরপরাধ মানুষগুলোর জীবনও ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

সাংবাদিকটির নাম ডানা ইভান্স। ফ্ল্যাক জ্যাকেট এবং কমব্যাট বুট পায়ে তার। দারুণ রূপবতী মেয়েটির অপরূপ মুখশ্রী ক্লোজআপে ধরল ক্যামেরা। ডানা বলে চলেছে, 'এখানকার মানুষ ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত। তারা শুধু একটা জিনিসই চায়—শান্তি। শান্তি কি আসবে? শুধু সময়েই তা জানা যাবে। ডানা ইভান্স, WTF (Washington Tribune Enterprises), সারায়েভো।' এরপর টিভিতে বিজ্ঞাপনচিত্র শুরু হয়ে গেল।

ডানা ইভান্স WTE'র বিদেশ প্রতিনিধি। প্রতিদিন সে খবর পাঠায়। অলিভার তার খবর পারতপক্ষে মিস করে না। টিভির সেরা রিপোর্টারদের সে একজন।

মেয়েটি খুবই সুন্দরী, ভাবছে অলিভার। *এত সুন্দর মেয়ে যুদ্ধের রিপোর্ট করতে যায় কেন?*

সাত

ডানা ইভান্স আর্মি এক কর্নেলের মেয়ে। বাবার চাকরির সুবাদে এক আর্মি বেস থেকে আরেক আর্মিবেসে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এগারো বছর বয়স যখন ডানার ততদিনে পাঁচটি আমেরিকান শহর এবং চারটি দেশ ঘোরা হয়ে গেছে তার। বাবা-মা'র সঙ্গে সে থেকেছে মেরিল্যান্ডের প্রুভিং গ্রাউন্ডে, জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিং-এ, টেক্সাসের ফোর্ট-হুড-এ, কানসাসের ফোর্ট লেভেলওয়ার্থে এবং নিউজার্সির ফোর্ট-মনমাউথে। সে পড়াশোনা করেছে জাপানের ক্যাম্প জামা, জার্মানির চিমসি, ইটালির ক্যাম্প ডার্বি এবং পুয়ের্তোরিকোর ফোর্ট বুচানান-এ।

ডানার ভাই-বোন নেই। তার বন্ধুরা আর্মি-অফিসারদের ছেলেমেয়ে। ডানা খুব হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে। তবে তার মা মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত। কারণ মা'র ধারণা মেয়ের শৈশব মোটেই স্বাভাবিকভাবে কাটছে না।

'প্রতি ছয়মাস অন্তর বাসাবদল তোমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে, ডার্লিং, তাই না?'

ডানা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মার দিকে। 'কেন?'

ডানা বরং বাবার নতুন জায়গায় পোস্টিং হয়েছে শুনলে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 'আমরা আবার বাসা বদল করছি!' বলে আনন্দে চেঁচায়।

কিন্তু ডানার মা'র বারবার বাসা বদলাতে মোটেই ভালো লাগে না।

ডানার তেরো বছর বয়সে ওর মা বললেন, 'এই যাযাবর জীবন আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি ডিভোর্স নেব।'

ডানা মা'র কথা শুনে আতঙ্কবোধ করল। মা ডিভোর্স চাইছে জেনে নয়, বাবার সঙ্গে আর সারাপৃথিবী ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ হবে না ভেবে কষ্ট পেল সে।

'আমরা থাকব কোথায়?' ডানা জিজ্ঞেস করল তার মাকে।

'ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লেয়ারমন্টে। ওখানে বড় হয়েছি আমি। খুবই সুন্দর ছোট একটি শহরে। তোমার ভালো লাগবে।'

ডানার মা'র কাছে ক্লেয়ারমন্ট ছোট্ট, সুন্দর শহর হিসেবে ভালো লাগতে পারে, ডানার লাগল না। ক্লেয়ারমন্ট লস এঞ্জেলস কাউন্টির স্যান গ্যাব্রিয়েল মাউন্টেনের পাদদেশের শহর। রাস্তার দুপাশে সুবিন্যস্ত গাছের সারি। কিন্তু নির্জন, শান্ত পরিবেশটাকে নিরুত্তাপ মনে হল ডানার। যে মেয়ে বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়ে অভ্যস্ত তাকে

ছোট একটি শহরের খাঁচায় বন্দি করে রাখাটা ছিল মস্ত একটি কালচার শক।

'আমরা কি সারাজীবন এখানেই থাকব?' চেহারা অন্ধকার করে জানতে চাইল ডানা।

'কেন, সোনা?'

'কারণ এ শহরটা খুব ছোট। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি বড় শহরে থাকব।'

স্কুলে প্রথমদিনের ক্লাস শেষে হতাশ চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরল ডানা।

'কী হয়েছে? স্কুল পছন্দ হয়নি?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডানা। 'স্কুল ঠিক আছে। কিন্তু ওখানে শুধু বাচ্চারা পড়ে।'

হেসে উঠলেন ডানার মা। 'ও ঠিক হয়ে যাবে।'

ক্লেরমন্ট হাইস্কুলে ভর্তি হল ডানা, স্কুলের কাগজ উলফ প্যাকেটে রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিল। খবরের কাগজের কাজটা উপভোগ করল সে। তবে ঘোরাঘুরিটা দারুণ মিস করছিল সে।

'বড় হয়ে সারাপৃথিবী ঘুরে বেড়াব আমি,' ঘোষণা করল ডানা।

আঠারো বছর বয়সে ক্লেয়ারমন্ট ম্যাকেনা কলেজে ভর্তি হল ডানা। কলেজের কাগজ ফোরাম-এর রিপোর্টার হল। পরের বছর কাগজটির সম্পাদকের দায়িত্ব পেল সে।

ছাত্ররা ডানার কাছে আসতে লাগল নানা আবদার নিয়ে।

'কলেজ সমিতি আগামী হপ্তায় নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ডানা। তুমি কি খবরটা পত্রিকায় ছেপে দেবে?'

'ডিবেট ক্লাবের একটা মিটিং আছে মঙ্গলবার...'

'নাটক ক্লাবের নাটকটার একটা রিভিউ কি তোমার পত্রিকায় ছাপা যাবে, ডানা...?'

'নতুন লাইব্রেরির জন্য আমাদের ফাণ্ড তুলতে হবে...'

আবদার আর অনুরোধের যেন শেষ নেই। তবে ডানা বিষয়টি খুব উপভোগ করছে। মানুষকে সাহায্য করার একটা অবস্থানে আছে সে এবং সে সাহায্য করছে খুশিমনে। কলেজের সিনিয়র ইয়ারে উঠে ডানা সিদ্ধান্ত নিল সে সাংবাদিক হবে।

'আমি সারা পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের সাক্ষাৎকার নেব,' ডানা বলল তার মাকে। 'ইতিহাস সৃষ্টি করব আমি।'

ডানা আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে দেখে হতাশ হয়। বড্ড খাটো এবং রোগা সে। অথচ অন্য সব মেয়েরা একেকটা দেখতে কী দারুণ! ডানা যেন কুৎসিত হাঁসের ছানা। তবে চোদ্দবছর বয়সে সবকিছু পাল্টে যেতে লাগল। প্রস্ফুটিত হতে লাগল ডানার যৌবন। ষোলো বছর বয়সে দারুণ আকর্ষণীয়া হয়ে উঠল সে। সতেরো বছর

বয়সে ছেলেরা তার পিছু নিতে লাগল। তার হার্ট-আকৃতির চেহারা, বড় বড় আঁখিপল্লবে ঘেরা আয়ত চোখ এবং হাস্কি কণ্ঠের হাসি পাগল করে তুলল সবাইকে।

বারো বছর বয়স থেকে কুমারিত্ব খোয়ানোর জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল ডানা। সে স্বপ্ন দেখে অনেক দূরের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনো দ্বীপে এক চমৎকার চাঁদনী রাতে সাগরসৈকতে শুয়ে আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে মৃদুলয়ের সংগীত। এক সুদর্শন অচেনা যুবক আসবে তার কাছে, ডানাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে পামগাছের নিচে। ওরা নগ্ন হবে এবং শুরু করবে প্রেম। ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলবে সফট মিউজিক।

ডানা আসলে তার কুমারিত্ব খোয়াল পুরোনো একটি শেভ্রোলের পেছনের আসনে, স্কুলের নাচের অনুষ্ঠান শেষে, রিচার্ড ডবিন্স নামে 'ফোরাম' পত্রিকার এক সহকর্মীর কাছে। ডবিন্সের বয়স আঠারো, বেজায় রোগা। ডানাকে সে একটি আংটি উপহার দিল এবং একমাস বাদে বাবা-মার সঙ্গে মিলাউইকিতে চলে আসার পরে রিচার্ডের সঙ্গে ডানার আর কোনো যোগাযোগ থাকল না।

সাংবাদিকতা নিয়ে কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করল ডানা। গেল স্থানীয় ক্লেরমেন্ট এক্সামিনার পত্রিকা অফিসে। রিপোর্টারের কাজ করবে।

ডানার সিভিতে চোখ বুলিয়ে পারসোনেল অফিসের একজন বলল, 'তুমি তাহলে ফোরাম-এর সম্পাদক ছিলে, তাই না?'

বিনীত হাসল ডানা, 'জি।'

'ঠিক আছে। তোমার ভাগ্য ভালো। তুমি চাকরিটা পেয়ে যাচ্ছ। তোমাকে একটা সুযোগ আমরা দেব।'

রোমাঞ্চিত হল ডানা। সে কোন্ কোন্ দেশে সংবাদ কাভার করতে যাবে তার একটা তালিকা ইতিমধ্যে করে ফেলেছে : রাশিয়া..., চীন..., আফ্রিকা...।

'আমি জানি আমি বিদেশ সংবাদদাতা হিসেবে এখনই শুরু করতে পারব না,' বলল ডানা, 'তবে যত শীঘ্রি সম্ভব—'

'তুমি এখানে গফার হিসেবে শুরু করবে। তুমি ছাপাখানায় কপি দিয়ে আসবে। সাংবাদিকদের গরম কফি খাওয়াবে।'

আহত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ডানা, 'আমি পারব না—'

সামনে ঝুঁকে এল লোকটা, কুঁচকে গেছে ভুরু। 'কী পারবে না?'

'আপনাকে বোঝাতে পারব না যে কত খুশি হয়েছি আমি—'

ডানা সাংবাদিকদের কফি বানিয়ে খাওয়ায়, দ্রুত কপি পৌঁছে দিয়ে আসে প্রেসে। খুব সকালে প্রতিদিন চলে আসে সে অফিসে, সবার সঙ্গে দ্রুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সবাইকে সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে থাকে ডানা। জানে এভাবেই এগোনো যাবে। সাংবাদিকরা ওকে পছন্দ করে।

তবে মুশকিল হল ছয়মাস যাবার পরেও গফার হয়েই রইল ডানা। সে ম্যানেজিং এডিটর বিল ক্রোয়েলের সঙ্গে দেখা করল।

'আমার ধারণা আমি এখন রেডি আছি,' আগ্রহ নিয়ে বলল ডানা। 'আপনি যদি আমাকে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেন, আমি—'

চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত লোকটা। 'এখন জায়গা খালি নেই। আমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কফি দাও।'

এটা ঠিক হচ্ছে না, ভাবল ডানা। ওরা আমাকে সুযোগ পর্যন্ত দিতে চায় না। একটা কথা শুনেছে ডানা, ওতে সে বিশ্বাসও করে। কথাটা হল—*তোমাকে যদি কিছু থামিয়ে দিতে পারে, তুমিও ওটাকে থামাতে পারো। আমাকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না,* ভাবল ডানা। *কেউ না। কিন্তু আমি শুরুটা করব কীভাবে?*

একদিন সকালে জনমানবশূন্য টেলিটাইপ রুম দিয়ে হাঁটছে ডানা, হাতে গরম কফির কাপ। দেখল পুলিশ স্ক্যানার থেকে একটা কপি প্রিন্ট আউট হয়ে আসছে। কৌতূহলী ডানা লেখাটি পড়ল :

> **অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস—ক্লেয়ারমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া। আজ সকালে অপহরণের একটি চেষ্টা করা হয়েছে। ছয় বছরের একটি ছেলেকে এক লোক তুলে নেয় এবং—**

বাকি লেখাটুকুও পড়ে ফেলল ডানা বিস্ফারিত চোখে। গভীর দম নিল সে, টেলিটাইপ থেকে ছিঁড়ে নিল কাগজটা, ফেলল পকেটে। কেউ দেখল না।

বিল ক্রোয়েলের অফিসে ঢুকল ডানা ত্রস্তপদে। হাঁপাচ্ছে। 'মি. ক্রোয়েল, আজ সকালে এক লোক ক্লেয়ারমন্টে ছোট একটি ছেলেকে অপহরণের চেষ্টা করেছে। ছেলেটিকে ঘোড়ায় চড়ার লোভ দেখায় সে। ছেলেটি ক্যান্ডি খেতে চায়, কিডন্যাপার তাকে নিয়ে ক্যান্ডির দোকানে যায়। দোকানের মালিক ছেলেটিকে চিনতে পারে। সে পুলিশ ডাকলে পালিয়ে যায় কিডন্যাপার।'

উত্তেজিত হল বিল ক্রোয়েল। 'ফ্যাক্সে তো কিছু পেলাম না। তুমি জানলে কীভাবে?'

'আ-আমি ঘটনাক্রমে ওই দোকানে ছিলাম। ওরা বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিল এবং—'

'আমি এক্ষুনি ওখানে একজন রিপোর্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমাকে পাঠালেও পারেন,' দ্রুত বলল ডানা। 'ক্যান্ডি দোকানের মালিক আমাকে চেনে। সে আমাকে দেখলে কথা বলবে।'

ডানাকে আগাপাস্তলা দেখল সম্পাদক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'ঠিক আছে।'

ক্যান্ডি দোকানের মালিকের সাক্ষাৎকার নিল ডানা। পরদিন ক্লেয়ারমন্ট এক্সামিনার-এর প্রথম পাতায় তার লেখাটি ছাপা হল। সবাই ডানার লেখার প্রশংসা করল।

'মন্দ হয়নি তোমার লেখা,' বলল বিল ক্রোয়েল। 'ভালোই হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।' বলল ডানা।

হপ্তাখানেক বাদে ডানা আবার টেলিটাইপ রুমে ঢুকল। কেউ নেই ঘরে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি লেখা প্রিন্ট আউট হচ্ছে :

পমোনা, ক্যালিফোর্নিয়া : নারী জুডো শিক্ষকের হাতে ধরা পড়ল ধর্ষণকারী। চমৎকার, ভাবল ডানা। প্রিন্ট আউটটা ছিঁড়ে নিল সে, মুঠো পাকিয়ে চালান করে দিল পকেটে। দ্রুত কদমে ঢুকে পড়ল বিল ক্রোয়েলের অফিসে।

'আমার রুমমেট এইমাত্র ফোন করেছে আমাকে,' উত্তেজিত গলায় বলল ডানা। 'জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল সে। এক ধর্ষণকারী এক মহিলাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে ওই মহিলার জুডোর প্যাঁচে কুপোকাৎ হওয়ার পুরোটা দৃশ্য সে দেখে ফেলে। আমি খবরটা কাভার করতে চাই।

ক্রোয়েল একমুহূর্ত জরিপ করল ডানাকে। 'আচ্ছা, যাও।'

ডানা গাড়ি নিয়ে চলে এল পনোমা, সাক্ষাৎকার নিল জুডো-শিক্ষকের। তার লেখা আবার প্রথম পাতায় জায়গা করে নিল।

বিল ক্রোয়েন ডানাকে ডাকল নিজের অফিসে। 'তুমি রেগুলার বিট-এ কাজ করবে?'

রোমাঞ্চিত হল ডানা, 'তাহলে তো ভালোই হয়।' *মাত্র শুরু হল,* ভাবল সে। *আমার ক্যারিয়ারের অবশেষে শুরু হল।*

ক্লেয়ারমন্ট এক্সামিনার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শুনে এ-পত্রিকার বেশিরভাগ সংবাদকর্মী হতাশবোধ করল, ডানা ছাড়া। সাংবাদিকদের ভয় তাদের চাকরি চলে যাবে। তবে ডানার ভাবনা ভিন্ন। সে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এ কাজ করার কথা ভাবছে। বিল ক্রোয়েলের অফিসে ঢুকল সে। 'আমার দশদিনের ছুটি দরকার।'

কৌতূহল নিয়ে ডানাকে দেখল ক্রোয়েল, 'ডানা, এখানকার বেশিরভাগ মানুষ বাথরুমে যেতেও ভয় পায়, যদি ফিরে এসে দেখে তার জায়গা দখল হয়ে গেছে! তোমার এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই?'

'দুশ্চিন্তা করব কেন? আমি আপনার সেরা রিপোর্টারদের একজন।' আত্মবিশ্বাস ডানার কণ্ঠে। 'আমি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এ কাজ পেতে চলেছি।'

'তুমি সিরিয়াস?' ডানার অভিব্যক্তি লক্ষ করছে ক্রোয়েল।

'তুমি সিরিয়াস,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ঠিক আছে। ম্যাট বেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। সে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজের দায়িত্বে আছে—খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল, রেডিও, সবকিছু।'

'ম্যাট বেকার, ঠিক আছে।'

আট

ডানা যেমনটি কল্পনা করেছিল তার চেয়ে অনেক বড় শহর ওয়াশিংটন ডিসি। বিশ্বের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু এ শহর। এখানকার বাতাসে বিদ্যুতের প্রবাহ টের পেল ডানা। এটাই আমার মনের মতো শহর, ভাবল সে।

প্রথমে স্টুফার রেনেসা হোটেলে উঠল ডানা। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর ঠিকানা টুকে নিয়ে চলল সেখানে। সিক্সথ স্ট্রিটে পত্রিকাটির অফিস, গোটা একটি ব্লক জুড়ে। চারটে আলাদা ভবন, যেন অসীম ছুঁয়েছে। মেইন লবিতে চলে এল ডানা। আত্মবিশ্বাস নিয়ে হেঁটে এগোল ডেস্কের পেছনে উর্দিপরা গার্ডের দিকে।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি, মিস?'

'আমি ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করব।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

ইতস্তত করল ডানা। 'নেই। তবে—'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারপর আসুন,' গার্ড ফিরল অন্য লোকদের দিকে। এরা ডেস্কের সামনে ভিড় করেছে।

'সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্ট প্রধানের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে,' বলল একজন।

'এক মিনিট, প্লিজ,' একটা নাম্বারে ডায়াল করল গার্ড।

ডানার পেছনে এলিভেটরের সারি। একটি লিফট এসে নামল নিচতলায়, খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকজন। ডানা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে গেল এলিভেটরের দিকে। মনে মনে প্রার্থনা করল গার্ড যেন ওকে দেখে না ফেলে। এক মহিলা ঢুকল এলিভেটরে, বোতাম টিপল। লিফট ওপরে রওনা হয়ে গেল।

'মাফ করবেন,' বলল ডানা, 'ম্যাট বেকার কয় তলায় বসেন?'

'চারতলায়,' জবাব দিল মহিলা। 'আপনার সঙ্গে পাস নেই দেখছি।'

'হারিয়ে ফেলেছি,' বলল ডানা।

চারতলায় এসে থামল এলিভেটর, নেমে পড়ল ডানা। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। সামনের দৃশ্য দেখে বাক্যহারা হয়ে গেছে। ওর সামনে অসংখ্য কিউবিকল। কয়েকশো তো হবেই। হাজার হাজার মানুষ ওগুলোর ভেতরে। প্রতিটি

কিউবিকলের মাথায় নানা রঙের সাইনবোর্ড। এডিটরিয়াল... আর্ট... মেট্রো... স্পোর্টস... ক্যালেন্ডার...

এক লোক হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করল ডানা, 'এক্সকিউজ মি, মি. বেকারের অফিস কোন্ দিকে?'

'ম্যাট বেকার?' আঙুল তুলে দেখাল সে, 'ডানদিকের হলঘরের শেষপ্রান্তের ঘরটা।'

'ধন্যবাদ।'

ডানা ঘুরল, ধাক্কা লেগে গেল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখে, বিধ্বস্ত চেহারার এক লোকের সঙ্গে। তার হাতে ধরা কাগজগুলো ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে।

'ওহ্, আমি দুঃখিত। আমি—'

'হাঁটার সময় চোখদুটো আকাশে থাকে নাকি?' খেউ করে উঠল লোকটা। কাগজ তুলে নেয়ার জন্য ঝুঁকল সে।

'আমি আসলে আপনাকে দেখতে পাইনি। আমি আপনাকে সাহায্য করছি—'

ডানা হাত বাড়াল, তুলতে গিয়ে আরও কয়েকটা কাগজ ছড়িয়ে ফেলল।

লোকটা আগুন-চোখে তাকাল ডানার দিকে। 'আমার একটা উপকার করুন। দয়া করে সাহায্য করতে আসবেন না।'

'ঠিক আছে,' বরফশীতল গলায় বলল ডানা। 'আশা করি ওয়াশিংটনের অন্যান্য মানুষগুলো আপনার মতো অভদ্র নয়।'

দ্রুত সিধে হল ডানা, পা বাড়াল মি. বেকারের অফিসের দিকে। গ্লাস উইন্ডোতে লেখা **'ম্যাট বেকার'**। অফিসে কেউ নেই। ডানা ভেতরে ঢুকল। বসল চেয়ারে। অফিসের জানালা দিয়ে সাংবাদিকদের কর্মব্যস্ততা দেখছে। এমন সময় দেখতে পেল রামগড়ুরের ছানা চেহারার সেই লোকটা এদিকে আসছে।

না! ভাবল ডানা। ওই লোকের অফিস নিশ্চয় এটা নয়। অন্য কোথাও হয়তো যাচ্ছে—'

লোকটা দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে। ডানাকে দেখে সরু হয়ে গেল চোখ। 'আপনি এখানে কী করছেন?'

ঢোক গিলল ডানা, 'আপনি নিশ্চয় মি. বেকার,' উজ্জ্বল হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি ডানা ইভান্স।'

'আমি জিজ্ঞেস করেছি এখানে কী করছেন।'

'আমি ক্লেয়ারমন্ট এক্সামিনারের রিপোর্টার।'

'তো!'

'এ পত্রিকাটি আপনি কিনে নিয়েছেন।'

'আমি কিনেছি?'

'মা-মানে আপনাদের পত্রিকা কাগজটা কিনেছে।' ডানা বুঝতে পারছে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে সে। 'আমি এখানে এসেছি চাকরির খোঁজে। আমি তো

ক্লেয়ারমন্ট এক্সামিনারের সাংবাদিক। সে হিসেবে আপনাদের এমপ্লয়ী বলা যায়। অনেকটা ট্রান্সফারের মতো, তাই না?'

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে আছে ডানার দিকে।

'বলেন তো এখুনি কাজ শুরু করে দিই,' ডানা বকবক করেই যাচ্ছে। 'আমার কোনো অসুবিধে নেই।'

নিজের ডেস্কে পা বাড়াল ম্যাট বেকার। 'আপনাকে এখানে ঢুকতে দিল কে?'

'আপনাকে তো বললামই আমি ক্লেয়ারমন্ট এক্সামিনারের একজন রিপোর্টার এবং—'

'ক্লেয়ারমন্টে ফিরে যান,' ধমক দিল ম্যাট বেকার। 'যাওয়ার সময় কাউকে ধাক্কা মেরে ফেলবেন না।'

চেয়ার ছাড়ল ডানা। শক্ত গলায় বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, মি. বেকার। আপনার সৌজন্যবোধের আমি প্রশংসা করি।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে অফিস থেকে।

ম্যাট বেকার তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত কিসিমের মানুষ আছে!

ডানা প্রকাণ্ড এডিটরিয়াল রুম ধরে হাঁটছে। কম্পিউটারে কয়েক ডজন সাংবাদিক তাদের রিপোর্ট টাইপ করতে ব্যস্ত। *আমি এখানেই কাজ করতে চাই।* ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকা ডানা ভাবল। বলে কিনা ক্লেয়ারমন্টে ফিরে যান। সাহস কত!

ডানা মুখ তুলে চাইতে দূরে দেখতে পেল ম্যাট বেকারকে। হনহন করে আসছে এদিকেই। বিশ্রী লোকটা দেখছি সবজায়গায় আছে! ডানা চট করে একটা কিউবিকলের পেছনে লুকিয়ে পড়ল যাতে বেকার তাকে দেখতে না পায়।

বেকার দেখতে পেল না ডানাকে। তার পাশ কাটিয়ে ডেস্কে বসা এক রিপোর্টারের কাছে গেল। 'ইন্টারভ্যুটা করতে পারলে, স্যাম?'

'নো লাক। জর্জটাউন মেডিকেল সেন্টারে গিয়েছিলাম। বলল ওই নামে কেউ ওখানে নেই। ট্রিপ টেলরের স্ত্রী নাকি ওই হাসপাতালে ভর্তিই হয়নি।

ম্যাট বেকার বলল, 'আমি খুব ভালো জানি মহিলা ওখানেই আছে। ওরা কিছু একটা লুকাচ্ছে। জানতে চাই মহিলা হাসপাতালে ভর্তি হল কেন।'

'হাসপাতালে থাকলেও তার কাছে যাওয়ার উপায় নেই, ম্যাট।'

'ফ্লাওয়ার ডেলিভারি রুটিনেও কাজ হয়নি?'

'নাহ্।'

ডানা দেখল ম্যাট বেকার এবং সাংবাদিক হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে। *এ কেমন সাংবাদিক*, ভাবল ডানা। *সাক্ষাৎকার কীভাবে আনতে হয় জানে না।*

ত্রিশ মিনিট বাদে ডানা ঢুকল জর্জটাউন মেডিকেল সেন্টারে। সে প্রথমে ফুলের দোকানে গেল।

'কোনো সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল বিক্রেতা।

'হ্যাঁ। আমি—' একমুহূর্ত ইতস্তত করল ডানা—'পঞ্চাশ ডলারের ফুল কিনব।' 'পঞ্চাশ ডলার' শব্দটি উচ্চারণ করতে ওর রীতিমতো কষ্ট হল।

ফুল কিনে দাম চুকিয়ে দিল ডানা। জানতে চাইল, 'হাসপাতালে কোনো গিফট-শপ আছে? টুপি বিক্রি করে?'

'কিনারে আছে একটা।'

'ধন্যবাদ।'

গিফটশপ বেলুন, কার্ড, সস্তা খেলনা, ব্যানার ইত্যাদি নানা জিনিসে বোঝাই। একটা তাকে কিছু স্যুভেনির-ক্যাপ চোখে পড়ল ডানার। শোফারের একটা ক্যাপ কিনল ও, মাথায় চাপাল। কিনল 'গেট-ওয়েল' কার্ড। তাতে হিজিবিজি অক্ষরে কিছু লিখল।

এরপর হাসপাতাল লবির ইনফরমেশন ডেস্কে গেল ডানা। 'মিসেস ট্রিপ টেলরের জন্য ফুল নিয়ে এসেছি।'

মাথা নাড়ল রিসেপশনিস্ট। 'এখানে মিসেস ট্রিপ টেলর নামে কোনো রোগী নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডানা। 'তাই নাকি? তাহলে তো খুবই সমস্যা হয়ে গেল। এসব পাঠিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট।' সে কার্ডটি দেখাল রিসেপশনিস্টকে। কার্ডে লেখা 'দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন' নিচে দস্তখত 'আর্থার ক্যানন'।

ডানা বলল, 'কী আর করা। আমি বরং ফিরেই যাই।' যাওয়ার ভঙ্গি করল সে।

রিসেপশনিস্ট অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকাল ডানার দিকে। 'এক মিনিট!'

থেমে গেল ডানা, 'বলুন?'

'আমি ফুলগুলো তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারব।'

'দুঃখিত,' বলল ডানা। 'ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যানন ব্যক্তিগতভাবে ফুলগুলো পৌঁছে দিতে বলেছেন।' রিসেপশনিস্টের দিকে তাকাল সে। 'আপনার নামটা জানতে পারি, প্লিজ! মি. ক্যাননকে জানাতে হবে আমি কেন হাতে হাতে ফুল দিয়ে আসতে পারলাম না।'

আতঙ্ক ফুটল রিসেপশনিস্টের চেহারায়। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি কোনো ঝামেলা চাইছি না। ফুলগুলো ৬১৫ নম্বর রুমে দিয়ে আসুন। তবে ফুল দিয়েই চলে আসবেন কিন্তু।'

'অবশ্যই।' বলল ডানা।

পাঁচ মিনিট পর ডানা কথা বলতে লাগল বিখ্যাত রক তারকা ট্রিপ টেলরের স্ত্রীর সঙ্গে।

স্টেসি টেলরের বয়স পঁচিশের কোঠায়। সে একসময় সুন্দরী ছিল কিনা বলা মুশকিল, কারণ এ মুহূর্তে তার মুখখানা ফোলা এবং থেঁতলানো। ডানা ঢুকে দেখল মহিলা বিছানার পাশের টেবিলে রাখা জলের গ্লাস নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

'আপনার জন্য ফুল—' মহিলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ডানা।

'কে পাঠিয়েছে?' ফিসফিসে শব্দ বেরুল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, কার্ড সরিয়ে ফেলল ডানা। 'একজন ভক্ত।'

সন্দেহের চোখে ডানাকে দেখছে মহিলা। 'জলের গ্লাসটা একটু দেবেন?'

'অবশ্যই,' ফুলের তোড়া মেঝেতে নামিয়ে রাখল ডানা। বিছানায় শোয়া মহিলার হাতে ধরিয়ে দিল জলের গ্লাস। 'আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি?'

'পারেন,' ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ শোনা গেল।

'আমাকে এই পূতিগন্ধময় জায়গাটা থেকে বের করে নিতে পারেন? আমার স্বামী এখানে ভিজিটরদের ঢুকতে দেয় না। শুধু ডাক্তার আর নার্স দেখে দেখে আমি ক্লান্ত।'

ডানা বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসল। 'আপনার কী হয়েছে?'

নাক সিঁটকাল মহিলা। 'আপনি জানেন না? গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

ডানা টের পেল ওর গা দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে মহিলা স্বামীর শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে হাসপাতাল থেকে বেরুল ডানা স্টেসি টেলরের আসল ঘটনা জেনে নিয়ে।

ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর লবিতে ফিরে এসে ডানা দেখল রিসেপশনে নতুন গার্ড। 'আপনাকে কোনো সাহায্য—?'

'দোষটা আমার নয়।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডানা। 'ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছিলাম। মি. বেকারকে বলুন আসছি এখুনি। দেরি করে ফেলেছি। উনি নিশ্চয় রেগে আগুন হয়ে আছেন।' এলিভেটরের দিকে দ্রুত পা বাড়াল ও, টিপে ধরল বোতাম। গার্ড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল ডানার দিকে। তারপর ডায়াল শুরু করল, 'হ্যালো, মি. বেকারকে এক তরুণী—'

চলে এসেছে এলিভেটর। ডানা ঢুকে পড়ল এলিভেটরে, ৩ লেখা বোতাম চাপ দিল। চতুর্থ তলায় ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। ছোটাছুটি করছে রিপোর্টাররা। ডানা চারপাশে চোখ বুলাল মরিয়া ভঙ্গিতে। অবশেষে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। একটি কিউবিকল-এ লেখা 'গার্ডেনিং'। ভেতরে লোক নেই। ডানা দ্রুত ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল, দখল করল চেয়ার। কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর শুরু করল টাইপ। লেখায় এমন মনোনিবেশ ওর, ভুলে গেল পারিপার্শ্বিকতা, সময়ের হিসাব। কাজ শেষ হলে ওটার প্রিন্ট বের করল। কাগজগুলো গোছাচ্ছে, টের পেল কেউ উঁকি দিচ্ছে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে।

'আপনি এখানে কী করছেন?' গর্জন ছাড়ল ম্যাট বেকার।

'আমি চাকরি খুঁজছি, মি. বেকার। এ গল্পটা আমি লিখেছি। ভাবলাম—'

'ভুল ভেবেছ,' বিস্ফোরিত হল বেকার। আপনি থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছে। 'এভাবে অনাহূতের মতো প্রবেশ করে কারও ডেস্ক দখল করার অধিকার তোমার নেই। সিকিউরিটির হাতে তুলে দেয়ার আগেই এখান থেকে কেটে পড়ো।'

'কিন্তু—'

'বেরোও!'

চেয়ার ছাড়ল ডানা। ম্যাট বেকারের হাতে কাগজের তাড়া গুঁজে দিয়ে গটগট করে এগোল কিনারে, এলিভেটরের দিকে।

ম্যাট বেকার হাতের কাগজগুলো ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলতে গেল। চোখ আটকে গেল ডানার লেখার প্রথম বাক্যে : স্টেসি টেলর, তার মুখ ফোলা ও থেঁতলানো, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বলেছেন। তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত তারকা স্বামী মারধোর করে। 'যখনই গর্ভবতী হবার খবর শোনে, ও আমাকে ধরে মারে। ও সন্তান চায় না।'

ম্যাট পড়তে লাগল লেখাটি। দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। যেন পেরেক গুঁজে দেয়া হয়েছে পায়ে। মুখ তুলে চাইল সে। চলে গেছে ডানা।

কাগজগুলো মুঠিতে চেপে ধরে এলিভেটরের দিকে ছুটল ম্যাট। আশা করল মেয়েটাকে দেখতে পাবে। কিনার ধরে দৌড়াতে গিয়ে ডানার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডানা, অপেক্ষা করছে লিফটের জন্য।

'এ জিনিস তুমি জোগাড় করলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

সরল গলায় জবাব দিল ডানা, 'আমি তো আপনাকে বলেইছি আমি একজন সাংবাদিক।'

গভীর দম নিল ম্যাট বেকার, 'আমার অফিসে চলো।'

ম্যাট বেকারের অফিসে বসল ওরা আবার। 'লেখাটা ভালো হয়েছে,' ঘোঁত ঘোঁত করল ম্যাট।

'ধন্যবাদ,' উত্তেজিত গলায় বলল ডানা। 'দেখবেন আপনার সেরা রিপোর্টারদের একজন আমি হব। আমি বিদেশ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে চাই।'

'কিন্তু ট্রিবিউনে এ-মুহূর্তে রিপোর্টারের কোনো পদ খালি নেই। তুমি WTE দেখো? ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস টেলিভিশন চ্যানেল।'

'না, স্যার। ঠিক সেভাবে দেখা হয় না—'

'এখন থেকে দেখবে। ওখানে একটা পোস্ট খালি আছে। একজন রাইটার চলে গেছে। তুমি ওখানে কাজ করতে পারো।'

'কী করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'টেলিভিশন কপি লিখবে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ডানার। 'টেলিভিশন কপি? আমি এ-ব্যাপারে কিছুই জানি না—'

'খুব সহজ কাজ। বার্তা-বিভাগের প্রযোজক তোমাকে বিভিন্ন বার্তা সংস্থা থেকে র ম্যাটেরিয়েল দেবেন। তুমি ওগুলো ইংরেজিতে লিখে টেলিপ্রম্পটারে দেবে। ওটা অ্যাংকর পড়বেন।'

ডানা বসে রইল। নিরুত্তর।

'কী হল?'

'না। কিছু না। আমি আশা করেছিলাম রিপোর্টারের কাজ পাব।'

'আমাদের এখানে পাঁচশো রিপোর্টার কাজ করছেন। বহুদিন ধরে। তুমি চার নম্বর ভবনে যাও। মি. হকিন্সের খোঁজ করবে। কিছু শুরু করার জন্য টেলিভিশন খারাপ না।' ফোনের দিকে হাত বাড়াল ম্যাট বেকার। 'আমি হকিন্সকে বলে দিচ্ছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডানা, 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ মি. বেকার। আমাকে যদি কখনও প্রয়োজন হয়—'

'ভাগো।'

চার নম্বর ভবনের সাততলার পুরোটা জুড়ে WTE টেলিভিশন স্টুডিও। নৈশ খবরের প্রযোজক টম হকিন্স ডানাকে নিয়ে তার অফিসে ঢুকল।

'টেলিভিশনে আগে কখনও কাজ করেছ?'

'না, স্যার। খবরের কাগজে কাজ করেছি।'

'ডাইনোসর, খবরের কাগজ এখন অতীত। আমরা বর্তমান। আর ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? চলো, তোমাকে অফিস ঘুরিয়ে দেখাই।'

ডেস্ক এবং মনিটরের সামনে কয়েক ডজন লোক কাজ করছে। নানা সংবাদ সংস্থার ওয়্যার-কপি কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠছে।

'এখানে সারাপৃথিবী থেকে খবর আসে,' ব্যাখ্যা করল হকিন্স। 'আমি ঠিক করি কোন্ খবরটা যাবে। অ্যাসাইনমেন্ট ডেস্ক ওইসব সংবাদ কাভার করতে ক্রুদেরকে পাঠায়। মাঠে কর্মরত আমাদের সাংবাদিকরা তাদের গল্প মাইক্রোয়েভ কিংবা ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। ওয়্যার সার্ভিস ছাড়াও আমাদের একশো ষাটটি পুলিশ-চ্যানেল আছে, প্রতিটি সাংবাদিককে দেয়া হয়েছে সেল-ফোন, স্ক্যানার ও মনিটর। রাইটাররা টেপ-এডিটরদের সঙ্গে কাজ করেন। অ্যাভারেজ নিউজ স্টোরির সময়সীমা দেড়মিনিট থেকে পোনে দু মিনিট।'

'এখানে কতজন কপিরাইটার আছেন?' জানতে চাইল ডানা।

'ছয়। এছাড়াও আছেন ভিডিও কো-অর্ডিনেটর, নিউজ টেপ-এডিটর, প্রডিউসার, ডিরেক্টর, রিপোর্টার, অ্যাংকর...' বিরতি দিল সে। এক মহিলা এবং পুরুষ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। 'অ্যাংকরদের কথা বলছিলাম। এরা দুজন অ্যাংকর—জুলিয়া ব্রিংকম্যান এবং মাইকেল টেট।'

জুলিয়া ব্রিংকম্যান মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো সুন্দরী, চেস্টনাট-রঙা চুল, টিনটেড কন্টাক্ট লেন্সের কারণে চোখজোড়া সেক্সি সবুজ দেখায়, মুখে রপ্ত করা হাসি। মাইকেল টেটের শারীরিক গঠন অ্যাথলেটদের মতো, আন্তরিক হাসি মুখে।

'আমাদের নতুন রাইটার,' পরিচয় করিয়ে দিল হকিন্স। 'ডোনা ইভানস্টন।'

'ডানা ইভান্স।'

'একটা হলেই হল। চলো, কাজ শুরু করা যাক।'

ডানাকে নিয়ে অফিসে ফিরল সে। দেয়ালের অ্যাসাইনমেন্ট বোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করল, 'এখান থেকে স্টোরি পছন্দ করি আমি। এগুলোকে বলে স্লাগ। দিনে দুইবার কাজের শিফট। দুপুরের খবরের সময় বারোটা থেকে একটা এবং রাতের খবরের সময় দশটা থেকে এগারোটা। কোন্ স্টোরিটা আমার চাই জানানোর পরে তুমি সে স্টোরি এমনভাবে তৈরি করবে যাতে দর্শক তোমার গল্পে মজে যায়। টেপ-এডিটর তোমাকে ভিডিও ক্লিপ দেবেন। তুমি ওগুলো দিয়ে স্ক্রিপ্ট বানাবে এবং বলবে ক্লিপগুলো কোথায় যাবে।'

'ঠিক আছে।'

'মাঝে মাঝে ব্রেকিং নিউজ প্রচারিত হয়। তখন লাইভ অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের রেগুলার প্রোগ্রাম বাদ দিতে হয়।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং,' বলল ডানা।

ডানা জানে না এই লাইভ প্রোগ্রাম একদিন ওর প্রাণ রক্ষা করবে।

প্রথম রাতের প্রোগ্রামেই তালগোল পাকিয়ে ফেলল ডানা। সে শুরুর বদলে নিউজ লিডগুলো দিল মাঝখানে। ফলে জুলিয়া ব্রিংকম্যান দেখল সে মাইকেল টেটের স্টোরি পড়ছে, টেট পড়ছে জুলিয়ার স্টোরি।

ব্রডকাস্ট শেষ হওয়ার পরে পরিচালক ডানাকে বলল, 'মি. হকিন্স তোমাকে তাঁর অফিসে দেখা করতে বলেছেন। এক্ষুনি।'

ডেস্কের পেছনে বসে আছে টম হকিন্স। থমথমে মুখ।

'আমি জানি,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল ডানা, 'আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। দোষটা আমারই।'

হকিন্স কিছু বলছে না, লক্ষ করছে ওকে।

ডানা বলল, 'তবে, টম, এরকম ভুল আর কখনও হবে না। কারণ,' বিরতি দিল সে। 'কারণ আমি জানি আপনি আমাকে বরখাস্ত করবেন।'

'না,' নীরস গলায় বলল হকিন্স। 'তাহলে তুমি খুব সহজে ছাড়া পেয়ে যাবে। কাজটা ঠিকমতো আয়ত্তে না-আনা পর্যন্ত তুমি এটাই করছ। আমার কথা বোঝা গেছে?'

'পরিষ্কার।'

'বেশ। কাল সকাল আটটায় তোমাকে এখানে দেখতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, টম।'

'আর যেহেতু একসঙ্গে কাজ করব আমরা—আমাকে মি. হকিন্স বলে ডাকবে।'

পরদিন দুপুরের খবরে কোনো ঝামেলা হল না। টম হকিন্সই ঠিক বলেছে, ভাবল ডানা। আসলে ছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নেয়াটাই আসল। অ্যাসাইনমেন্ট নাও... স্টোরি লেখো... টেপ এডিটরের সঙ্গে কাজ করো... টেলিপ্রম্পটার সেট করো অ্যাংকরের পাড়ার উপযোগী করে। এরপর থেকে বিষয়টি রুটিনে দাঁড়িয়ে গেল।

WTE'তে কাজ করার আটমাস পরে ভাগ্য পরিবর্তন হল ডানার। সে নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের খবরের জন্য নিউজ রিপোর্ট তৈরি করে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। বিদায় নেয়ার জন্য ঢুকল টেলিভিশন স্টুডিওতে। রীতিমতো হৈচৈ চলছে ওখানে। সবাই কথা বলছে একসঙ্গে।

পরিচালক বব ক্লাইন চেঁচাচ্ছে। 'ও গেল কই?'

'আমি বলতে পারব না।'

'কেউ দেখেনি ওকে?'

'না।'

'ওর বাসায় ফোন করেছ?'

'বাসায় নেই।'

'চমৎকার। অথচ আমরা অন এয়ারে যাব—' ঘড়ি দেখল পরিচালক—'আর বারো মিনিটের মধ্যে।'

'জুলিয়া হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করেছে,' বলল মাইকেল টেট।

'মরেও যেতে পারে।'

'এটা কোনো এক্সকিউজ হল না। ও ফোন করতে পারত।'

ডানা বলল, 'এক্সকিউজ মি...'

পরিচালক অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘুরল। 'কী?'

'জুলিয়া না এলে আমি খবর পড়তে পারব।'

'দরকার নেই,' সহকারীর দিকে ফিরল বব ক্লাইন। 'সিকিউরিটিকে ফোন করো। দ্যাখো ও আসছে কিনা।'

সহকারী ফোন তুলে ডায়াল করল, 'জুলিয়া ব্রিংকম্যান আসেনি এখনও?... আচ্ছা, আসামাত্র এখানে চলে আসতে বলবে।'

'জুলিয়ার জন্য এলিভেটর রেডি রাখতে বলো। আমরা অন এয়ারে যাব—' আবার ঘড়ির দিকে তাকাল পরিচালক—'আর মাত্র সাত মিনিট বাকি।'

ডানা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। দেখছে ওদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে।

মাইকেল টেট বলল, 'আমি দুটো কাজ একাই করতে পারব।'

'না,' ধমক দিল পরিচালক, 'তোমার কাজ তুমি করো।'

ঘড়িতে চোখ বুলাল আবার। 'তিন মিনিট। গড ড্যামিট। এমন কাজ সে কী করে করতে পারল! অন এয়ারে যাওয়ার আর—'

বলে উঠল ডানা, 'আমি কথাগুলো জানি। ওগুলো আমিই লিখেছি।'

চট করে ওর ওপর একবার চোখ বুলাল পরিচালক। 'তোমার মেকআপ নেই। ড্রেসটাও ঠিক নেই।'

সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের বুদ থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'দুই মিনিট। বসে পড়ুন, প্লিজ।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইকেল টেট। ক্যামেরার সামনে বসল। তার পাশের আসন খালি।

'আরেকজন কই? জলদি বসুন।' তাগাদা দিল সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার।

ডানা হাসল পরিচালকদের দিকে তাকিয়ে। 'গুডনাইট, মি. ক্লাইন।' সে পা বাড়াল দরজার দিকে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' পরিচালক হাত দিয়ে কপাল ডলছে। 'তুমি সত্যি কাজটা করতে পারবে?'

'পরীক্ষা করে দেখতে পারেন,' বলল ডানা।

'আমার আর কোনো বিকল্প নেই, আছে কি?' গুঙিয়ে উঠল ক্লাইন। 'ঠিক আছে। যাও। মাই গড! কেন আমি মা'র কথা না শুনে পরিচালক হতে গেলাম?'

ডানা দ্রুত পা বাড়াল প্ল্যাটফর্মের দিকে, বসল মাইকেল টেটের পাশে।

'ত্রিশ সেকেন্ড... কুড়ি... দশ... পাঁচ...'

পরিচালক হাত তুলে সংকেত দিল, জ্বলে উঠল ক্যামেরার লাল আলো।

'শুভ সন্ধ্যা,' মসৃণ গলায় বলল ডানা। 'WTE'র রাত দশটার খবরে স্বাগতম। হল্যান্ডের একটি বিশেষ সংবাদ দিয়ে শুরু করছি। আজ বিকেলে আমস্টারডাম স্কুলে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং...'

বাকি ব্রডকাস্টও চমৎকার উতরে গেল ডানা।

পরদিন সকালে বব ক্লাইন ঢুকল ডানার অফিসে। 'খারাপ খবর আছে। গতরাতে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে জুলিয়া। ওর মুখ—' ইতস্তত করল সে—'থেঁতলে গেছে।'

'শুনে খুব খারাপ লাগছে,' বলল ডানা। 'অবস্থা কতটা খারাপ?'

'খুবই খারাপ।'

'তবে আজকাল প্লাস্টিক সার্জারি করে—'

মাথা নাড়ল ক্লাইন, 'জুলিয়া আর ফিরবে না বলেছে।'

'আমি ওকে দেখতে যাব। কোথায় আছে সে?'

'অরিগনে ওর পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জুলিয়াকে।'

'আমি সত্যি খুব দুঃখিত।'

'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ,' ডানাকে এক নজর দেখল পরিচালক। 'কাল রাতে তুমি ভালোই করেছ। পার্মানেন্ট কাউকে না-পাওয়া পর্যন্ত তুমিই খবর পড়বে।'

ম্যাট বেকারের সঙ্গে দেখা করতে গেল ডানা। 'কাল রাতের খবর দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হুঁ,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল সে। 'ফর গডস শেক খবর পড়ার আগে মুখে একটু মেকআপ নিয়ো আর পোশাকটা ঠিকমতো পোরো।'

চুপসে গেল ডানা, 'আচ্ছা।'

যাওয়ার জন্য ঘুরেছে, ম্যাট বেকার মন্তব্য করল, 'খবরটা মন্দ পড়ো নি।' এ লোকের কাছ থেকে প্রশংসা, ভাবাই যায় না।

খবর-পাঠের পাঁচদিন পরে পরিচালক ডানাকে বলল, 'বিগ ব্রাস তোমাকে চালিয়ে যেতে বলেছেন।'

বিগ ব্রাস মানে ম্যাট বেকার।

ছয়মাসের মধ্যে খবর-পাঠিকা হিসেবে ওয়াশিংটনে পরিচিত মুখ হয়ে গেল ডানা। সে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। তার বুদ্ধিমত্তা তার আচরণে ফুটে ওঠে। বছর শেষে তার বেতন বৃদ্ধি পেল, দেয়া হল বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট। 'হিয়ার অ্যান্ড নাউ' নামে সেলেব্রিটিদের নিয়ে একটি টক শোতে উপস্থাপনার সুযোগ পেল ডানা। তার দুর্দান্ত উপস্থাপনার গুণে শোটি রেটিঙের শীর্ষে উঠে গেল। তার সাক্ষাৎকারগুলো হয়ে উঠল ব্যক্তিগত এবং সহানুভূতিপূর্ণ। যেসব সেলেব্রিটি অন্য টকশোতে যেতে অস্বস্তিবোধ করেন, ডানার শোতে তাঁরা আগ্রহ নিয়ে অংশ নেন। পত্রিকা এবং খবরের কাগজগুলো ডানার ইন্টারভ্যু ছাপতে লাগল। সে নিজেই হয়ে উঠল একজন সেলেব্রিটি।

রাতের বেলা আন্তর্জাতিক খবর দেখে ডানা। বিদেশ সংবাদদাতাদের প্রতি সে ঈর্ষা অনুভব করে। ওরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। ওরা ইতিহাস বলছে, সারা পৃথিবীতে যা ঘটছে জানিয়ে দিচ্ছে বিশ্ববাসীকে। ওদেরকে দ্যাখে আর হতাশ বোধ করে ডানা।

WTE'র সঙ্গে ডানার দুই বছরের চুক্তি প্রায় শেষ হয়ে এল। চিফ অভ করেসপন্ডেন্ট ফিলিপ কোল ডেকে পাঠালেন ডানাকে।

'তুমি চমৎকার কাজ দেখাচ্ছ, ডানা। আমরা তোমাকে নিয়ে গর্বিত।'

'ধন্যবাদ, ফিলিপ।'

'নতুন চুক্তি নিয়ে কথা বলার সময় হয়েছে। প্রথমে—'

'আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'মানে?'

'চুক্তি শেষ হওয়ার পরে আমি আর শোটি করছি না।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ডানার দিকে তাকিয়ে থাকল ফিলিপ। 'তুমি ছাড়তে চাইছ কেন? এখানে ভালো লাগছে না?'

'খুব ভালো লাগছে,' বলল ডানা। 'আমি WTE'র সঙ্গে থাকতে চাই। তবে বিদেশ সংবাদদাতা হিসেবে।'

'কিন্তু ওটা তো ভীষণ কষ্টের জীবন,' রেগে গেল ফিলিপ। 'তুমি ওখানে কাজ করতে চাইছ কেন?'

'কারণ আমি সেলেব্রিটিদের আজাইরা প্যাঁচাল শুনে-শুনে ক্লান্ত। তারা ডিনারে কী রাঁধে, পাঁচ নম্বর স্বামীর সঙ্গে কীভাবে সাক্ষাৎ হল—এ আর আমার ভালো লাগছে না। বাইরে যুদ্ধ হচ্ছে, মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করছে, মারা যাচ্ছে। অথচ ওদিকে কারও খেয়াল নেই। আমি ওদের খেয়াল করতে চাই।' গভীর শ্বাস নিল ডানা। 'আমি দুঃখিত। আমি এখানে আর থাকতে পারব না।' চেয়ার ছাড়ল সে, এগোল দরজার দিকে।

'দাঁড়াও! তুমি কি সত্যি এসব কাজ করতে চাইছ?'

'এ-কাজটাই আমি সবসময় করতে চেয়েছি,' মৃদু গলায় জবাব দিল ডানা।

একটু ভেবে ফিলিপ কোল জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে চাও তুমি?'

কথাটা বুঝতে সময় লাগল ডানার। অবশেষে রা ফুটল গলায়, 'সারায়েভো।'

নয়

যেমনটি ভেবেছে অলিভার রাসেল, গভর্নরের কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজক। ক্ষমতা যৌনাবেদনময়ী নারীর মতো, সাংঘাতিক টানে। আর এ ক্ষমতা উপভোগ করছে অলিভার। তার সিদ্ধান্ত লাখ লাখ মানুষের জীবনে প্রভাব রাখছে, ব্যাপারটা ভাবলেই রোমাঞ্চ জাগে শরীরে। অলিভারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমে বেড়ে চলেছে। সিনেটর ডেভিসের কথা মনে পড়ে তার : *এ মাত্র শুরু, অলিভার। সাবধানে পা ফেলবে।*

এবং যথেষ্ট সাবধানী অলিভার। বহু নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে অলিভার।

প্রায়ই অলিভার হাসপাতালে ফোন করে মিরিয়ামের খবর নিচ্ছে।

'সে এখনও কোমার মধ্যে আছে, গভর্নর।'

' আমাকে ওর খবর জানিয়ো।'

অলিভারের নানা ডিউটির মধ্যে একটি হল স্টেট ডিনারে হোস্ট হিসেবে উপস্থিত থাকা। অতিথির তালিকায় থাকেন তার সমর্থক, স্পোর্টস তারকা, বিনোদন জগতের বাসিন্দা, রাজনীতিবিদসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। জ্যান হোস্টেস হিসেবে দারুণ। তার আচরণে লোকে মুগ্ধ। অলিভার উপভোগ করে ব্যাপারটা।

একদিন জ্যান অলিভারকে বলল, 'বাবার সঙ্গে কথা বললাম, আগামী ছুটির দিনে বাড়িতে পার্টি দেবেন জানালেন। আমাদেরকে যেতে বললেন। তোমার সঙ্গে নাকি কয়েকজনের পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জর্জটাউনে সিনেটর ডেভিসের প্রাসাদোপম বাড়িতে সস্ত্রীক হাজির হয়ে গেল অলিভার রাসেল। সিনেটর তার সঙ্গে ওয়াশিংটনের সবচেয়ে হোমড়াচোমড়া কয়েকজনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পার্টি চমৎকার হল। বেশ উপভোগ করল অলিভার।

'সময় ভালো কাটছে তো, অলিভার?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'হ্যাঁ। চমৎকার পার্টি। এরচে ভালো পার্টি হয় না।'

দরজায় এক দম্পতিকে দেখে ওদিকে পা বাড়ালেন ডেভিস। ইটালিয়ান রাষ্ট্রদূত এসেছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে।

ইটালিয়ান রাষ্ট্রদূতের নাম আর্ত্তিলিও পিচোনে, ষাটের কোঠায় বয়স, সিসিলিয়ানদের মতো শারীরিক গঠন। তাঁর স্ত্রী সিলভিয়া, এমন সুন্দরী নারী জীবনে দেখেনি অলিভার। রাষ্ট্রদূতকে বিয়ে করার আগে সিনেমায় অভিনয় করতেন সিলভিয়া। খুব জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। ইটালির মানুষ এখনও তাঁর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সিলভিয়ার বাদামি চোখজোড়া বড় বড়, দারুণ সংবেদনশীল, মুখখানা ম্যাডোনাকে মনে করিয়ে দেয়, রুবেনের ন্যুড ছবির মতো মাথা-ঘোরানো ফিগার। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক পঁচিশ বছর।

অলিভারের সঙ্গে ইতালীয় দম্পতির পরিচয় করিয়ে দিলেন সিনেটর ডেভিস।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল অলিভার। সিলভিয়ার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না।

হাসলেন সিলভিয়া, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি।'

'আশা করি খারাপ কিছু শোনেননি।'

'আমি—'

তাঁর স্বামী বলে উঠলেন, 'সিনেটর ডেভিস আপনাকে নিয়ে অনেক গর্ব করেন।'

অলিভার তাকাল সিলভিয়ার দিকে, 'আমি কৃতার্থবোধ করছি।'

সিনেটর ডেভিস রাষ্ট্রদূত-দম্পতিকে নিয়ে কোথায় যেন গেলেন। ফিরে এসে অলিভারকে বললেন, 'সীমা ছাড়িয়ো না, গভর্নর। ওটা নিষিদ্ধ ফল। ওই ফলে একবার কামড় দিয়েছ কি বরবাদ হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ।'

'রিল্যাক্স, টড। আমি ঠিক—'

'আমি সিরিয়াস। তুমি দুটো দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক ধ্বংস করে ফেলতে পারো।'

পার্টি শেষে বিদায় নেয়ার সময় আর্ত্তিলিও অলিভারকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি।'

'ইট ওয়াজ আ প্লেজার।'

সিলভিয়া অলিভারের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'আশা করি আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

চোখে চোখে মিলন ঘটল, 'আশা করি।'

অলিভার ভাবল, *আমাকে সাবধান হতে হবে।*

দুই হপ্তা পরে, ফ্রাংকফোর্টে নিজের অফিসে কাজ করছে অলিভার, সেক্রেটারি ইন্টারকমে জানাল, 'গভর্নর, সিনেটর ডেভিস এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'সিনেটর ডেভিস এখানে এসেছেন?'

'জি, স্যার।'

'ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' অলিভার জানে তার শ্বশুর ওয়াশিংটনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে লড়াই করছেন। কিন্তু ফ্রাংকফোর্টে এসেছেন কেন?

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন সিনেটর। সঙ্গে পিটার টেগার।

সিনেটর টড ডেভিস হেসে অলিভারের কাঁধে হাত রাখলেন।

'গভর্নর, তোমাকে দেখে ভালো লাগছে।'

'আমারও, টড,' ঘুরল সে পিটার টেগারের দিকে। 'মর্নিং, পিটার।'

'মর্নিং, অলিভার।'

'আশা করি তোমাকে বিরক্ত করছি না,' বললেন সিনেটর ডেভিস।

'না। একেবারেই না। কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

টেগারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন সিনেটর, 'আরে না, কোনো সমস্যা হয়নি। বরং বলব সব ঠিক আছে।

দুজনকে লক্ষ করছে অলিভার। কিছু একটা ঘটেছে, ধরতে পারছে না ও।

' তোমার জন্যে ভালো খবর আছে, বেটা। বসি?'

'ওহ্, অবশ্যই। কী খাবেন? কফি? হুইস্কি?'

'না। আমাদের পেট ভরা।'

অলিভার আবার ভাবল কিছু একটা হয়েছে।

'আমি মাত্র ওয়াশিংটন থেকে উড়ে এলাম। ওখানে প্রভাবশালী একটা দল আছে যাদের ধারণা তুমি হতে চলেছ আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট।

শিরশির করে উঠল অলিভারের মেরুদণ্ড, 'আমি! সত্যি?'

'আমি আসলে এসেছি তোমার জন্যে ক্যাম্পেইন শুরু করতে। নির্বাচনের আর দু-বছরও বাকি নেই।'

'ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে বিশ্ববাসীকে জানানো দরকার তুমি আসলে কে।' খুশি-খুশি গলায় বলল পিটার।

যোগ করলেন সিনেটর ডেভিস, 'পিটার তোমার ক্যাম্পেইন-এর ভার নিচ্ছে। সে তোমার জন্য যা করা দরকার সব করবে। ওর চেয়ে যোগ্য লোক আমাদের নেই নিশ্চয় স্বীকার করবে।'

অলিভার পিটারের দিকে তাকিয়ে উষ্ণ গলায় বলল, 'একশোবার।'

'ইটস মাই প্লেজার,' বলল পিটার, 'খুব মজা হবে, অলিভার।'

অলিভার ফিরল সিনেটর ডেভিসের দিকে। 'ক্যাম্পেইনে তো অনেক টাকা লাগবে।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি সবসময় ফার্স্টক্লাসে ভ্রমণ করবে। আমি আমার কিছু ভালো বন্ধুকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছি তোমার ওপর টাকা ঢালা যায়।' চেয়ারের সামনে ঝুঁকে এলেন তিনি। 'নিজেকে আন্ডারএস্টিমেট কোরো না, অলিভার। মাসকয়েক আগের জরিপে দেখা গেছে দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী

গভর্নর হচ্ছ তুমি। কথাটা আগেও বলেছি তোমাকে—ক্যারিশমা। এ জিনিস টাকা দিয়ে কেনা যায় না। লোকে তোমাকে পছন্দ করে। তারা তোমাকে ভোট দেবে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠছে অলিভার, 'কবে নাগাদ শুরু করছি আমরা?'

'শুরু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।' বললেন সিনেটর ডেভিস। 'আমরা শক্তিশালী একটি ক্যাম্পেইন টিম গঠন করব এবং সারাদেশে ডেলিগেট লাইন আপ শুরু করব।'

'আমার চান্স আসলে কতটুকু?'

'প্রেসিডেন্ট নর্টনের বিরুদ্ধে লড়তে হলে খুব সমস্যা হয়ে যেত তোমার জন্য। তবে ভালো খবর হল এটা তাঁর দ্বিতীয় টার্ম চলছে। কাজেই তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে পারছেন না। ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যানন একটা আবছা ছায়া মাত্র। সামান্য সূর্যালোকেই সে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

মিটিং চলল টানা চার ঘণ্টা। মিটিং শেষে সিনেটর ডেভিস বললেন টেগারকে, 'এক মিনিটের জন্য তুমি একটু বাইরে যাবে, পিটার?'

'অবশ্যই, সিনেটর।'

পিটার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সিনেটর ডেভিস বললেন, 'জ্যানের সঙ্গে আজ সকালে কথা বলেছি আমি।'

সতর্ক হয়ে উঠল অলিভার, 'তো!'

হাসলেন সিনেটর, 'বলল ও তোমাকে পেয়ে খুব সুখি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অলিভার। 'শুনে খুশি হলাম।'

'আমিও, বেটা। আমার মেয়ে ভালো আছে জানলে আমারও ভালো লাগে। ঘরে যেন আগুন না লাগে সেদিকে সবসময় লক্ষ রাখবে। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?'

'ও নিয়ে ভাববেন না, টড। আমি—'

মুখের হাসি নিভে গেল সিনেটরের। 'আমাকে ভাবতে হয়, অলিভার। শরীরের তৃষ্ণার জন্য তোমাকে আমি দোষ দিই না—তবে ব্যাপারটা যেন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ রেখো।'

স্টেট ক্যাপিটালের করিডর ধরে হাঁটছেন সিনেটর ডেভিস এবং পিটার। সিনেটর বললেন, 'কাজ শুরু করে দাও। খরচ যা লাগে লাগবে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো এবং স্যানফ্রান্সিসকোতে ক্যাম্পেইন অফিস খুলবে। একবছরের মধ্যে প্রাইমারি কাজগুলো শুরু করবে। কনভেনশনের বাকি আর আঠারো মাস। এরপর মসৃণভাবে আমাদের পথ চলা শুরু হবে।' গাড়ির সামনে চলে এলেন ওরা। 'আমার সঙ্গে এয়ারপোর্ট চলো, পিটার।'

'ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে চমৎকার হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর ডেভিস। এ*বং ওকে আমি পকেটে পুরে নেব,* ভাবলে

তিনি। ও হবে আমার পুতুল। আমি সুতো টানব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কথা বলবে।

সিনেটর পকেট থেকে সোনার সিগার-কেস বের করলেন।

'সিগার?'

সারা দেশে প্রাথমিক নির্বাচনের শুরুটা বেশ ভালো হল। টেগারের ব্যাপারে সিনেটর ডেভিস পিটার-এর অনুমান নির্ভুল। বিশ্বের সবচেয়ে ঝানু রাজনীতিকের সে একজন। যে অর্গানাইজেশন সে গড়ে তুলল তা এককথায় অসাধারণ। ধর্মপরায়ণ মানুষ বলে সে ধার্মিক লোকদের আকৃষ্ট হতে পারল সহজে। ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হিসেবে দুর্দান্ত পিটার টেগার। তার চোখের ওপর কালো তাপ্পি সমস্ত নেটওয়ার্কে অত্যন্ত পরিচিত একটি দৃশ্য হয়ে উঠল।

টেগার জানে অলিভারকে সফল হতে হলে কমপক্ষে দুশো ডেলিগেটের ভোট পেতে হবে। অলিভার যাতে ভোটগুলো পায় সে-ব্যবস্থা সে করবে।

টেগার প্রতিটি রাজ্য ভ্রমণের একটা শিডিউল তৈরি করল।

অলিভার প্রোগ্রামে চোখ বুলাল, 'এ—এ অসম্ভব, পিটার।'

'ভয় নেই, টেগার আশ্বস্ত করল তাকে। 'চমৎকারভাবে সব কো-অর্ডিনেট করা আছে। সিনেটর তাঁর চ্যালেঞ্জার তোমাকে ধার দিচ্ছেন। তোমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করার লোক থাকছে। আর আমি তো পাশে আছিই।'

সাইম লোমবার্ডোর সঙ্গে অলিভারের পরিচয় করিয়ে দিলে ডেভিস। লোমবার্ডো বিশালদেহী, লম্বা। কথা বলে কম।

'ওকে দিয়ে কী করবেন?' একা হওয়ার পরে সিনেটরকে জিজ্ঞেস করল অলিভার।

জবাব দিলেন ডেভিস। 'সাইম আমাদের প্রবলেম-সলভার। সকল সমস্যার সমাধান করে দেবে সে। সাইম অত্যন্ত কাজের লোক।'

অলিভার এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না।

প্রেসিডেন্সিয়াল প্রচারণী শুরু হওয়ার আগে অলিভারকে ব্রিফ করল পিটার টেগার কী, কোথায়, কখন এবং কীভাবে বলতে হবে। অলিভার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান অঙ্গরাজ্যগুলোয় গেল। পিটার অলিভারকে বলে দিল অলিভারকে ওসব অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীরা কী শুনতে চায়।

পেনসিলভানিয়ায় অলিভার বলল : ম্যানুফ্যাকচারিং এদেশের চালিকাশক্তি, রক্ত। আমরা তা ভুলব না। আমরা আবার কারখানা খুলে দেব এবং আমেরিকাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব ট্র্যাকে।

হাততালি।

ক্যালিফোর্নিয়া : বিমান-শিল্প আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। আপনাদের কোনো প্ল্যান্ট বন্ধ করার কোনো কারণ নেই। আমরা ওগুলো আবার খুলে দেব।

হাততালি।

ডেট্রয়েট : আমরা গাড়ি আবিষ্কার করেছি অথচ জাপানিরা সে টেকনোলজি আমাদের কাছ থেকে চুরি করেছে। আমরা আবার এক নম্বরে পৌঁছাব। ডেট্রয়েট বিশ্বের এক নম্বর অটোমোবাইল সেন্টার হতে চলেছে।

হাততালি।

কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদের লোন দেয়ার ব্যবস্থা করল অলিভার।

শুরুতে অলিভারকে তেমন কেউ চিনত না। তবে প্রচারণা চলার সঙ্গে তার জনপ্রিয়তার পোলও উপরে উঠতে শুরু করল।

ক্যাম্পেইন চলল বিরতিহীন। সিনেটর ডেভিসের জেট অলিভারকে উড়িয়ে নিয়ে গেল টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান, ম্যাসাচুসেটস প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে। কোথাও তিনদিন, কোথাও দুদিন, আবার কোথাও একদিন থেকে নির্বাচনী প্রচারণা চালাল অলিভার। প্রতিটি মিনিট ওর জন্য মহামূল্যবান। কোনো কোনোদিন একদিনে দশটা শহরে দশটা বক্তৃতা দিল সে। প্রতি রাতে হোটেল বদলাতে হল তাকে। শিকাগোতে ড্রেক ডেট্রয়েটে সেন্ট রেজিস, নিউইয়র্কে কার্লাইল এবং নিউ অরলিন্সে প্লেস ডি আর্মসে থাকল অলিভার। যেখানেই গেল সে, পুলিশের গাড়ি থাকল মিছিলের সামনে, সেইসঙ্গে উল্লসিত জনতা ও ভোটারদের ভিড়।

অলিভারকে বেশিরভাগ ক্যাম্পেইনে সঙ্গ দিল জ্যান। অলিভার স্বীকার করতে বাধ্য হল জ্যান এক দুর্দান্ত অ্যাসেট। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। রিপোর্টাররা জ্যানকে পছন্দ করে। অলিভার এদিকে লেসলির খবরও পড়ছে পত্রিকায়। জানছে লেসলি মাদ্রিদে খবরের কাগজ কিনেছে, মেক্সিকোয় একটি টিভি-চ্যানেলের মালিক হয়েছে, কানসাসে কিনে নিয়েছে রেডিওস্টেশন। লেসলির সাফল্যে খুশি অলিভার। লেসলির সঙ্গে যে-আচরণ করেছে তার জন্য একধরনের অপরাধবোধে ভোগে অলিভার।

অলিভার যেখানে যায়, ফটোগ্রাফাররা তার ছবি তোলে, সাক্ষাৎকার নেয়। শতাধিক করেসপন্ডেন্ট তার ক্যাম্পেইন কাভার করছে, কেউ কেউ বহুদূরের দেশ থেকেও এসেছে। পোল-এ দেখা যাচ্ছিল নির্বাচনী দৌড়ে এগিয়ে আছে অলিভার। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন দেখা গেল ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্যানন ওকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন। দুশ্চিন্তাবোধ করল পিটার টেগার। 'ক্যানন জরিপে এগিয়ে যাচ্ছেন। ওঁকে থামাতে হবে।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্যানন এবং অলিভার দুটি টিভি-বিতর্কে অংশ নিতে সম্মত হল।

'ক্যানন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করবেন,' অলিভারকে বলল টেগার, 'এবং এসব বক্তৃতা তিনি ভালোই দিতে জানেন। ওঁকে পচাতে হবে। আর আমার পরিকল্পনা হল...'

প্রথম বিতর্কের রাতে টিভি-ক্যামেরার সামনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্যানন বললেন, 'আমেরিকার অর্থনীতি কখনোই সমৃদ্ধ ছিল না।' এরপর তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে বাড়ানো যায় তার ওপর দশ মিনিট টানা বক্তৃতা দিলেন। তিনি শুধু বাণিজ্য নিয়ে কথা বললেন কিন্তু অলিভার তার বক্তৃতায় মানবিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করল। তার ভাষণে আবেগ এবং অর্থনীতির সুযোগসুবিধাগুলোর কথা উঠে এল। সে প্রমাণ করল ক্যানন আসলে ঠাণ্ডামাথার এক রাজনীতিবিদ যার আমেরিকানদের প্রতি কোনো মমতা নেই।

বিতর্কের পরদিন সকালে ভাগ হয়ে গেল ভোট। ভাইস-প্রেসিডেন্টের চেয়ে তিন পয়েন্ট এগিয়ে থাকল অলিভার। এরপর বাকি থাকল আরেকটি জাতীয় বিতর্ক।

আর্থার ক্যানন চূড়ান্ত বিতর্কের দিন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের দেশে সকলের সমান সুযোগ থাকা উচিত। আমেরিকা স্বাধীনতা পেয়েছে সত্য তবে এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের লোকদের কাজ করার স্বাধীনতা থাকতে হবে, তাদের সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করে দিতে হবে...'

অলিভার তার বক্তৃতায় আবেগনির্ভর কথা বলায় ভোট বেশি পেয়ে গিয়েছিল। তার আইডিয়া চুরি করলেন ক্যানন। পিটার টেগার আগেই অনুমান করেছিল ক্যানন কোন্ বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবেন। এজন্য সে প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছে।

ক্যাননের বক্তৃতা শেষে স্টেজে এল অলিভার রাসেল। সে বলল, 'ক্যানন যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। তিনি বেকারদের কথা বলেছেন। তবে তিনি বলেননি বেকাররা কীভাবে কাজ পেতে পারে, তাদের কর্মসংস্থান হতে পারে।' এরপর অলিভার বেকার-সমস্যা সমাধানে তার পরিকল্পনা জানাল দেশবাসীকে। ক্যাননের আবেগমথিত বক্তৃতা মাঠে মারা গেল। ভোটাররা অলিভারের বাস্তবসম্মত পরিকল্পনাকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল।

জর্জটাউনে সিনেটরের প্রাসাদে অলিভার, জ্যান এবং সিনেটর ডেভিস ডিনার করছেন। সিনেটর মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। হেসে বললেন, 'আমি লেটেস্ট জরিপ দেখলাম। আমার ধারণা তুমি হোয়াইট হাউজ নতুন করে সাজানোর সুযোগ পেতে চলেছ।'

উদ্ভাসিত হল জ্যানের চেহারা। 'আমরা সত্যি জিততে পারব, বাবা?'

'নানা বিষয়ে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, হানি, রাজনীতি ছাড়া। রাজনীতি আমার রক্তে মিশে আছে। নভেম্বরে আমরা নতুন একজন প্রেসিডেন্ট পেতে যাচ্ছি এবং সে বসে আছে তোমার পাশে।'

দশ

'আপনার সিটবেল্ট বাঁধুন, প্লিজ।'

অবশেষে যাচ্ছি! উত্তেজিত হয়ে ভাবল ডানা। বেন আলবার্টসন এবং ওয়ালি নিউম্যানের দিকে তাকাল। দাড়িঅলা, চল্লিশোর্ধ্ব বেন ডানার প্রযোজক। টেলিভিশনে টপ রেটের কিছু নিউজ শো প্রযোজনা করেছে সে। তাঁকে সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ক্যামেরাম্যান ওয়ালি নিউম্যানের বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। সে প্রতিভাবান, উৎসাহী, নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আগ্রহী।

সামনে ওর জন্য কী অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছে, ভাবছে ডানা। ওরা প্যারিসে অবতরণ করবে। তারপর সেখান থেকে যাবে ক্রোয়েশিয়ার জাগরেবে, সবশেষে সারায়েভো।

ওয়াশিংটনে ডানাকে ফরেন এডিটর শেলি ম্যাকগুয়ের ব্রিফ করেছিল, 'স্যাটেলাইটে গল্প ট্রান্সমিট করার জন্য সারায়েভোতে তোমার একটি ট্রাকের দরকার হবে। ট্রাকটা ভাড়া করতে হবে আমাদের। স্যাটেলাইটের মালিক যুগোস্লাভ কোম্পানি থেকে কিনতে হবে সময়। সব ঠিকঠাক চললে পরে নিজেরাই একটা ট্রাক কিনে নেব। তুমি দুটি ভিন্ন লেভেলে কাজ করবে। কিছু স্টোরি লাইভ কাভার করবে, তবে বেশিরভাগ হবে টেপ করা। বেন আলবার্টসন কী চায় তা তোমাকে বলবে। তুমি ফুটেজ শুট করবে এবং স্থানীয় স্টুডিওতে সাউন্ড ট্রাক করবে। তোমাকে আমি এ লাইনের সেরা প্রডিউসার এবং ক্যামেরাম্যান দিলাম। তোমার কোনো সমস্যা হবে না।'

ম্যাট বেকার তার অফিসে ডেকেছিল ডানাকে। ডানা ভেবেছে বেকার ওকে সারায়েভো যেতে দেবে না। যুদ্ধংদেহী চেহারা নিয়ে ম্যাট বেকারের অফিসে ঢুকছিল ডানা। বলেছিল, 'আমি জানি আপনি কী বলবেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। আমি যাবই। আমি ছেলেবেলা থেকে ফরেন করেসপন্ডেন্ট হবার স্বপ্ন দেখে আসছি। আমার বিশ্বাস, দেশের বাইরে ভালো কিছু কাজ দেখাতে পারব। আমকে কাজ করার একটা সুযোগ দিন।' এরপর বিরতি দিয়েছে ডানা। গভীর দম নিয়ে বেপরোয়া গলায় জানতে চেয়েছে, 'ঠিক আছে। এখন আপনার যা বলার আছে বলুন।'

ম্যাট বেকার ডানার দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলেছে, 'বন ভয়েজ।'

চোখ পিটপিট করেছে ডানা, 'কী?'

'বন ভয়েজ। মানে হল 'যাত্রা শুভ হোক'।'

'আমি এ শব্দের অর্থ জানি। আমি—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—'

'আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি কারণ আমি আমাদের কয়েকজন ফরেন করেসপন্ডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে বলেছে।'

এই রামগরুড়ের ছানাটা নিজের সময় ব্যয় করে বিদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছে ডানাকে সাহায্য করার জন্য! 'আ-আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে আমার—'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠেছে ম্যাট বেকার। 'তুমি যুদ্ধ-উপদ্রুত এলাকায় যাচ্ছ। ওখানে নিজেকে প্রজেক্ট করার একভাগ সম্ভাবনাও নেই। যখন-তখন বুলেটের শিকার হতে পারো। অ্যাকশনের মাঝখানে থাকলে জোশ এসে যাবে শরীরে, তখন নির্বোধের মতো এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে যা সাধারণ অবস্থায় তুমি কখনোই করতে না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সবসময় নিজেকে বিপদমুক্ত রাখবার চেষ্টা করবে। রাস্তায় একা ঘুরে বেড়াবে না। তোমার জীবনের চেয়ে মূল্যবান কোনো খবর নয়। আরেকটা কথা...'

লেকচার চলেছে প্রায় একঘন্টা ধরে। অবশেষে ম্যাট বেকার বলেছে, 'তো, এই হল কথা। নিজের প্রতি খেয়াল রাখবে। তোমার যদি কিছু হয় স্রেফ পাগল হয়ে যাব আমি।'

ডানা ঝুঁকে ম্যাট বেকারের গালে চুমু খেয়েছে।

'এমন কাজ আর কক্ষনো করবে না,' ধমকে উঠেছে সে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'ওখানে জীবন খুব কঠিন, ডানা। ওখানে পৌঁছার পরে যদি মত বদলাও, বাড়ি ফিরে আসতে মন চায়, স্রেফ আমাকে একটা খবর দিও। আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব।'

'আমি আমার মত বদলাব না,' দৃঢ়গলায় বলেছে ডানা। কিন্তু কথাটা যে ভুল বলেছে তার প্রমাণ সে পেয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যে।

প্যারিসের ফ্লাইট ছিল শাদামাটা, ঘটনাবিহীন। চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে ওরা অবতরণ করল। এয়ারপোর্ট মিনিবাসে চড়ে তিনজন গেল ক্রোয়েশিয়া এয়ারলাইন্সে। প্লেন ছাড়তে তিনঘন্টা দেরি হল।

রাত দশটায় ক্রোয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের বিমান সারায়েভোর বুটমির এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল। যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হল একটি সিকিউরিটি বিল্ডিঙে। সেখানে উর্দিধারী গার্ডরা ওদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করল একে একে। ডানা এক্সিটের দিকে পা বাড়িয়েছে, শাদা পোশাকের বেঁটে, কুৎসিত চেহারার এক লোক পথ আটকে দাঁড়াল। 'পাসপোর্ট।'

'আমি এইমাত্র পাসপোর্ট দেখিয়ে এলাম।'

'আমি কর্নেল গর্ডান ডিওজ্যাক। পাসপোর্ট দেখান।'

ডানা পাসপোর্ট ধরিয়ে দিল কর্নেলের হাতে, প্রেসের পরিচয়পত্রসহ।

পাসপোর্ট উল্টেপাল্টে দেখল বাঁটকুল। 'সাংবাদিক?' তীক্ষ্ণচোখে তাকাল ডানার দিকে। 'কার পক্ষে?'

'আমি কারও পক্ষে নেই,' শান্তগলায় জবাব দিল ডানা।

'রিপোর্ট দেয়ার ব্যাপারে সাবধানে থাকবেন,' সতর্ক করে দিল কর্নেল ডিওজ্যাক। 'আমরা এসপায়োনেজ পছন্দ করি না।'

সারায়েভোতে স্বাগতম।

বিমানবন্দরে ওদের জন্য একটি বুলেটপ্রুফ ল্যান্ডরোভার অপেক্ষা করছিল। কৃষ্ণবর্ণের কুড়ি/একুশ বছর বয়সের এক ছেলে বসেছে হুইলে। 'আমি জোভান টোলজ।' নিজের পরিচয় দিল সে। 'আমি আপনাদেরকে সারায়েভো নিয়ে যাব।'

নোভান খুব দ্রুত গাড়ি চালায়। রাস্তার কানিকঞ্চি ঘুরে, ফাঁকা রাস্তায় ভয়ানক স্পিড তুলে এমনভাবে ছুটল যেন কেউ ওদের ধাওয়া করেছে।

'এক্সকিউজ মি,' নার্ভাস গলায় বলল ডানা। 'খুব তাড়া আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। যদি ওখানে জ্যান্ত অবস্থায় পৌঁছাতে যান।'

'কিন্তু—'

দূর থেকে বজ্রপাতের শব্দ ভেসে এল, আওয়াজটা যেন ক্রমে কাছিয়ে আসছে।

তবে ওটা বাজপড়ার শব্দ ছিল না।

অন্ধকারে ডানা আবছাভাবে ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। অনেক বাড়ির দরজা নেই, অ্যাপার্টমেন্টগুলোর ছাদ উড়ে গেছে, দোকানের জানালা ভাঙা। যে হোটেলে ওদের থাকার কথা, হলিডে ইন, তার ড্রাইভওয়েতে মস্ত একটা গর্ত। ওদের গাড়ি গর্তের পাশ কাটাল।

'দাঁড়াও! এটাই তো আমাদের হোটেল,' চেঁচিয়ে উঠল ডানা। 'যাচ্ছ কোথায় তুমি?'

'সামনের প্রবেশপথ খুব বিপজ্জনক,' বলল জোভান। কিনারে গাড়ি ঘোরাল সে, ছুটল গলিপথে। 'সবাই পেছনের এন্ট্রান্স ব্যবহার করে।'

ডানার মুখের ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল, 'ওহ্, আচ্ছা।'

হলিডে ইন-এর লবিতে প্রচুর মানুষ। গল্পে মশগুল। এক সুদর্শন চেহারার ফরাসি তরুণ এগিয়ে গেল ডানার দিকে, 'আমরা আপনাদের অপেক্ষা করছিলাম। আপনি নিশ্চয় ডানা ইভান্স?'

'জি।'

'আমি জাঁ পল হিউবার্ট, এমসিক্স, মেট্রোপল টেলিভিশন।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখি হলাম। ইনি বেন আলবার্টসন আর উনি ওয়ালিম্যান।' পুরুষরা হ্যান্ডশেক করল।

একে একে অন্য সাংবাদিকরাও এসে ওদেরকে স্বাগত জানাল।

'স্টিফেন মুয়েলার, ক্যাবেল নেটওয়ার্ক।'

'রডরিক মুন, বিবিসি টু।'

'মার্কো বেনেল্লি, ইটালিয়ান ওয়ান।'

'আকিহিরো ইশিহারা, টিভি টোকিও।'

'জুয়ান সান্তোস, চ্যনেল সিক্স, গুয়াদালাজারা।

'চুন কিয়ান, সাংহাই টেলিভিশন।'

ডানার মনে হল পৃথিবীর সমস্ত সাংবাদিক এখানে হাজির হয়েছে। পরিচয়পর্বের বুঝি সমাপ্তি নেই। শেষের জন্য মোটাসোটা এক রাশান, তার সামনের একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। 'নিকোলাই পেত্রোভিচ, গোরিজন্ত ২২।'

'এখানে কতজন সাংবাদিক কাজ করছেন?' জাঁ পলকে জিজ্ঞেস করল ডানা।

'আড়াইশোরও বেশি। এরকম বর্ণিল যুদ্ধ তো খুব-একটা পাওয়া যায় না। এটা কি আপনার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট?'

লোকটা এমন ভাব করছে যেন টেনিস ম্যাচ দেখতে এসেছে।

'হ্যাঁ।'

জাঁ পল বলল, 'আপনার কোনো সাহায্য দরকার হলে বলবেন আমাকে।'

'ধন্যবাদ,' ইতস্তত করল ডানা। 'কর্নেল গর্ডান ডিওজ্যাক কে?'

'তার সম্পর্কে না-জানাই ভালো। আমরা একে গেস্টাপোর সার্বীয় সংস্করণ বলি। ওর ধারেকাছে ঘেঁষবেন না।'

'মনে থাকবে কথাটা।'

পরে, ফ্রেশ হয়ে ডানা বিছানায় উঠেছে, রাস্তা যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল ভয়াবহ বিস্ফোরণে। একের-পর-এক বিস্ফোরণের শব্দ হতেই লাগল। ঘরটা কাঁপতে থাকল থরথর করে। এ যেন অবাস্তব কিছু একটা, সিনেমা দেখছে ডানা। সে রাতে আর ঘুম হল না ওর। মুহুর্মুহু বোমাবিস্ফোরণ জাগিয়ে রাখল ওকে। হোটেলের অন্ধকার জানালার কাঁচ ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হল রকেটের আলোয়।

সকালবেলা জিন্স, বুট আর ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরে নিল ডানা। সে নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তবু মনে পড়ে যায় ম্যাট বেকারের কথা : 'নিরাপদে থাকবে... নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান কোনো খবর নয়।'

ডানা, বেন এবং ওয়ালির সঙ্গে লবি রেস্টুরেন্টে মিলিত হল।

বেন প্রস্তাব দিল, 'একটা কাজ করা যাক। এখানে কী ঘটছে, এখানকার লোকজনের ওপর যুদ্ধ কতটা প্রভাব ফেলছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রথমে একটা সাধারণ স্টোরি করা যাক। আমি এবং ওয়ালি লোকেশন খুঁজে বের করি। তুমি ততক্ষণে স্যাটেলাইট টাইম ভাড়া পাওয়া যাবে কোথায় তার সন্ধান করো।'

'ঠিক আছে।'

ল্যান্ড রোভার নিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে আছে জোভান টোলজ।

'ডোবরো জুটেরা। সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত, জোভান। স্যাটেলাইট টাইম ভাড়া দেয় এমন কোথাও তোমার চেনা আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জোভান। গাড়িতে চড়ে বসল ডানা। ছুটল গাড়ি। এই প্রথম সারায়েভো ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেল ডানা। শহরের এমন কোনো ভবন নেই যা বোমাহামলার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। বন্দুকের শব্দ বিরামহীন চলছে।

'এরা কি কখনোই বিরতি দেয় না?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'দেয়। গুলি ফুরিয়ে গেলে।' তেতো গলায় জবাব দিল জোভান। 'আর এদের গুলি কখনও ফুরাবে না।'

অল্প কজন পথচারী ছাড়া রাস্তা প্রায় জনশূন্য। সমস্ত ক্যাফে বন্ধ। ফুটপাতে বোমা পড়ে গর্ত হয়ে গেছে। ওরা Oslobodjenje ভবনের পাশ কাটাল।

'এটা আমাদের স্থানীয় পত্রিকা,' গর্বের গলায় বলল জোভান। 'সার্বরা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, পারেনি।'

কিছুক্ষণ পরে স্যাটেলাইট অফিসে পৌঁছে গেল ওরা। 'আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব,' বলল জোভান।

দরজায় লেখা : যুগোস্লাভিয়া স্যাটেলাইট বিভাগ।

রিসেপশন রুমের দেয়ালঘেঁষা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে কয়েকজন পুরুষ।

রিসেপশন ডেস্কের তরুণীকে নিজের পরিচয় দিল ডানা, 'আমি ডানা ইভান্স WTE। আমি স্যাটেলাইট সময় ভাড়া করতে এসেছি।'

'বসুন, প্লিজ। আপনার টার্ন আসুক। তারপর কথা বলব।'

ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল ডানা, 'এরা কি সবাই স্যাটেলাইটের সময় ভাড়া করতে এসেছেন?'

মেয়েটা মুখ তুলে চাইল, 'অবশ্যই।'

দুই ঘণ্টা পরে ম্যানেজারের রুমে ঢুকতে পারল ডানা। ম্যানেজার বেঁটেখাটো, ফুটবলের মতো গোল, মুখে ঝুলছে সিগার।

'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি ডানা ইভান্স, WTE'র সঙ্গে আছি। আধঘণ্টার জন্য আপনার ট্রাক এবং স্যাটেলাইট সময় ভাড়া করতে চাই। ওয়াশিংটন সময় ছটা হলে খুব ভালো হয়। এবং প্রতিদিন ওই সময়টাই চাই আমার।' লোকটার অভিব্যক্তি দেখে থেমে গেল ডানা, 'কোনো সমস্যা?'

'একটা সমস্যা আছে। কোনো স্যাটেলাইট ট্রাক নেই। সব ভাড়া হয়ে গেছে। কেউ ক্যান্সেল করলে খবর দেব আপনাকে।'

হতাশ হয়ে ম্যানেজারের দিকে তাকাল ডানা, 'না! কিন্তু আমার কিছুটা স্যাটেলাইট সময় ভাড়া করা দরকার। আমি—'

'দরকার সবারই, ম্যাডাম। তবে যাদের নিজস্ব ট্রাক আছে তারা ছাড়া, অবশ্যই।'

রিসেপশন রুমে ফিরে ডানা দেখল ঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। কিছু একটা আমাকে করতেই হবে, ভাবল সে।

স্যাটেলাইট অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ডানা জোভানকে বলল, 'আমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাও।'

ডানার দিকে তাকাল একবার জোভান, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনি যা বলেন,' সে স্টার্ট দিল, গাড়ি ছুটে চলল।

'একটু আস্তে চালাও, ভাই। আমি সবকিছু ভালোভাবে দেখতে চাই।'

সারায়েভো পরিণত হয়েছে মৃত নগরীতে। পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই। প্রতি ঘণ্টায় একেকটি বাড়িতে বোমা পড়ছে। এয়ার রেইন অ্যালার্ম সারাক্ষণ বাজতে থাকে বলে লোকে ওতে আর পাত্তা দেয় না। বুলেটে যদি আপনার নাম লেখা থাকে, কোথাও পালাতে পারবেন না আপনি।

প্রায় প্রতিটি রাস্তায় নারী-পুরুষ-শিশুদেরকে দেখা গেল ঘরের নানা জিনিস হাতে হাঁটছে।

'ওরা বসনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার শরণার্থী,' জানাল জোভান।

'ওগুলো বিক্রি করে খাবার কিনবে।'

সব জায়গায় আগুন জ্বলছে। কোনো দমকল-কর্মী চোখে পড়ল না।

'দমকল বাহিনী নেই?' প্রশ্ন করল ডানা।

কাঁধ ঝাঁকাল জোভান, 'আছে। তবে তারা এখানে আসতে সাহস পায় না। সার্ব স্নাইপারদের সহজ টার্গেট হয় তারা।'

আগে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নিয়ে তেমন একটা মাথাব্যথা ছিল না ডানার। সারায়েভোতে এক হপ্তা থাকার পরে বুঝতে পারল ওকে এখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে কেউই পরিষ্কার করে কিছু বলবে না। কে যেন ডানাকে বলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, যিনি একজন খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ, গুলিবিদ্ধ হয়ে শুয়ে আছেন বাড়িতে। ডানা সিদ্ধান্ত নিল এ লোকের সঙ্গে দেখা করবে।

জোভান ডানাকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে এল নগরীর এক পুরোনো, ঘিঞ্জি এলাকায়। প্রফেসর এখানেই থাকেন। প্রফেসর স্লাডিক স্টাঞ্চা ছোটখাটো গড়নের মানুষ, চুল পেকে ধবধবে শাদা। অত্যন্ত রোগা মানুষটা যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে

আছেন। বুলেট তার শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে দিয়েছে। মানুষটা চলচ্ছশক্তিহীন হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়।

'আসার জন্য ধন্যবাদ,' বললেন তিনি, 'আমাকে দেখতে তো কেউ আসে না। আপনি বলেছিলেন আমার সঙ্গে নাকি কী দরকার আছে।'

'জি। আমাকে এই যুদ্ধ কাভার করতে পাঠানো হয়েছে,' বলল ডানা। 'সত্যি বলতে কী, পুরো বিষয়টাই ঘোলাটে ঠেকছে আমার কাছে। বুঝতে পারছি না।'

'কারণটা খুব সহজ, মাই ডিয়ার। বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার এই যুদ্ধের মানে বোঝা যাবে না। বহু দশক ধরে সার্ব, ক্রোট, বসনীয় এবং মুসলমানরা টিটোর অধীনে শান্তিতে ছিল। তারা ছিল বন্ধু এবং প্রতিবেশী। তারা একসঙ্গে বড় হয়েছে, কাজ করেছে, একই স্কুলে পড়েছে, একই গোত্রে বিয়ে করেছে।'

'আর এখন?'

'সেই একই বন্ধুরা পরস্পরকে হত্যা ও জখম করেছে, অত্যাচার করছে। প্রবল ঘৃণার বশবর্তী হয়ে তারা এমন সব কাজ করছে যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

'আমি কিছু কিছু ঘটনা শুনেছি।' বলল ডানা। ও যা শুনেছে তা বিশ্বাস করা কঠিন : কুয়ো বোঝাই পুরুষের রক্তাক্ত অণ্ডকোষ পাওয়া গেছে, ধর্ষিত হয়েছে শিশুরা, তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের গির্জায় ঢুকিয়ে, তালা মেরে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

'কারা করেছে এসব?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

মাথা নাড়লেন প্রফেসর, 'এটা নির্ভর করবে প্রশ্নটা কাকে করছেন আপনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের লাখ লাখ সার্বকে নাজিপক্ষের ক্রোটরা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সার্বরা এখন তার শোধ নিচ্ছে। দেশটাকে জিম্মি করে রেখেছে তারা। তাদের অন্তরে দয়ামায়া নেই। নিষ্ঠুর, নির্মম তারা। শুধু সারায়েভোতে দুই লাখেরও বেশি শেল পড়েছে। মারা গেছে দশসহস্রাধিক, আহত ষাট হাজারেরও বেশি। বসনীয় এবং মুসলমানরা নির্যাতন এবং খুনের জন্য কম দায়ী নয়। যারা যুদ্ধে যেতে চায় না তাদেরকে জোর করে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। তাদের ভেতরে ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। ঘৃণার আগুনে পুড়ে মরছে নিরীহ জনগণ।

বিকেলে হোটেলে ফিরে এল ডানা। বেন আলবার্টসন অপেক্ষা করছিল তার জন্য। বলল একটা ম্যাসেজ পেয়েছে। 'কাল সন্ধ্যা ছটার সময় ট্রাক এবং স্যাটেলাইট সময় ভাড়া পাওয়া যাবে।

'শুটিঙের জন্য চমৎকার একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি,' বলল ওয়ালি নিউম্যান। 'একটা চত্বর আছে। একই ব্লকে ক্যাথলিক ও প্রাটেস্টান্ট চার্চ, মসজিদ ও সিনাগগ (ইহুদিদের প্রার্থনাস্থান) আছে ওখানে। সবগুলোর ওপর বোমাহামলা হয়েছে। তুমি এর ওপর লিখতে পারবে। বলতে পারবে ওখানে যারা বাস করছে তাদেরকে নিয়ে।

যুদ্ধের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ জোর করে যুদ্ধের অংশ করে ফেলা হয়েছে এদেরকে।'

ডানা মাথা ঝাঁকাল, উত্তেজিত, 'চমৎকার। ডিনারে দেখা হবে। আমি কাজ করতে গেলাম।' সে নিজের ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল।

পরদিন সন্ধ্যা ছটা। ডানা, ওয়ালি এবং বেন বোমাবিধ্বস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। একটা তেপায়ার ওপর ক্যামেরা বসিয়েছে ওয়ালি। বেন ওয়াশিংটন থেকে সংকেতের অপেক্ষা করছে। স্যাটেলাইট সিগনাল ঠিক আছে সংকেত পেলেই শুরু করে দেবে কাজ। ডানা শুনছে আশপাশে গুলির আওয়াজ। ফ্ল্যাক জ্যাকেট পরে এসেছে ও। মনে মনে ভাবল *ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা তো আর আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করছে না। ওরা একে অন্যকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে।*

ওয়ালি ইঙ্গিত দিল ডানাকে। বুক ভরে শ্বাস নিল ডানা, তাকাল ক্যামেরা লেন্সের দিকে এবং শুরু করল।

'আমার পেছনে বোমাবিধ্বস্ত যে গির্জা দেখতে পাচ্ছেন তা দেশে যা ঘটছে তারই প্রমাণ। এখানে মানুষের লুকোবার জায়গা নেই, কোনো স্থান তাদের জন্য নিরাপদ নয়। আগে মানুষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ছুটে যেত আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু এখন, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব মিলে এক হয়ে গেছে এবং—'

শিসের আওয়াজ হল একটা, মুখ তুলে চাইল ডানা। দেখল ওয়ালির মাথাটা বিস্ফোরিত হয়ে গেল লাল তরমুজের মতো। পরমুহূর্তে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। নিজের জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডানা। বিশ্বাস করতে পারছে না যা ঘটেছে। ওর পেছনে চিৎকার করছে লোকজন।

গুলির শব্দ কাছিয়ে আসছে। ডানার গা কাঁপতে লাগল। একজোড়া হাত ওকে ধরে ফেলল, টেনে নিয়ে চলল রাস্তা ধরে।

চোখ খুলল ডানা। নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। উত্তেজনায় কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল জানে না। দেখল বেন আলবার্টসন এবং জাঁ পল হিউবার্ট ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ডানা ওদের দিকে তাকাল। 'ঘটনাটা ঘটেছে, তাই না?' জোর করে চোখ বুজল।

'আমি দুঃখিত,' বলল জাঁ পল। 'ভয়ংকর একটা দৃশ্য ছিল ওটা। তুমি ভাগ্যবতী। তাই বেঁচে গেছ প্রাণে।'

হঠাৎ ফোন বাজল। বেন রিসিভার তুলল। 'হ্যালো,' শুনল একমুহূর্ত। 'জি, একটু ধরুন।' ঘুরল ডানার দিকে। 'ম্যাট বেকার। কথা বলতে পারবে?'

'পারব,' উঠে বসল ডানা। বিছানা ছাড়ল। হেঁটে গেল ফোনের ধারে। 'হ্যালো।' ওর গলা শুকনো। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। লাইনে বিস্ফোরিত হল ম্যাটের কণ্ঠ। 'তুমি এক্ষুনি বাড়ি ফিরে এসো, ডানা।'

ফিসফিসে শোনাল ডানার কণ্ঠ, 'হ্যাঁ। আসছি।'

'আমি প্রথম প্লেনেই তোমার ফিরে আসার ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ।' হাত থেকে ফোন ছেড়ে দিল ডানা।

জাঁ পল এবং বেন ওকে ধরে ধরে নিয়ে এল বিছানায়।

'আমি দুঃখিত,' বলল জাঁ পল, 'কিছু—কিছু বলার নেই।'

গাল বেয়ে জল ঝরছে ডানার। 'ওরা ওকে খুন করল কেন? ও কারও ক্ষতি করেনি। বলেছিল কিছুদিনের মধ্যে দাদু হবে। প্রথম নাতির মুখ দেখবে। হল না। এসব কী ঘটছে? অকাতরে খুন হচ্ছে মানুষ। অথচ কেউ ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করছে না। কেউ না!'

বেন বলল, 'ডানা, আমাদের কিছু করার নেই—'

'করার নেই কে বলল!' হুংকার ছাড়ল ডানা। 'ওদেরকে আমরা গ্রাহ্য করিয়ে ছাড়ব। এ যুদ্ধে শুধু গির্জা, ভবন কিংবা রাস্তায় বোমা পড়ছে না, এতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে। এদের কথা বলতে হবে। জানাতে হবে সারা পৃথিবীকে। তুলে ধরতে হবে এ যুদ্ধের ভয়াবহতা।' বেনের দিকে ফিরল ও। বুক ভরে শ্বাস নিল। 'আমি থাকছি, বেন। আমাকে ভয় দেখিয়ে ওরা তাড়াতে পারবে না।'

বেন ওকে লক্ষ করছিল, উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল, 'ডানা, তুমি কি নিশ্চিত—'

'আমি নিশ্চিত। আমি জানি আমার এখন কী করা দরকার। ম্যাটকে ফোন করে কথাটা জানিয়ে দেবে?'

বেন বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যা বলো।' সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জাঁ পল বলল, 'আমিও যাই। আপনি—'

'না,' একমুহূর্তের জন্য ওয়াল্ডির বিস্ফোরিত মাথাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল ডানার, কাঁপতে লাগল গা।

'না।' বলল সে। তাকাল জাঁ পলের দিকে। 'তুমি থাকো, প্লিজ। তোমাকে আমার দরকার।'

জাঁ পল বসল বিছানায়। ওকে জড়িয়ে ধরল ডানা।

পরদিন সকালে বেন আলবার্টসনকে ডানা বলল, 'একজন ক্যামেরাম্যান ভাড়া করতে পারবে? জাঁ পল বলল কসোভায় একটি এতিমখানায় বোমা পড়েছে। আমি ওখানে যাব। খবরটা কাভার করব।'

'খুঁজলে পেয়ে যাব হয়তো কাউকে।'

'ধন্যবাদ, বেন। আমি যাচ্ছি। ওখানে দেখা হবে।'

'সাবধানে থেকো।'

'আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না।'

গলিতে ডানার জন্য অপেক্ষা করছিল জোভান।

'আমরা কসোভো যাব,' ডানা জানাল তাকে।

ঘুরল জোভান, 'ওটা বিপজ্জনক জায়গা, ম্যাডাম। যাতায়াতের রাস্তা বলতে শুধু জঙ্গলের মধ্যদিয়ে। তাছাড়া—'

'আমরা তো একবার দুর্ভাগ্যর শিকার হয়েইছি। আর হব না, জোভান। আমরা ঠিক থাকব।'

'আপনি যা বলেন।'

শহর ছাড়ল ওরা। মিনিট পনেরো বাদে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'বেশি দূরে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা—'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যান্ড রোভারের চাকা উঠে পড়ল একটা ল্যান্ড মাইনের ওপর।

এগারো

এগিয়ে আসছে নির্বাচনের দিন।

'ওহায়োতে আমাদেরকে জিততে হবে,' বলল পিটার টেগার। 'ওখানে একুশটি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। আলাবামায় পাব নয় ভোট এবং ফ্লোরিডায় পঁচিশ ভোট তো নিশ্চিত,' একটা চার্ট দেখাল সে। 'ইলিনয়ে বাইশ ভোট... নিউইয়র্কে তেইশ এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় চুয়াল্লিশ।

সিনেটর ডেভিস বললেন, 'আমি বিজয়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

ফ্রাংকফোর্ট হাসপাতালে মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ড এখনও কোমার মধ্যে রয়েছে।

নভেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার, নির্বাচনের দিন লেসলি বাড়িতে থাকল টিভিতে ফলাফল দেখার জন্য। অলিভার রাসেল কুড়ি লাখেরও বেশি পপুলার ভোট পেল, পেল ইলেকটোরাল ভোটের বিরাট একটা অংশ। অলিভার রাসেল এখন প্রেসিডেন্ট, বিশ্বের সবচেয়ে বড় টার্গেট।

লেসলি স্টুয়ার্ট চেম্বার্সের মতো এমন নিবিড়ভাবে আর কেউ নির্বাচনী প্রচারণা পর্যবেক্ষণ করেনি। সে তার সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিল। সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো বটেই, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিলেও প্রচুর টিভি-চ্যানেল ও রেডিও-স্টেশন কিনে নিয়েছে।

'আমরা থামব কবে?' চিফ এডিটর ডেরিন সোলানা জিজ্ঞেস করল লেসলিকে।

'শীঘ্রি,' জবাব দিল লেসলি।

আরেকটি কদম ফেললেই লেসলির আশা পূর্ণ হয়ে যায় এবং সেটাও ঘটল।

স্কটসডেলের ডিনার পার্টিতে এক অতিথি বললেন, 'শুনলাম মার্গারেট ডিভোর্স নিচ্ছেন।' মার্গারেট পোর্টম্যান রাজধানীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দৈনিক ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর মালিক।

লেসলি কোনো মন্তব্য করল না। পরদিন সকালে সে তার এক আইনজীবী চাড মর্টনকে ফোন করল, 'ওয়াশিংটন ট্রিবিউন বিক্রি করা হবে কিনা খোঁজ নাও।'

সেদিনই বিকেলে পাওয়া গেল জবাব, 'জানি না খবরটা কার কাছ থেকে শুনেছেন, মিসেস চেম্বার্স। তবে ঠিকই শুনেছেন। মিসেস পোর্টম্যান এবং তার স্বামী

ডিভোর্স নিচ্ছেন, সম্পত্তিও ভাগ করে ফেলছেন। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি ওটা কিনব।'

'সম্পদের পরিমাণ কিন্তু বিশাল। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেসের অধীনে রয়েছে নিউজপেপার চেইন, একটি সাময়িকী, একটি টিভি নেটওয়ার্ক, এবং—'

'আমি ওটা চাই।'

সেদিন বিকেলে লেসলি এবং চাড মর্টন ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

মার্গারেট পোর্টম্যানকে ফোন করল লেসলি। মহিলার সঙ্গে বছর-কয়েক আগে পরিচয় হয়েছিল ওর।

'আমি ওয়াশিংটনে এসেছি,' বলল লেসলি, 'আমি—'

'আমি জানি।'

খবর বাতাসের বেগে ছড়ায়, ভাবল লেসলি। 'শুনলাম আপনি ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস বিক্রি করে দিতে চাইছেন।'

'সম্ভবত।'

'আপনার অফিসটা একবার ঘুরে দেখা যাবে?'

'তুমি এটা কিনবে, লেসলি?'

'সম্ভবত।'

মার্গারেট পোর্টম্যান ডেকে পাঠালেন ম্যাট বেকারকে, 'তুমি লেসলি চেম্বার্সের নাম শুনেছ?'

'বরফকুমারী তো? অবশ্যই।'

'সে কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে আসছে। তুমি ওকে পত্রিকা-অফিসটা ঘুরিয়ে দেখাবে।'

ট্রিবিউন-এর সবাই জানে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তাদের পত্রিকা।

'লেসলি চেম্বার্সের কাছে ট্রিবিউন বিক্রি করা ঠিক হবে না,' নীরস গলায় বলল ম্যাট বেকার।

'কেন?'

'প্রথমত আমার সন্দেহ সে খবরের কাগজের ব্যবসা সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে কিনা। অন্য যেসব পত্রিকা সে কিনেছে সেগুলোর কী দশা করেছে দেখেছেন? ভালো ভালো পত্রিকাগুলোকে সস্তা ট্যাবলয়েডে পরিণত করেছে। সে ট্রিবিউন ধ্বংস করে ফেলবে। সে—' মুখ তুলে চাইল বেকার। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লেসলি চেম্বার্স। ওর সব কথাই তার কানে গেছে।

মার্গারেট পোর্টম্যান কথা বলে উঠলেন, 'লেসলি! তোমাকে দেখে খুব ভাল্লাগছে। এ ম্যাট বেকার, ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেসের এডিটর ইন চিফ।'

শীতল সম্ভাষণ বিনিময় হল দুজনের মধ্যে।

'ম্যাট তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

বুক ভরে দম নিল ম্যাট বেকার, 'ঠিক আছে, চলুন।'

ট্যুরের শুরুতে ম্যাট বেকার বলল, 'স্ট্রাকচারটা এরকম : সবার উপরে আছেন এডিটর ইন চিফ—'

' সেটা নিশ্চয়ই আপনি, মি. বেকার।'

'জি। আমার নিচে আছেন ম্যানেজিং এডিটর এবং এডিটরিয়াল স্টাফ। এর মধ্যে রয়েছে মেট্রো, ন্যাশনাল, ফরেন, স্পোর্টস, বিজনেস, লাইফ অ্যান্ড স্টাইল, পিপল, ক্যালেন্ডার, বুকস, রিয়েল এস্টেট ট্রাভেল, ফুড... আরও অনেক কিছু।'

'চমৎকার। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেসে কত লোক কাজ করছেন, মি. বেকার?'

'পাঁচ হাজারেরও বেশি।'

কপি-ডেস্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বেকার বলল, 'এখানে বার্তা সম্পাদক পৃষ্ঠার লে-আউট করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন কোথায় ছবি যাবে, কোন্ পাতায় কোন্ লেখা ছাপা হবে। কপি-ডেস্ক হেডলাইন লেখে, স্টোরি সম্পাদনা করে তারপর কম্পোজ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়।'

'দারুণ।'

'আপনি ছাপাখানায় যাবেন?'

'অবশ্যই।'

এলিভেটরে চেপে নিচে নেমে এল ওরা। পা বাড়াল পাশের ভবনে। ছাপাখানা চারতলা ভবন নিয়ে, চারটে ফুটবল মাঠের মতো প্রকাণ্ড। বিশাল এ ভবনের সবকিছুই চলছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। ভবনে ত্রিশটি রোবট কার্ট আছে, বিশাল বিশাল পেপারের রোল নিয়ে আসছে।

ব্যাখ্যা করল বেকার, 'প্রতিটি পেপার রোলের ওজন আড়াই হাজার পাউন্ড। একটা রোল খুললে লম্বায় হবে আট মাইল। প্রতি ঘণ্টায় একুশ মাইল সমান কাগজ যাচ্ছে প্রেসে। বড় বড় কার্টগুলো একসঙ্গে ষোলোটি রোল বহন করতে সক্ষম।'

ছটি প্রেস, দুপাশে তিনটি করে। লেসলি এবং ম্যাট বেকার দাঁড়িয়ে দেখল খবরের কাগজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাটা হচ্ছে, ভাঁজ করা হচ্ছে, গাঁইট বাধা হচ্ছে। তারপর চলে যাচ্ছে অপেক্ষমাণ ট্রাকে।

'আগে যে কাজ করতে ত্রিশজন লাগত এখন সে কাজই একজন করে ফেলছে,' মন্তব্য করল ম্যাট বেকার। 'টেকনোলজির যুগ।'

লেসলি বলল, 'অধঃপতনের যুগ।'

'আমি জানি না আপনি অপারেশনের অর্থনৈতিক দিকটির বিষয়ে আগ্রহী হবেন কিনা,' শুকনো গলায় বলল বেকার।

'আমি যথেষ্ট আগ্রহী, মি. বেকার। আমি জানি আপনাদের এডিটরিয়াল বাজেট পনেরো মিলিয়ন ডলার। আপনাদের দৈনিক সার্কুলেশন বিশ লাখের ওপরে। তবে রোববার আপনাদের সার্কুলেশন আরও চার লাখ বেড়ে যায়। তবে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সার্কুলেটেড পত্রিকা নয়, তাই না, মি. বেকার? বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুটি পত্রিকা ছাপা হয় লন্ডনে। একটি হল সান, যার সার্কুলেশন চল্লিশ লাখ, অপরটি ডেইলি মিরর, যার সার্কুলেশন ত্রিশ লাখের ওপর।'

চোখ পিটপিট করল ম্যাট বেকার, 'আমি দুঃখিত, আমি বুঝতে পারিনি আপনি—'

'জাপানে দুশতাধিক দৈনিক পত্রিকা আছে, এর মধ্যে আছে আশাহি শিম্বুন, মাইনচি শিম্বুন এবং ইয়োমিউরি শিম্বুন। আমার কথা শুনছেন আপনি?'

'জি। আমি যদি বেশি কথা বলে ফেলি সেজন্য ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা গৃহীত হল মি. বেকার। চলুন, মিসেস পোর্টম্যানের অফিসে ফিরে যাই।'

পরদিন সকালে লেসলি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর এক্সিকিউটিভ কনফারেন্সরুমে বসেছে মিসেস পোর্টম্যান এবং আধাডজন আইনজীবীসহ।

'এখন দামের কথা বলুন,' বলল লেসলি।

বৈঠক চলল টানা চারঘণ্টা। আলোচনা শেষে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেসের মালিকানা চলে এল লেসলি স্টুয়ার্ট চেম্বার্সের হাতে।

তবে যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অঙ্কের টাকা খরচ করতে হল লেসলিকে। অবশ্য এ নিয়ে সে ভাবিত নয়।

কারণ তার সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে রয়েছে।

চুক্তি পাকাপাকি হওয়ার পরে লেসলি ম্যাট বেকারকে ডেকে পাঠাল।

'আপনার পরিকল্পনা কী?' জানতে চাইল লেসলি।

'আমি চলে যাচ্ছি।'

কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাল লেসলি। ' কেন?'

'আপনার অনেক বদনাম আছে। লোকে আপনার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। ওরা বলে আপনি নিষ্ঠুর। আর নিষ্ঠুর মানুষের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ বোধ করছি না। এ কাগজটা খুব ভালো। যেতে খারাপ লাগছে। তবে আমার অন্য জায়গায় চাকরির অফার আছে। সমস্যা হবে না।'

'কতদিন ধরে আছেন এখানে?'

'পনেরো বছর।'

'এভাবে ছুড়ে ফেলে চলে যাবেন?'

'আমি কিছু ছুড়ে ফেলছি না। আমি—'

তার চোখে চোখ রাখল লেসলি। 'শুনুন। আমিও মনে করি ট্রিবিউন একটি ভালো কাগজ। তবে আমি এটিকে সেরা কাগজে পরিণত করতে চাই। আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

'না। আমি পারব না—'

'ছয় মাস। ছয় মাস দেখুন। আমরা আপনার বেতন দ্বিগুণ করে দেব।'

দীর্ঘক্ষণ লেসলিকে দেখল ম্যাট বেকার। তরুণী, সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। তবু... ওকে দেখলে কেমন অস্বস্তিবোধ হয়।

'এখানকার চার্জে থাকবে কে?'

হাসল লেসলি। 'আপনি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেসের এটিডর ইন চিফ। আপনিই থাকবেন।'

লেসলির কথা বিশ্বাস করল ম্যাট বেকার।

বারো

ল্যান্ডরোভার নিয়ে ডানা দুর্ঘটনায় পড়ার পরে ছয়মাস চলে গেছে। ল্যান্ড মাইনের ওই বিস্ফোরণে সৌভাগ্যবশত মারাত্মক আহত হয়নি ডানা। শুধু পাঁজরে চিড় ধরেছিল, ভেঙে গিয়েছিল কব্জি এবং কয়েকজায়গায় কেটে ছড়ে গিয়েছিল। জোভানের ঠ্যাং ভেঙেছে, ছাল চামড়া উঠে গেছে শরীরের কোথাও কোথাও। ম্যাট বেকার সে রাতেই ফোন করে ডানাকে ওয়াশিংটনে ফিরে আসার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু এ দুর্ঘটনা এখানে থাকার ব্যাপারে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তোলে ডানাকে।

'এই লোকগুলো বেপরোয়া,' ডানা বলেছিল বেকারকে। 'আমি স্রেফ এখান থেকে এভাবে চলে যেতে পারি না। আমাকে বাড়ি ফিরতে হলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব।'

'তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ?'

'জি।'

'আমি কাউকে ব্ল্যাকমেইল করতে দেব না,' ধমকে উঠছে ম্যাট। 'বুঝতে পেরেছ?'

চুপ করে থেকেছে ডানা।

'ছুটি নাও?' পরামর্শ দিয়েছে ম্যাট বেকার।

'আমার ছুটির দরকার নেই,' ডানা শুনেছে ফোনের ওপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বেকার।

'ঠিক আছে। থাকো ওখানে। কিন্তু, ডানা—'

'কী?'

'কথা দাও সাবধানে থাকবে।'

হোটেলের বাইরে থেকে মেশিনগানের গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল। ডানা বলেছে, 'ঠিক আছে।'

সারারাত ধরে বোমাহামলা চলল। ডানা দুচোখ এক করতেই পারল না। একেকটা মর্টারের ভূমিতে অবতরণ মানে আরেকটি ভবন ধ্বংস, আরেকটি পরিবার গৃহহারা, তারচেয়েও করুণ ব্যাপার, জীবনাবসান।

সকালবেলা ক্রুদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ডানা। শট নেবে। বেন ইঙ্গিত করতে ডানা পেছনের ধ্বংসস্তূপ থেকে ঘুরে দাঁড়াল মুখোমুখি হল ক্যামেরার।

'এই নগরী ক্রমে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এ শহরে বিদ্যুৎ নেই, এর চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে... এর টিভি এবং রেডিওস্টেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, 'এর কোনো কানও নেই... সকল পাবলিক পরিবহন বন্ধ, কাজেই সে তার পা-ও হারিয়েছে...'

ক্যামেরা ঘুরে গেল বোমাবিধ্বস্ত খেলার মাঠে।

'এখানে একদা শিশুরা খেলত, হাসত। তাদের হাসিতে ভরা থাকত বাতাস।'

অদূরে মর্টার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ বেজে উঠল এয়াররেইড অ্যালার্ম। ডানার পেছনের রাস্তার লোকজন যেমন হাঁটছিল সেরকম হাঁটতে থাকল। যেন কিছুই ঘটেনি।

'আপনারা আরেকটি এয়াররেইড অ্যালার্মের শব্দ শুনছেন। মানুষজনকে লুকিয়ে পড়ার সংকেত দিচ্ছে। কিন্তু সরায়েভোর মানুষের লুকোবার জায়গা নেই। তাই তারা নীরবে হেঁটে চলে। যারা পারছে বাড়িঘর রেখে পালিয়ে যাচ্ছে। যারা পারছে না, গুলি খেয়ে কিংবা বোমাহামলায় মরছে। শান্তির গুজব শোনা যাচ্ছে। সত্যি কি আসবে শান্তি? এবং কবে? শিশুরা কি সেলার থেকে বেরিয়ে এসে খেলতে পারবে আবার? কেউ জানে না। তারা শুধু আশা করতে পারে। ডানা ইভান্স, WTE, সারায়েভো।'

ক্যামেরার লাল আলো নিভে গেল। 'চলো, যাই।'

নতুন ক্যামেরাম্যান অ্যান্ডি কাসারেজ দ্রুত যন্ত্রপাতি গোছাতে লাগল।

ছোট একটি ছেলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল ডানাকে। এতিম। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া, নোংরা জামা আর জুতো। বাদামি চোখ, মুখে ধুলোবালি। তার একটা হাত নেই।

ডানা লক্ষ করল ছেলেটি তাকে দেখছে। হাসল ডানা।

'হ্যালো।'

কোনো জবাব নেই। ডানা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরল বেনের দিকে।

'চলো।'

ওরা হলিডে ইন-এ ফিরে চলল।

হলিডে ইন-এ খবরের কাগজ, রেডিও এবং টিভি সাংবাদিকরা গাদাগাদি করে আছে। তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বিপজ্জনক এ শহরের প্রতিকূল পরিবেশে একটা পরিবারের মতো আছে। একে অন্যকে দ্বিধাহীনভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে সাহায্যের হাত। ব্রেকিং নিউজগুলো করছে একসঙ্গে!

মন্টেনেগ্রোতে দাঙ্গা...

ভুকোভার-এ বোমাহামলা হয়েছে...

পেত্রোভো সেলোর এক হাসপাতালে বোমা পড়েছে...

জাঁ পল হিউবার্ট নেই। তাকে অন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে। চলে গেছে। ছেলেটাকে খুব মিস করছে ডানা।

একদিন সকালে হোটেল থেকে বেরুচ্ছে ডানা, রাস্তার সেই ছোটছেলেটাকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে গলিতে। জোভান নতুন ল্যান্ডরোভারের দরজা খুলে দিল ডানার জন্য।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম।'

'গুড মর্নিং,' ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গায়। ড্যাবড্যাব করে দেখছে ডানাকে। ডানা হেঁটে গেল তার কাছে। 'গুড মর্নিং।'

ছেলেটি কিছু বলল না। ডানা জোভানকে জিজ্ঞেস করল, 'স্নোভান ভাষায় সুপ্রভাতকে কী বলো তোমরা?'

জবাব দিল বাচ্চাটা, 'ডোবরো জাটরো।'

ডানা ঘুরল তার দিকে, 'তুমি ইংরেজি বোঝো?'

'একটু-আধটু।'

'তোমার নাম কী?'

'কামাল।'

'তোমার বয়স কত, কামাল?'

ছেলেটি ছুটে পালিয়ে গেল।

'ও অচেনা মানুষদের ভয় পায়,' বলল জোভান।

ছেলেটির গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ডানা। 'এজন্য ওকে দোষ দেব না। আমিও ভয় পাই।'

ঘণ্টাচারেক পরে হলিডে ইন-এ ফিরছে ল্যান্ডরোভার, কামালকে দেখা গেল প্রবেশপথে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ডানা গাড়ি থেকে নেমেছে, কামাল বলল, 'বারো।'

'কী?' তারপর মনে পড়ে গেল ডানার। 'ও আচ্ছা।' বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখায় ছেলেটাকে। ডানহাত কাটা কামালের শার্টের আস্তিন ঝুলঝুল করছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ডানা।

'তুমি কোথায় থাকো, কামাল? তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই?'

কামাল কিছু না বলে চলে গেল।

জোভান বলল, 'ছেলেটা কিচ্ছু ভদ্রতা শেখেনি।'

ডানা মৃদুগলায় বলল, 'হাতটা হারানোর পরে ও হয়তো কীভাবে মানুষের সঙ্গে আচরণ করতে হয় তা ভুলে গেছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় হোটেল ডাইনিংরুমে বসে সাংবাদিকরা আসন্ন শান্তির গুজব নিয়ে কথা বলছিল। 'জাতিসংঘ অবশেষে এর মধ্যে জড়িয়েছে,' বলল গ্যাব্রিয়েলা ওরসি, 'তবে দেরি হয়ে গেল অনেক।'

'না, অনেক দেরি হয়নি,' মন্তব্য করল ডানা।

পরদিন সকালে দুটি খবর এল তার-এ। প্রথম খবরটি জাতিসংঘ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলে শান্তিচুক্তির জন্য মধ্যস্থতা করছে। দ্বিতীয় খবরটি হল সারায়েভোর একমাত্র দৈনিক পত্রিকার অফিস Oslobodjenje বোমাহামলায় ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

'আমাদের ওয়াশিংটন ব্যুরো শান্তিচুক্তি কাভার করছে,' ডানা বলল বেনকে। 'Oslobodjenje'র ওপর আমরা একটা স্টোরি করব।'

ডানা Oslobodjene'র ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে বিশ্বাস হয় না এটা একসময় পত্রিকা অফিস ছিল। জ্বলে উঠল ক্যামেরার লাল আলো।

'এখানে প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে,' লেন্সের দিকে তাকিয়ে শুরু করল ডানা, 'ধ্বংস হচ্ছে ভবন। কিন্তু এই ভবনটিকে খুন করা হয়েছে। এটি ছিল সারায়েভোর একমাত্র মুক্ত দৈনিক—Oslobodjenje। এ পত্রিকাটি সত্য বলার সাহস দেখাত। এর প্রধান দপ্তরে বোমাহামলার পরে বেসমেন্ট থেকে ছাপার কাজ চালানো হত। পত্রিকা বিক্রি করার মতো যখন কোনো সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র ছিল না, সাংবাদিকরা তখন নিজেরাই রাস্তায় ফেরি করে পত্রিকা বেচেছেন। তাঁরা স্বাধীনতা বিক্রি করতেন। Oslobodjenje'র মৃত্যুর সঙ্গে এখানে স্বাধীনতার আরেকটি অংশের অপমৃত্যু ঘটল।'

অফিসে বসে টিভিতে খবর দেখছিল ম্যাট বেকার।

' মেয়েটা দারুণ করছে,' সে ঘুরল তার সহকারীর দিকে।

'ওর জন্য নিজস্ব স্যাটেলাইট ট্রাকের ব্যবস্থা করো, জলদি।'

'জি, স্যার।'

নিজের রুমে ফিরছে ডানা, একজন দর্শনার্থী অপেক্ষা করছিল তার জন্য। কর্নেল গর্ডান ডিভজ্যাক। চেয়ার পেতে বসেছে সে।

তাকে দেখে থেমে দাঁড়াল ডানা। বিস্মিত। 'কেউ বলেনি তো আমার একজন ভিজিটর আছে।'

'এটা সামাজিক কোনো ভিজিট নয়,' কুতকুতে কালো চোখ দিয়ে ডানাকে দেখল লোকটা। 'আমি Oslobodjenje নিয়ে করা আপনার রিপোর্ট দেখলাম।'

ডানা ভুরু কোঁচকাল, ' তো!'

'আপনাকে আমাদের দেশে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে রিপোর্ট করার জন্য, বিচার করার জন্য নয়।'

'আমি কোনো—'

'কথার মধ্যে কথা বলবেন না। আপনার স্বাধীনতার সংজ্ঞার সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা মেলে না। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন?'

'না, ঠিক—'

'তাহলে ব্যাপারটা খোলাসা করে বলছি, মিস ইভান্স, আপনি আমাদের দেশের একজন মেহমান। সম্ভবত আপনার সরকারের গুপ্তচর হয়ে এখানে কাজ করছেন।'

'আমি গুপ্তচর নই—'

'কথার মধ্যে কথা বলতে নিষেধ করেছি। এয়ারপোর্টেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমরা এখানে খেলা খেলছি না। যুদ্ধ করছি। কেউ গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত থাকলে তার গর্দান যাবে।' লোকটা নরমগলায় কথা বললেও প্রতিটি শব্দ খুরের মতো ধারালো মনে হল ডানার কাছে।

চেয়ার ছাড়ল কর্নেল, 'শেষবারের মতো আপনাকে সাবধান করে দিলাম।'

ডানা দেখল লোকটা চলে যাচ্ছে। ওকে আমি ভয় পাব না, ভাবল ডানা।

কিন্তু ভয় পেয়েছে ও।

ম্যাট বেকার ডানার জন্য একগাদা উপহার পাঠিয়েছে। প্রকাণ্ড বাক্সের মধ্যে রয়েছে ক্যান্ডি, গ্রানোলা বার, ক্যানভর্তি খাবারসহ আরও অনেক কিছু। ডানা জিনিসগুলো নিয়ে লবিতে চলে এল। বিলিয়ে দিল অন্যান্য সাংবাদিকদের মধ্যে। তারা খুব খুশি।

'এই না হলে বস্,' বলল সাতোমি আসাকা।

'ওয়াশিংটন ট্রিবিউনে কী করে ঢোকা যায় বলো তো?' মজা করল জুয়ান সান্তোস।

কামাল গলিমুখে আবারও অপেক্ষা করছিল ডানার জন্যে। পাতলা, ছেঁড়া জ্যাকেটটা যেন খসে পড়বে গা থেকে।

'গুড মর্নিং, কামাল।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ছেলেটা। আধবোজা চোখে দেখছে ডানাকে।

'আমি শপিঙে যাচ্ছি। যাবে আমার সঙ্গে?'

কোনো জবাব নেই।

গাড়ির পেছনের দরজা মেলে ধরল ডানা। 'এসো।'

ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর কী ভেবে পা পা করে এগিয়ে এল গাড়ির দিকে। বসল ব্যাকসিটে।

ডানা জোভানকে বলল, 'পোশাকের কোনো দোকান খোলা পাব?'

'আছে একটা।'

'চলো সেখানে।'

প্রথম কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বলল না।

তারপর নীরবতা ভাঙল ডানা, ' তোমার বাবা-মা নেই, কামাল?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

'তুমি থাকো কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে।

ডানার দিকে সরে এল কামাল যেন ওর শরীরের উষ্ণ স্পর্শ নিতে চায়।

পোশাকের একটা দোকান খোলা পাওয়া গেল বাসকারসিজায়, সারায়েভোর পুরোনো মার্কেট। মার্কেটের সামনের অংশ বোমা পড়ে কাহিল দশা। ডানা কামালের বামহাতটা ধরে ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে।

দোকানি জিজ্ঞেস করল, 'কিছু কিনবেন?'

'হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুর জন্য জ্যাকেট কিনব,' ডানা তাকাল কামালের দিকে, 'এর সাইজের।'

'এদিকে আসুন, প্লিজ।'

ছেলেদের বিভাগে সারি-সারি জ্যাকেট ঝোলানো। ডানা ফিরল কামালের দিকে। 'তোমার কোন্‌টা পছন্দ হয়?'

কামাল দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

ডানা দোকানিকে বলল, 'আমরা ওই বাদামি জ্যাকেটটা নেব।'

কামালের ট্রাউজার্সের দিকে তাকাল, 'একজোড়া ট্রাউজার্স এবং দুজোড়া নতুন জুতোও লাগবে।'

আধঘণ্টা বাদে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কামালের গায়ে তখন নতুন পোশাক। সে ব্যাকসিটে বসল। মুখে রা নেই।

'তুমি ধন্যবাদ দিতেও জানো না দেখছি।' দাবড়ে উঠল জোভান।

দরদর ধারায় চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামল কামালের। ডানা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

এ পৃথিবী এ শিশুদের এ কী দশা করেছে!

হোটেলে ফিরল ডানা। কামাল কোনো কথা না বলে চলে গেল।

'ও কোথায় থাকে জানো?' জোভানকে জিজ্ঞেস করল ডানা।

'এ-ধরনের ছেলেদের রাস্তাই একমাত্র ঠিকানা, ম্যাডাম। সারায়েভোতে ওর মতো শত শত এতিম শিশু আছে। ওদের বাড়িঘর নেই, পরিবার নেই...'

'ওরা বেঁচে আছে কীভাবে?'

'আমি জানি না।'

পরদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানা দেখে কামাল দাঁড়িয়ে আছে ওর জন্যে। পরনে নতুন পোশাক। মুখ পরিষ্কার। ধুয়ে এসেছে।

ডানা ইভান্স সাধারণ রিপোর্টার থেকে আন্তর্জাতিক কিংবদন্তিতে পরিণত হতে

চলেছে। তার পরিবেশিত খবরে থাকে প্রচুর আবেগ ও সহানুভূতি। ডানার সঙ্গে তার দর্শকরাও কষ্ট অনুভব করে যুদ্ধবিধ্বস্ত সারায়েভো এবং তার দুর্দশাগ্রস্ত অধিবাসীদের জন্য।

ম্যাট বেকার অন্যান্য নিউজ আউটলেট থেকে ফোন পেতে শুরু করল। তারা ডানা ইভান্সের ব্রডকাস্ট সিন্ডিকেট হতে চায়। ডানাকে নিয়ে গর্ব হয় বেকারের।

নতুন স্যাটেলাইট ট্রাক পেয়ে আগের চেয়ে বহুগুণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ডানা। এখন আর তাকে যুগোস্লাভ স্যাটেলাইট কোম্পানির দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। সে এবং বেন মিলে সিদ্ধান্ত নেয় কী-ধরনের খবর প্রচার করবে। ডানা স্ক্রিপ্ট তৈরি করে এবং ব্রডকাস্ট করে। কিছু স্টোরি লাইভ যায়, কিছু টেপ-করা। ডানা, বেন এবং অ্যান্ডি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যা যা দরকার তার ছবি তোলে। ডানা সম্পাদনা-কক্ষে বসে নিজের কমেন্ট্রি টেপ করে পাঠিয়ে দেয় ওয়াশিংটনে।

লাঞ্চ টাইমে হোটেল ডাইনিংরুমে সাংবাদিকরা দুপুরের খাবার খেতে ব্যস্ত, ভেতরে ঢুকল বিবিসির সাংবাদিক রডরিক মুন। হাতের এপি'র ক্লিপিং।

'সবাই শোনো,' ক্লিপিংটি জোরে জোরে পড়ে শোনাল সে।

'WTE'র বিদেশ প্রতিনিধি ডানা ইভান্সকে একডজন বার্তা সংস্থা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। মিস ইভান্সকে বিখ্যাত পিবডি অ্যাওয়ার্ড-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে...'

'এরকম বিখ্যাত একজনের সঙ্গে কাজ করছি, আমরা খুব ভাগ্যবান, না?' বিদ্রূপের গলায় মন্তব্য করল একজন।'

ওই মুহূর্তে ডানা ঢুকল ডাইনিংরুমে। 'হাই, এভরিবডি। আমার আজ তোমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করার সময় নেই,' টেবিলে সাজিয়ে রাখা প্লেট থেকে সে বেশকটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে কাগজের ন্যাপকিনে পেঁচাল। 'পরে দেখা হবে।' সবাই ওকে চলে যেতে দেখল। কেউ কিছু বলল না।

ডানা বাইরে এসে কামালকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। 'গুড আফটারনুন, কামাল।'

কোনো সাড়া নেই।

'গাড়িতে ওঠো।'

কামাল ব্যাকসিটে বসল। ডানা তার হাতে একটা স্যান্ডউইচ ধরিয়ে দিল। চুপচাপ খেতে লাগল কামাল। আরেকটা স্যান্ডউইচ ওকে দিল ডানা। গব গব করে ওটাও গিলছে কামাল।

'আস্তে খাও,' বলল ডানা।

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল জোভান।

ডানা ফিরল কামালের দিকে। 'কোথায় যাবে?' অস্বস্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল ছেলেটা। ' তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, কামাল। কোথায় থাকো তুমি?'

মাথা নাড়ল কামাল।

'আমাকে বলতেই হবে। কোথায় থাকো তুমি?'

কুড়ি মিনিট পরে গাড়ি থামল মিলজাকা নদীর ধারে, প্রকাণ্ড এবং শূন্য একটি লট-এর সামনে। কয়েক ডজন বড় বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, লট-এর মধ্যে রাজ্যের আবর্জনা।

ডানা গাড়ি থেকে নামল, 'তুমি এখানে থাকো?' জিজ্ঞেস করল কামালকে।

বিপন্ন চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল কামাল।

'তোমার বন্ধুরাও এখানে থাকে?'

আবার মাথা দোলাল ছেলেটা।

'আমি এ নিয়ে একটা স্টোরি করব, কামাল।'

ডানে-বামে মাথা নাড়াল কামাল, 'না।'

'কেন না?'

'পুলিশ এসে আমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। করবেন না।'

ওকে একমুহূর্ত দেখল ডানা, 'ঠিক আছে। করব না।'

পরদিন সকালে ডানা ঘর থেকে বেরুল ঠিকই তবে নাস্তা খেতে গেল না। ওকে দেখতে না-পেয়ে ইটালির আলটার টিভি চ্যানেলের গ্যাব্রিয়েলা ওরসি জিজ্ঞেস করল, 'ডানা কোথায়? ওকে দেখছি না যে!'

জবাব দিল রডরিক মুন, 'ও চলে গেছে। একটা খামারবাড়ি ভাড়া করেছে থাকার জন্য। বলেছে একা থাকতে চায়।'

গোরিজন্ট ২২-এর রুশ সাংবাদিক নিকোলাই পেভোভিচ মন্তব্য করল, 'আমাদেরকে আর পছন্দ হচ্ছিল না বুঝি?'

ডানার এভাবে চলে যাওয়াটাকে কেউ ভালোচোখে দেখল না।

পরদিন বিকেলে আরেকটি বড় প্যাকেট এল ডানার জন্য। নিকোলাই পেত্রোভিচ বলল, 'ডানা যেহেতু নেই, আমরাই খুলে দেখি কী আছে ভেতরে।'

বাধা দিল হোটেল ক্লার্ক, 'দুঃখিত, মিস ইভান্স এটা নিয়ে যাবেন বলেছেন।'

কিছুক্ষণ পরে হাজির হল কামাল। প্যাকেজ নিয়ে চলে গেল। 'আমাদের সঙ্গে মেয়েটা এখন কিছু শেয়ার করতেও চায় না,' অসন্তোষ প্রকাশ করল জুয়ান সান্তোস, 'নিজেকে বিরাট কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছে সে।'

পরের হপ্তায় ডানাকে হোটেলে দেখা গেল না। তার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সন্দেহ ও অসন্তোষ বেড়েই চলল। ডানার অহংকারী চালচলন ও রহস্যময় আচরণ

তাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠল। সিদ্ধান্ত নিল ওরা দেখবে ডানা আসলে খামারবাড়িতে করছেটা কী।

দিনকয়েক পরে আরেকটা প্যাকেজ এল। কামাল যথারীতি এল জিনিস নিতে। নিকোলাই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা মিস ইভান্সের জন্য নিয়ে যাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল কামাল।

'সে আমাদেরকে তোমার সঙ্গে যেতে বলেছে। আমাদের সঙ্গে নাকি কী কথা আছে।'

কামাল কিছু না বলে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

'তোমাকে আমাদের গাড়িতে নিয়ে যাব,' বলল নিকোলাই। 'কোথায় যেতে হবে বলবে।'

দশ মিনিট পরে সাংবাদিকদের গাড়ির বহর ছুটল জনমানবশূন্য রাস্তা দিয়ে। শহরের বাইরে বোমা-বিধ্বস্ত একটা খামারবাড়ির দিকে হাত তুলে দেখাল কামাল। থামতে বলছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সব কটা গাড়ি।

'তুমি প্যাকেটটা নিয়ে যাও,' বলল নিকোলাই। 'আমরা পেছন পেছন আসছি।'

খামারবাড়িতে ঢুকে গেল কামাল। সাংবাদিকরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর দলবেঁধে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। সদর-দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঝড়ের গতিতে এবং দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দৃশ্যটা দেখে স্তম্ভিত।

ঘর-বোঝাই নানা বয়সের, রঙের এবং আকৃতির শিশু। বেশিরভাগ বিকলাঙ্গ। ডজনখানেক আর্মি কট ফেলা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। ডানা প্যাকেট খুলে জিনিসপত্র বের করছিল। দরজা খুলে মুখ তুলে চাইল। দলটাকে দেখে আশ্চর্য হল।

'কী—কী করছ তোমরা এখানে?'

রডরিক মুন চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বিব্রত গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত, ডানা। আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি—আমরা ভেবেছি—'

ডানা দলটার মুখোমুখি হল, 'ও আচ্ছা। এরা সবাই এতিম। ওদের যাবার কোনো জায়গা নেই, সেবা-যত্ন করারও কেউ নেই। বোমাহামলার সময় বেশিরভাগ ছিল হাসপাতালে। পুলিশ এদের খোঁজ পেলে এতিমখানায় ঢুকিয়ে দেবে। ওখানে ওরা বাঁচতে পারবে না। এখানে থাকলেও এরা মরবে। আমি এদেরকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারিনি—' অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল সে সাংবাদিকদের দিকে। 'তোমরা কোনো বুদ্ধি দিতে পারো?'

রডরিক মুন ধীরে ধীরে বলল, 'একটা কাজ করা যায়। আজ রাতে রেডক্রসের একটা বিমান প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করবে। পাইলট আমার বন্ধু।'

আশান্বিত হয়ে উঠল ডানা, 'ওর সঙ্গে কথা বলবে তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল মুন, 'বলব।'

নিকোলাই পেত্রোভিচ বলল, 'দাঁড়াও! দাঁড়াও! এর মধ্যে আমাদের জড়ানো উচিত হবে না। ওরা আমাদের সবাইকে এ দেশ থেকে বের করে দেবে।'

'তোমাকে এর মধ্যে জড়াতে হবে না,' বলল মুন। 'আমরা নিজেরাই ব্যাপারটা সামাল দিতে পারব।'

'আমি তোমাদেরকে সমর্থন করতে পারছি না, একগুঁয়ের মতো বলল নিকোলাই। 'আমরা বিপদে পড়ে যাব।'

'বাচ্চাদের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল ডানা। 'আমরা ওদের জীবন বাঁচানোর কথা বলছি।'

সেদিন বিকেলে রডরিক মুন এল ডানার কাছে। 'আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সে বাচ্চাগুলোকে প্যারিসে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। ওখানে ওরা নিরাপদে থাকবে। ওর নিজেরও দুটো বাচ্চা আছে।'

রোমাঞ্চ বোধ করল ডানা, 'চমৎকার। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

মুন তাকাল ডানার দিকে, 'আমাদেরই বরং তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

রাত আটটার দিকে রেডক্রসের ছাপঅলা একটি ভ্যান এসে থামল খামারবাড়ির সামনে। ড্রাইভার আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সংকেত দিল। ডানা বাচ্চাদেরকে নিয়ে দ্রুত উঠে পড়ল ভ্যানে।

পনেরো মিনিট পরে বুটমির এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলল ভ্যান। রসদবাহী ও আহতদের বহনকারী রেডক্রসের বিমান ছাড়া অন্য কোনো বিমান এয়ারপোর্টে নামা বা ওঠা নিষেধ। সামনে বিমানবন্দরের আলো চোখে পড়তে ডানা বাচ্চাদেরকে বলল, 'আমরা প্রায় চলে এসেছি।' কামাল চেপে ধরল ডানার হাত।

'কোনো ভয় নেই,' তাকে আশ্বস্ত করল ডানা।

'তোমাদের কারও কোনো ভয় নেই,' ভাবল সে, *তোমাকে আমি খুব মিস করব।*

এয়ারপোর্টে এক গার্ড হাত নেড়ে ভ্যান ঢুকতে দিল। ভেতরে, গাড়িটা চলে এল এল একটি কার্গো-প্লেনের সামনে। বিমানের ফিউজিলাজে রেডক্রসের ছাপ। পাইলট দাঁড়িয়ে আছে প্লেনের পাশে।

দ্রুত কদমে ডানার দিকে এগিয়ে এল সে, 'ফর গডস শেক, আপনি তো দেরি করে ফেললেন! জলদি ওদেরকে প্লেনে তুলুন। আরও বিশ মিনিট আগে প্লেন ছাড়ার কথা।'

ডানা বাচ্চাদেরকে লাইন বেঁধে প্লেনে তুলে দিল। কামাল থাকল সারির সবার শেষে।

ডানার দিকে ফিরল সে, ঠোঁট কাঁপছে। 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

'একশোবার হবে,' বলল ডানা। ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল একমুহূর্ত। প্রার্থনা করল নীরবে। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, 'প্লেনে উঠে পড়ো।'

একটু পরে বন্ধ হয়ে গেল প্লেনের দরজা। গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন, রানওয়ে ধরে ছুটতে লাগল বিমান।

ডানা এবং মুন দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে। রানওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে স্যাৎ করে শূন্যে ডাইভ দিল বিমান, উড়ে চলল পুবদিকে, প্যারিসের উদ্দেশে।

'আপনারা দারুণ একটা কাজ করেছেন,' বলল ভ্যানের ড্রাইভার, 'আপনাদেরকে আমি—'

বাধা পেল সে ক্রিইইচ শব্দে। ওদের পেছনে সশব্দে ব্রেক কষেছে একটা গাড়ি। ঘুরে তাকাল ওরা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল কর্নেল গর্ডান ডিভজ্যাক। আকাশে ক্রম অপসৃয়মাণ বিমানটিকে দেখল জ্বলন্ত চোখে। তার পাশে রুশ সাংবাদিক নিকোলাই পেত্রোভিচ।

ডানার দিকে ফিরল কর্নেল। 'আপনাকে গ্রেফতার করা হল। আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

বুক ভরে শ্বাস নিল ডানা, 'কর্নেল, আপনি যদি গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আমার বিচার করতে চান—'

ডানার চোখে চোখ রাখল কর্নেল। মৃদু গলায় বলল, 'বিচারের ঝামেলায় কে জড়াতে চায়?'

তেরো

অভিষেক অনুষ্ঠান, প্যারেড, শপথ গ্রহণ শেষ হয়ে গেল একে একে। অলিভার রাসেল প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করতে উদগ্রীব। ওয়াশিংটন ডিসি হল বিশ্বের শক্তির কেন্দ্রস্থল। আর অলিভার সেই কেন্দ্রস্থলের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করার প্রথমদিনে জ্যানের সঙ্গে অলিভার হোয়াইট হাউজ ঘুরে বেড়াল। প্রেসিডেন্টের বাসভবনের খুঁটিনাটি তার জানা : হোয়াইট হাউজে রয়েছে ১৩২টি ঘর, ৩২টি বাথরুম, ২৯টি ফায়ারপ্লেস, ৩টি এলিভেটর, একটি সুইমিংপুল, টেনিসকোর্ট, জগিং ট্রাক, ব্যায়ামাগার, হর্সশু পিট, মুভি থিয়েটার এবং ১৮ একর বিশিষ্ট চমৎকার সাজানো বাগান।

'এ যেন স্বপ্নের মতো, তাই না?' মন্তব্য করল জ্যান।

তার হাত ধরল অলিভার, 'আমরা এটা শেয়ার করতে পারছি তাতেই আমি খুশি, ডার্লিং।' ও মন থেকে বলেছে কথাটা। জ্যান সঙ্গিনী হিসেবে চমৎকার। সবসময় ওর সঙ্গে আছে, সাপোর্টিং, কেয়ারিং। ওর সঙ্গ দিনদিন আরও বেশি উপভোগ করে চলেছে অলিভার।

ওভাল অফিসে ফিরে এল অলিভার। পিটার টেগার অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। অলিভার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার পরপর প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দিয়েছে টেগারকে। তার চিফ অব স্টাফ বানিয়েছে। অলিভার বলল, 'ব্যাপারটা আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, পিটার।'

হাসল পিটার টেগার, 'লোকে বিশ্বাস করছে। আর বিশ্বাস করেছে বলেই তারা আপনাকে ভোট দিয়েছে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

অলিভার মুখ তুলে চাইল, 'আমি তোমার কাছে শুধুই অলিভার।'

'ঠিক আছে। তবে শুধু আমরা যখন একা থাকব তখন। তবে একটা কথা মনে রেখো, এখন তুমি যাই করো না কেন তার পুরো প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বের ওপর। তোমার একটা বেফাঁস কথায় নাড়া খেতে পারে অর্থনীতি, সারা পৃথিবী জুড়ে শতাধিক দেশের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর যে-কোনো মানুষের চেয়ে তোমার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।'

বেজে উঠল ইন্টারকম, 'মি. প্রেসিডেন্ট, সিনেটর ডেভিস এসেছেন।'

'ওঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও, হিদার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেগার। 'আমার কাজ শুরু করে দেয়া উচিত। আমার টেবিলে পাহাড় সমান জমে আছে কাগজপত্র।'

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন টড ডেভিস, 'পিটার...'

'সিনেটর...' দুই পুরুষ হাত মেলালেন।

টেগার বলল, 'পরে দেখা হবে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

সিনেটর ডেভিস হেঁটে এলেন অলিভারের ডেস্কের সামনে। মাথা ঝাঁকালেন। 'এ ডেস্কে তোমাকে চমৎকার মানিয়ে গেছে, অলিভার। তোমাকে এ আসনে বসতে দেখে আমি কতটা রোমাঞ্চিত বোধ করছি বলে বোঝাতে পারব না।'

'ধন্যবাদ, টড। আমি এ আসনে বসার জন্য এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। মানে—অ্যাডামাস এখানে বসতেন—লিংকন—রুজভেল্ট—'

হেসে উঠলেন সিনেটর ডেভিস। 'ও নিয়ে তোমার ভীত হওয়ার কারণ নেই। কিংবদন্তি হওয়ার আগে তাঁরা তোমার মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন। ওই কুরশিতে বসে সঠিক কাজটি করার চেষ্টা করেছেন। শুরুতে তাঁরাও কম ভীত ছিলেন না। এই মাত্র জ্যানের সঙ্গে কথা বলে এলাম। সে তো সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। ফার্স্ট লেডি হিসেবে দারুণ হবে ও।'

'আমি জানি।'

'বাই দা ওয়ে, আমি তোমার সঙ্গে ছোট একটা তালিকা নিয়ে কথা বলতে চাই, 'মি. প্রেসিডেন্ট।' 'মি. প্রেসিডেন্ট' শব্দটির ওপর জোর দিলেন তিনি হাসিমুখে।

'অবশ্যই, টড।'

তালিকাটি ডেস্কে ঠেলে দিলেন সিনেটর ডেভিস।

'কী এটা?'

'কেবিনেটে কাকে কাকে রাখা উচিত সে-ব্যাপারে কিছু পরামর্শ—'

'আমি অবশ্য ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি—'

'তবু আমার মনে হয় তালিকায় একবার তোমার চোখ বুলানো উচিত।'

'কিন্তু চোখ বুলিয়ে লাভ কী—'

'তোমাকে একবার দেখতে বলেছি, অলিভার,' শীতল শোনাল সিনেটরের কণ্ঠ।

সরু হয়ে এল অলিভারের চোখ। 'টড...'

একটা হাত তুললেন সিনেটর ডেভিস। 'অলিভার, আগেই বলছি এমন ভাবার অবকাশ নেই যে আমি আমার ইচ্ছাগুলো তোমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি বা আমি যা বলব তা তোমাকে করতে হবে। এমনটি ভেবে থাকলে ভুল করেছ। আমি তালিকাটি করেছি, কারণ আমার মনে হয়েছে দেশের সেবায় এরা তোমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবেন। আমি একজন দেশপ্রেমিক, অলিভার। এবং একথা প্রকাশ্যে বলতে আমি কখনও দ্বিধা করি না। এদেশ আমার কাছে সবকিছু।' আবেগে কাঁপছে তাঁর কণ্ঠ। 'সবকিছু। যদি ভেবে থাকো তুমি আমার জামাতা বলে

এই অফিসে তোমাকে বসিয়েছি, মস্ত ভুল ভেবেছ। আমি লড়াই করে তোমাকে এখানে বসিয়েছি কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-কাজের সবচেয়ে যোগ্য মানুষটি হচ্ছ তুমি। আর এ-ব্যাপারটিই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' কাগজের টুকরোয় টোকা দিলেন তিনি। 'এবং এই লোকগুলো তোমার কাজে সাহায্য করতে পারবেন।'

অলিভার বসে রইল, নিরুত্তর।

'এ শহরে বহু বছর ধরে আছি আমি, অলিভার। এবং জানো কী শিখেছি? এক টার্মের প্রেসিডেন্টের চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর হতে পারে না। এবং জানো কেন? কারণ প্রথম চারবছর চমৎকার একটি পরিকল্পনা তৈরিতেই চলে যায় তার। যে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলে দেশের উন্নতি হবে। এ স্বপ্ন পূরণ করার মতো সবকিছু আছে তার। আর যখন ব্যতিক্রমী কাজটা করার জন্য প্রস্তুত হয় সে ঠিক তখন—' অফিসের চারপাশে একবার চোখ বুলালেন সিনেটর—। 'একজন এসে আসনটা দখল করে এবং তার স্বপ্ন অদৃশ্য হয়ে যায়। ভাবতেও কষ্ট লাগে, তাই না? বিশাল সব স্বপ্ন নিয়ে থাকা মানুষগুলো এক টার্মের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না। তুমি কি জানো, ১৮৯৭ সালে ম্যাককিনলে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে অর্ধেকেরও বেশি প্রেসিডেন্ট মাত্র একবারের জন্য ক্ষমতায় বসতে পেরেছেন? কিন্তু তুমি, অলিভার—আমি দেখতে চাই তুমি দুইবারের জন্য এ দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছ। আমি চাই তুমি তোমার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারবে। আমি দেখতে চাই তুমি পুনঃনির্বাচিত হয়েছ।'

ঘড়ি দেখলেন সিনেটর ডেভিস। আসন ছাড়লেন। 'আমি এখন যাব। সিনেট কোরাম কল আছে। রাতের, ডিনারে দেখা হবে।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তাঁর গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল অলিভার। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল সিনেটর টড ডেভিসের রেখে যাওয়া তালিকা।

সে স্বপ্ন দেখছে মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ডের জ্ঞান ফিরেছে। উঠে বসেছে বিছানায়। তার বিছানার পাশে এক পুলিশ। পুলিশ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি আপনি বলতে পারবেন কে আপনার এই দশা করেছে?'

'হ্যাঁ।'

ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। সারাশরীর ভিজে গেছে ঘামে।

পরদিন সকালে অলিভার মিরিয়ামের হাসপাতালে ফোন করল।

'এখনও কোনো পরিবর্তন নেই, মি. প্রেসিডেন্ট,' চিফ অভ স্টাফ জানাল তাকে। 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'

ইতস্তত গলায় অলিভার বলল, 'ওর কোনো পরিবার-পরিজন নেই। মিরিয়ামের যদি জ্ঞান ফেরার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে তাহলে লাইফসাপোর্ট সিস্টেমটা খুলে ফেলো। বেচারি শান্তিতে অন্তত মরুক।'

'আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখব। দেখি কী ঘটে।' বলল ডাক্তার। 'মাঝে মাঝে অলৌকিক ঘটনাও ঘটে।'

চিফ অভ প্রটোকল জে পারকিন্স ব্রিফ করছে প্রেসিডেন্টকে। 'ওয়াশিংটনে একশো সাতচল্লিশটি কূটনৈতিক মিশন রয়েছে, মি. প্রেসিডেন্ট। নীল বইটি ডিপ্লোম্যাটিক লিস্ট—বিদেশি সরকারের প্রতিটি প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করা আছে এতে। সবুজ বইটি সোশাল লিস্ট—এতে আছে ওয়াশিংটনের অবিশ্বাসী টপ ডিপ্লোম্যাট, এবং কংগ্রেস সদস্যদের নাম।'

কাগজের তাড়াটি তুলে দিল সে অলিভারের হাতে। 'এতে আপনি বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের নাম পাবেন। এরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।'

অলিভার তালিকায় চোখ বুলাল। পেয়ে গেল ইতালীয় রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর স্ত্রীর নাম : আত্তিলিও পিসোনে ও সিলভিয়া। অলিভার জানে না এমনভাবে প্রশ্ন করল, 'রাষ্ট্রদূতরা কি সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীদেরকেও নিয়ে আসবেন?'

'না। রাষ্ট্রদূতদের স্ত্রীদের সঙ্গে পরে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। আগামী শনিবার সকল বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁরা পরিচয়পত্র পেশ করবেন। হোয়াইট হাউজে তাদের সম্মানে ডিনারের আয়োজন করা হবে।'

'বেশ।' অলিভার তালিকায় চোখ ফেরাল আবার।

আত্তিলিও ও সিলভিয়া পিসোনে।

শনিবার সন্ধ্যায় স্টেট ডাইনিংরুম বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হল। এসব দেশের রাষ্ট্রদূতরা এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে। দিনদুই আগে আতিলিও পিসোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল অলিভারের। তিনি পরিচয়পত্র পেশ করতে এসেছিলেন।

'মিসেস পিসোনে কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করেছিল অলিভার। একটুক্ষণ বিরতি। 'আমার স্ত্রী ভালো আছেন। ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

চমৎকার জমে উঠেছে ডিনার। প্রতিটি টেবিলে গিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল অলিভার। বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষ আজ হাজির এ ডিনার পার্টিতে।

অলিভার রাসেল এগিয়ে গেল তিন রমণীর দিকে। এরা তিন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী। লিওনর... ডেলোরেস... ক্যারল... এদের দেখে তেমন প্রভাবিত হল না অলিভার।

অলিভারকে দেখে এগিয়ে এল সিলভিয়া পিসোনে। হাত বাড়িয়ে দিল। 'এ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি।' তার চোখ ঝকমক করছে।

'আমিও,' বিড়বিড় করল অলিভার।

'আমি জানতাম আপনি নির্বাচিত হবেন,' প্রায় ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ।

'আমরা কি পরে মিলিত হতে বলতে পারি?'

ও-পক্ষ থেকে চট জলদি জবাব, 'অবশ্যই।'

ডিনার শেষে মেরিন ব্যান্ডের সুরের মূর্ছনায় মাতাল হয়ে বিশাল বলরুমে জোড়ায় জোড়ায়, কেউবা একা নাচছেন। জ্যানকে নাচতে দেখছে অলিভার। ভাবল : *কী সুন্দরী নারী। কী ফিগার!*

পরের হপ্তায় ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হল : **প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতারণার অভিযোগ।**

অবিশ্বাসের চোখে হেডিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভার। এটা কী করে ঘটল? তারপর বুঝতে পারল কী করে এটা ঘটেছে। জবাব তার সামনেই আছে, খবরের কাগজের মাস্টহেডে : 'প্রকাশক, লেসলি স্টুয়ার্ট।'

পরের হপ্তায় ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর প্রথম পৃষ্ঠার লেখা ছিল এরকম : **কেনটাকি রাজ্যের আয়কর রিটার্নে ফাঁকি দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।**

দুই হপ্তা বাদে ট্রিবিউন-এর প্রথম পাতায় আরেকটি লেখা ছাপা হল : **প্রেসিডেন্ট রাসেলের সাবেক অ্যাসিসটেন্ট যৌননির্যাতনের মামলা করছেন।**

ওভাল অফিসের দরজা খুলে গেল দড়াম করে। ভেতরে ঢুকল জ্যান। 'সকালের খবরের কাগজ দেখেছ?'

'হ্যাঁ। আমি—'

'আমাদের সঙ্গে তুমি কী করে এরকম করতে পারলে, অলিভার? তুমি—'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! কী ঘটছে বুঝতে পারছ না, জ্যান? এসব লেসলি স্টুয়ার্টের কারসাজি। আমি নিশ্চিত মহিলাকে ঘুস দিয়ে সে এ-কাজ করিয়েছে। আমি তোমাকে বিয়ে করেছি বলে সে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ঠিক আছে। প্রতিশোধ তার নেয়া হয়ে গেছে। ইটস ওভার।'

সিনেটর ডেভিস ফোন করলেন, 'অলিভার, একঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে আসছি আমি।'

'আসুন, টড।'

টড ডেভিস যখন এলেন, অলিভার ছোট লাইব্রেরিতে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। অলিভার তাঁকে সম্ভাষণ করতে চেয়ার ছাড়ল, 'গুড মর্নিং।'

'বলো ব্যাড মর্নিং,' রাগে গনগন করছেন সিনেটর, 'ওই মহিলা আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে দেখছি।'

'না। পারবে না। সে শুধু—'

'ওই গসিপ সবাই পড়েছে। বিশ্বাসও করেছে।'

'টড, এটার কথা সবাই ভুলে যাবে এবং—'

'ভুলে যাবে না। WTE'র এডিটরিয়াল দেখেছ আজ সকালে? আগামী প্রেসিডেন্ট কে হবে তা বলা হয়েছে সেখানে। তোমার নাম তালিকার নিচে। লেসলি স্টুয়ার্ট তোমাকে গিলে খেতে আসছে। ওকে তোমার থামাতেই হবে।'

'কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই, টড।'

'আছে,' সিনেটর তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন অলিভারের দিকে।

'মানে?'

'বসো, বলছি।' বসলেন দুজনে। 'এই মহিলা সম্ভবত এখনো তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, অলিভার। তুমি তার সঙ্গে যে-আচরণ করেছ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে সে এভাবে। প্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করা যাবে না। শান্তি স্থাপন করতে হবে।'

'কীভাবে?'

অলিভারের দুই উরুর সংযোগস্থলের দিকে তাকালেন সিনেটর ডেভিস, 'মাথা খাটাও।'

'দাঁড়ান, টড! আপনি কি বলতে চাইছেন আমি—?'

'আমি বলতে চাইছি তাকে শান্ত করো। তাকে জানাও যে তুমি দুঃখিত। আমি বলছি সে তোমাকে এখনও ভালোবাসে। ভালো না বাসলে এ কাজ করত না।'

'আমাকে কী করতে বলেন আপনি?'

'ওকে উদ্দীপ্ত করে তোলো। একবার করেছ। আবারও এ-কাজ তুমি করতে পারবে। ওকে তোমার জয় করতে হবে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিনারের আয়োজন করো। ওকে দাওয়াত দাও। ও যা করছে, তোমাকে থামাতেই হবে।'

'বুঝতে পারছি না আমি কীভাবে—'

'কীভাবে করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারো যেখানে নিরিবিলি আলাপ করতে পারবে। ভার্জিনিয়ায় আমার একটি খামারবাড়ি আছে। খুবই প্রাইভেট। আমি সাপ্তাহিক ছুটিতে ফ্লোরিডা যাচ্ছি। জ্যানকে সঙ্গে নিয়ে যাব।' একটুকরো কাগজ আর একগোছা চাবি এগিয়ে দিলেন তিনি অলিভারের দিকে। 'এখানে বাড়ির ম্যাপ আঁকা আছে। আর এগুলো বাড়ির চাবি।'

অলিভার স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শ্বশুরের দিকে, 'জিসাস! সবকিছু আপনি প্ল্যান করে রেখেছেন! যদি লেসলি আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী না হয়? যদি সে ওখানে যেতে না চায়?

চেয়ার ছাড়লেন সিনেটর। 'সে আগ্রহী হবে। সে যাবে। সোমবার দেখা হবে, অলিভার। গুড লাক।'

অলিভার নিজের চেয়ারে বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাবছে : *না, ওর সঙ্গে আবার প্রতারণা করতে পারব না আমি।*

সে সন্ধ্যায় ওরা ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, জ্যান বলল, 'অলিভার, বাবা আমাকে তার সঙ্গে ছুটিতে ফ্লোরিডা যেতে বলছেন। কী একটা অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে তাঁকে। আমার মনে হয় বাবা চাইছেন প্রেসিডেন্টের বউ হিসেবে আমাকে শো করতে। আমি গেলে তুমি কিছু মনে করবে না তো? জানি শুক্রবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিনার আছে। তুমি যদি চাও তো আমি থেকে যাই...'

'না, না তুমি যাও। যদিও তোমাকে আমি খুব মিস করব।'

লেসলির সঙ্গে সমস্যা কেটে গেলে জ্যানকে আরও বেশি-বেশি সময় দেব আমি। সিদ্ধান্ত নিল অলিভার।

ফোনে কথা বলছে লেসলি, তার সেক্রেটারি দ্রুত কদমে ঢুকল ঘরে।

'মিস স্টুয়ার্ট—'

'দেখতে পাচ্ছ না কথা বলছি?'

'প্রেসিডেন্ট রাসেল ফোন করেছেন।'

লেসলি একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সেক্রেটারির দিকে। তারপর হাসল। 'ঠিক আছে।' ফোনে অপরপ্রান্তের লোকটিকে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি পরে কথা বলছি।'

তিন নম্বর লাইনের বোতাম টিপল লেসলি, 'হ্যালো!'

'লেসলি?'

'হ্যালো, অলিভার। নাকি তোমাকে মি. প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করব?'

'যা খুশি বলতে পারো,' হালকা গলায় বলল অলিভার।' একটুক্ষণ নীরবতা। 'লেসলি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তুমি দেশের প্রেসিডেন্ট। আমি তোমাকে না বলতে পারি না, তাই না?'

'শুক্রবার রাতে হোয়াইট হাউজে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিনার আছে। তুমি এসো।'

'কখন?'

'আটটার সময়।'

'ঠিক আছে। আমি আসব।'

লম্বা, কালো ম্যান্ডারিন— নেকড সেন্ট জন গাউনে দুর্দান্ত লাগছে লেসলিকে। গাউনের সামনের বোতামগুলো বাইশ ক্যারেট গোল্ডের। পোশাকের বাম দিকে চোদ্দ ইঞ্চি জায়গা চেরা, লেসলির ফর্সা শরীর অনেটাই উন্মুক্ত করে রেখেছে।

লেসলির দিকে তাকানো মাত্র অসংখ্য স্মৃতি ভিড় করে এল অলিভারের মনে, 'লেসলি...'

'মি. প্রেসিডেন্ট!'

লেসলির হাত নিজের হাতে তুলে নিল অলিভার। ভেজা। এটা একটা চিহ্ন। ভাবল অলিভার। কিন্তু কিসের? নার্ভাসনেস? ক্রোধ? নাকি পুরোনো স্মৃতির?

'তুমি এসেছ আমি খুব খুশি হয়েছি, লেসলি।'

'আমিও।'

'আমরা পরে কথা বলব।'

ওর হাসি অলিভারের শরীরে উষ্ণ পরশ বুলিয়ে দিল, 'আচ্ছা।'

অলিভার যেখানে বসেছে তার থেকে দুই টেবিল দূরের আসন দখল করেছেন একদল আরব কূটনীতিক। এদের একজন, কৃষ্ণকায়, শক্তপোক্ত গড়নের এক লোক, কালো চোখের বাজপাখির শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ করছিল অলিভারকে।

অলিভার ঝুঁকল পিটার টেগারের দিকে। আরবের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'কে ওই লোক?'

টেগার চট করে একবার দেখে নিল লোকটাকে, 'আলি আল-ফুলানি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেক্রেটারি। কেন?'

'এমনি।' অলিভার তাকার আবার। লোকটা স্থিরদৃষ্টিতে এখনো দেখছে ওকে।

অলিভার অতিথিদের সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করল। সিলভিয়া এক টেবিলে বসেছে, লেসলি আরেক টেবিলে। লেসলিকে একা পেয়েই অলিভার বলল, 'আমাদের কথা বলা দরকার। অনেক কথা বলার আছে তোমাকে। কোথাও দেখা করি?'

সামান্য ইতস্তত ভাব ফুটল লেসলির কণ্ঠে, 'অলিভার, আমার মনে হয়—'

'ভার্জিনিয়ার ম্যানাসাসে আমার একটি বাড়ি আছে। ওয়াশিংটন থেকে এক ঘন্টার রাস্তা। ওখানে আসতে পারবে?'

অলিভারের চোখে চোখ রাখল লেসলি। এবার আর দ্বিধা নেই বলার ঢঙে। 'তুমি যদি চাও।'

বাড়ির লোকেশন বলে দিল অলিভার, 'কাল রাত আটটায়?'

খসখসে শোনাল লেসলির কণ্ঠ, 'আমি হাজির থাকব ওখানে।'

পরদিন সকালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে সিআইএর ডিরেক্টর জেম ফ্রিশ একটা বোমা ফাটালেন।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আজ সকালে খবর পেলাম ইরান এবং চীন থেকে নানা লিবিয়া ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র কিনছে। জোর গুজব, তারা ইসরায়েলে হামলা চালাবে। দু-একদিন সময় লাগবে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে।'

সেক্রেটারি অভ স্টেট লু ওয়ের্নার বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের অপেক্ষা করা উচিত হবে না। এখনই এর কঠোর প্রতিবাদ জানানো উচিত।'

অলিভার ওয়ার্নারকে বলল, 'আগে দেখি এ-ব্যাপারে অতিরিক্ত তথ্য কী পাই।'

সারা সকাল ধরে চলল মিটিং। অলিভারের মনজুড়ে আচ্ছন্ন হয়ে রইল লেসলি।

শনিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউজের একটি স্টাফকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অলিভার। বিশ্বস্ত এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট তাকে নিয়ে চলল ভার্জিনিয়ার ম্যানাসাসে। সাক্ষাৎ ক্যান্সেল করে দিতে ইচ্ছে করছিল অলিভারের। ভাবল, আমি বেহুদাই দুশ্চিন্তা করছি। ও হয়তো ওখানে আসবেই না।

রাত আটটা বাজে। অলিভার জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। লেসলির গাড়ি এসে থামল সিনেটরের বাড়ির সামনে। দেখল গাড়ি থেকে নামল লেসলি, পা বাড়াল প্রবেশপথের দিকে। সদর দরজা মেলে ধরল অলিবার। দুজনে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। পরস্পরকে দেখছে নীরবে। সময় অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন কোনোদিন ওরা বিচ্ছিন্ন হয়নি।

অলিভারই প্রথম কথা বলে উঠল, 'মাই গড! গত রাতে তোমাকে আমি দেখে... আমি ভুলেই গেছিলাম তুমি কত সুন্দরী।' লেসলির হাত ধরল অলিভার, হেঁটে এল লিভিংরুমে। 'কী খাবে?'

'কিছু খাব না। ধন্যবাদ।'

লেসলির পাশে কাউচে বসল অলিভার। 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, লেসলি? তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লেসলি। 'না। আমি ভাবতাম আমি তোমাকে ঘৃণা করি।' আড়ষ্ট হাসল সে। 'একদিক থেকে এ-কারণেই আমি সফল হয়েছি বলা যায়।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, অলিভার। আমি খবরের কাগজ এবং টিভি-চ্যানেল কিনেছি যাতে তোমাকে আক্রমণ করতে পারি। আমি জীবনে একমাত্র তোমাকেই ভালোবেসেছিলাম। আর তুমি যখন—তুমি যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, আমি—আমি ভাবতে পারিনি ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারব।' চোখের অশ্রু ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করল লেসলি।

অলিভার লেসলিকে জড়িয়ে ধরল, 'লেসলি—' তার ঠোঁট নেমে এল লেসলির টসটসে অধরে, পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল ওরা।

'ওহ্ মাই গড,' বলল লেসলি, 'আমি ভাবিনি এরকম কখনও ঘটবে।' তীব্র আবেগের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে থাকল ওরা, অলিভার লেসলিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, পা বাড়াল শোবার ঘরে। বেডরুমে ঢুকেই পরস্পরের বস্ত্র উন্মোচনে ব্যস্ত হয়ে গেল।

'জলদি, মাই ডার্লিং,' বলল লেসলি, 'জলদি...'

বিছানায় শুয়ে পড়ল ওরা, জড়িয়ে ধরে আছে পরস্পরকে, নগ্ন দুটো শরীর স্পর্শ করছে একে অপরকে। মনে পড়ে যাচ্ছে পুরোনো স্মৃতি। তীব্র কামনার স্রোত ভাসিয়ে দিল ওদেরকে, প্রেম করল উন্মাদের মতো, যেন এই প্রথম পরস্পরকে আবিষ্কার করছে। এবং এটা ছিল নতুন একটা শুরু। সঙ্গমশেষে পাশাপাশি শুয়ে থাকল দুজনে। হাঁপাচ্ছে। তৃপ্ত।

'ব্যাপারটা খুব হাস্যকর,' বলল লেসলি।

'কী!'

'ওই-যে পত্রিকায় তোমাকে নিয়ে যেসব আজেবাজে কথা লিখলাম। আসলে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই এসব করেছি।'

নগ্ন একটা পা অলিভারের উরুতে তুলে ঘষা দিল লেসলি। মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছি। 'কি পারিনি?'

মুচকি হাসল অলিভার। 'হুঁ, পেরেছ।'

বিছানায় উঠে বসল লেসলি। 'তোমাকে নিয়ে আমার অনেক গর্ব হয়, অলিভার। তুমি এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।'

'আমি ভালো প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাই।' হাতঘড়ি দেখল অলিভার, 'এখন ফিরতে হয়।'

'ঠিক আছে। তুমি আগে যাও। আমি পরে বেরোচ্ছি।'

'আবার তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে, লেসলি?'

'যখনই তুমি চাইবে।'

'আমাদেরকে সাবধানে দেখা করতে হবে।'

'জানি আমি। সাবধানেই দেখা করব।'

লেসলি শুয়ে পড়ল বিছানায়। খাট থেকে নামল অলিভার। আধবোজা চোখে তাকে দেখছে লেসলি। পোশাক পরে লেসলির দিকে ঝুঁকে এল অলিভার। 'ইউ আর মাই মিরাকল।'

'আর তুমি আমার মিরাকল। সবসময় ছিলে।'

অলিভার চুমু খেল লেসলিকে, 'কাল ফোন করব তোমাকে।'

অলিভার দ্রুত বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। গাড়িতে উঠে বসল। ফিরে চলল ওয়াশিংটন অভিমুখে। *ওকে আর কখনও আঘাত দেব না আমি,* ভাবছে সে। গাড়ির ফোন তুলে ফ্লোরিডায় সিনেটর ডেভিসকে ডায়াল করল।

সিনেটর নিজেই ফোন ধরলেন, 'হ্যালো।'

'অলিভার বলছি।'

'কোথায় তুমি?'

'ওয়াশিংটনে ফিরছি। আপনাকে একটা ভালো খবর দেয়ার জন্য ফোন করলাম। ওই সমস্যাটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না। সবকিছু হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' গভীর স্বস্তি সিনেটরের গলায়।

'জানতাম আপনি খুশি হবেন, টড।'

পরদিন সকালে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অলিভার, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর সেদিনকার কাগজটা তুলে নিল হাতে। প্রথম পৃষ্ঠায় মানাসাসে সিনেটর ডেভিসের খামারবাড়ির ছবি। নিচে ক্যাপশন : **প্রেসিডেন্ট রাসেলের গোপন মধুকুঞ্জ।**

চৌদ্দ

অলিভার অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে পত্রিকার দিকে। লেসলি এ-কাজ কীভাবে করতে পারল? বিছানার দৃশ্য মনে পড়ে গেল অলিভারের। কী আবেগে ওরা মিলিত হয়েছিল! আসলে ভুল ভেবেছে অলিভার। আবেগের মধ্যে ভালোবাসা নয়, ঘৃণা ছিল। *ওকে থামাবার কোনো উপায় নেই*, হতাশ হয়ে ভাবল অলিভার।

সিনেটর টড ডেভিস প্রথম পৃষ্ঠার খবরের দিকে তাকিয়ে আছেন। স্তম্ভিত। প্রেসের ক্ষমতা তাঁর জানা আছে, জানেন এ খবরের জন্য তাঁকে কতটা মাশুল দিতে হবে। *ওকে আমি নিজেই থামাব,* সিদ্ধান্ত নিলেন সিনেটর।

সিনেট অফিসে এসে লেসলিকে ফোন করলেন তিনি। 'অনেক দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা নেই, মিস স্টুয়ার্ট। তোমার কথা বহুবার মনে পড়েছে আমার।' আগে লেসলিকে আপনি বলতেন তিনি। এবার ইচ্ছে করেই 'তুমি'তে চলে এলেন।

'আপনার কথা আমারও স্মরণে ছিল, সিনেটর ডেভিস। একদিক থেকে তো আমি আপনার প্রতি সবকিছুর জন্য ঋণী হয়েই আছি।' আপত্তি করল না লেসলি এ সম্বোধনে।

খিকখিক হাসলেন তিনি। 'একদমই না। তুমি সমস্যায় পড়েছ। আমি তোমার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পেরে খুশি হয়েছি।'

'আপনার জন্য কিছু করতে পারি, সিনেটর?'

'না, মিস স্টুয়ার্ট। কিছু করতে হবে না। তবে আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই। আমি তোমার পত্রিকার একজন একনিষ্ঠ পাঠক। তুমি জানো। আমি মনে করি ট্রিবিউন চমৎকার একটি পত্রিকা। অথচ এ পত্রিকায় আমরা কোনো বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না। এটা ঠিক হচ্ছে না। আমি এ ভুলটা শোধরাতে চাই। আমি অনেকগুলো কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। ওরা প্রচুর বিজ্ঞাপন দেয়ার ক্ষমতা রাখে। আমার মনে হয় ট্রিবিউন পত্রিকায় আমাদের কোম্পানির বড় অঙ্কের টাকার বিজ্ঞাপন যাওয়া উচিত।'

'শুনে খুশি হলাম, সিনেটর। আমার বিজ্ঞাপন ম্যানেজারকে কার সঙ্গে কথা বলতে বলব?'

'কারও সঙ্গে কথা বলার আগে তোমার সঙ্গে আমার ছোট্ট একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলা উচিত।'

'কী ব্যাপারে?'

'প্রেসিডেন্ট রাসেলের ব্যাপারে।'

'বলুন!'

'মিস স্টুয়ার্ট, একটু আগেই তুমি বললে আমার প্রতি তোমার ঋণ আছে। তাহলে প্রতিদানে আমার একটা উপকার চাইছি।'

'উপকার করতে পারলে খুশি হব আমি।'

'তুমি বোধহয় জানো প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করতে আমি সাহায্য করেছিলাম। সে খুব ভালো কাজ করছে। তবে ট্রিবিউন-এর মতো শক্তিশালী পত্রিকা যদি পদে পদে তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে, তাহলে তার জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়াটা কঠিন হয়ে যায়।'

'আপনি আসলে আমার কাছে কী চাইছেন, সিনেটর?'

'প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে হামলা চালানোটা, তাকে অপদস্থ করার চেষ্টাটা বন্ধ করতে হবে।'

'এবং বিনিময়ে আমি আপনার কিছু কোম্পানির বিজ্ঞাপন পাব, তাইতো?'

'বিশাল অঙ্কের বিজ্ঞাপন পাবে, মিস স্টুয়ার্ট।'

'ধন্যবাদ, সিনেটর। আমাকে আরও যদি কিছু অফার করার থাকে তাহলে নাহয় আবার ফোন করবেন।'

ফোন রেখে দিল লেসলি।

ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর অফিসে প্রেসিডেন্ট রাসেলের গোপন মধুকুঞ্জের খবর পড়ছে ম্যাট বেকার।

'এ খবর এ পত্রিকায় ছাপা হল কীভাবে?' সহকারীর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল বেকার।

'নির্দেশটা এসেছে সরাসরি হোয়াইট টাওয়ার থেকে।'

'গড ড্যামইট। পত্রিকা সে চালাচ্ছে না, চালাচ্ছি আমি।' *আমি ওর সঙ্গে কেন আছি?* ভাবল ম্যাট বেকার। বছরে ওর বেতন সাড়ে তিন লাখ ডলার, সেইসঙ্গে বোনাস এবং স্টক শেয়ারও আছে। যতবার চাকরি ছাড়তে চেয়েছে বেকার, প্রতিবার ওর বেতন ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে লেসলি। অবশ্য এটাও ঠিক, বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এই মহিলার সঙ্গে কাজ করার মধ্যে একধরনের মুগ্ধতাও আছে। লেসলির মধ্যে এমন কিছু আছে যা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি ম্যাট বেকার।

ট্রিবিউন কেনার পরে লেসলি ম্যাটকে বলেছিল, 'জোলটেয়ার নামে এক জ্যোতিষী আছে। আমি আমাদের পত্রিকার জন্য তাকে ভাড়া করতে চাই।'

'সে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকায় কাজ করে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। ওকে ভাড়া করো।'

সেদিন বিকেলে ম্যাট বেকার লেসলিকে বলেছে, 'জোলটেয়ারকে ভাড়া করতে প্রচুর টাকা লাগবে।'

'ভাড়া করুন।'

পরের হপ্তায় জোলটেয়ার, যার আসল নাম ডেভিড হেওয়ার্থ, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এ যোগ দিয়েছে। লোকটির বয়স পঞ্চাশ, ছোটখাটো, গায়ের রঙ কালো, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

বিষয়টি হতবুদ্ধি করে তুলেছিল ম্যাটকে। লেসলিকে দেখে মনে হয়নি জ্যোতিষশাস্ত্রে তার বিশ্বাস আছে। লেসলিকে ডেভিড হেওয়ার্থের সঙ্গে কোনোদিন বাক্য-বিনিময় করতেও দেখেনি ম্যাট।

তবে সে জানে না লেসলির যখনই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তার বাড়িতে ডাক পড়ে ডেভিড হেওয়ার্থের।

ট্রিবিউন পত্রিকার মালিকানা হাতে আসার পরদিন লেসলি ঘোষণা করল, 'আমরা একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকা কিনব।'

কৌতূহল নিয়ে জানতে চেয়েছে ম্যাট, 'কেন?'

'কারণ স্বাস্থ্যখাতে বিস্ফোরণ ঘটছে।'

সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা প্রমাণ করেছে লেসলি। তার পত্রিকা খুব দ্রুত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

লেসলি এরপর বুড়ো, অলস প্রকৃতির সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে তরুণ সাংবাদিকদের নিয়োগ দিতে শুরু করে। প্রতিটি প্রার্থীর সাক্ষাৎকার সে নিজে গ্রহণ করেছে। প্রত্যেককে একটি কমন প্রশ্ন করেছে : আপনার গলফ স্কোর কত? এ প্রশ্নের জবাবের ওপর নির্ভর করেছে প্রার্থীর চাকরি পাওয়া-না-পাওয়া।'

'এ কী-ধরনের প্রশ্ন?' ম্যাট বেকার অবাক হয়েছে। 'গলফ স্কোরের সঙ্গে সাংবাদিকতার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে। আমি এখানে তেমন লোক চাই না যারা গলফখেলায় আত্মোৎসর্গ করবে। এখানে কাজ করতে হলে ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর প্রতি তাদেরকে উৎসর্গিত হতে হবে।

ট্রিবিউন-এ লেসলি স্টুয়ার্টের ব্যক্তিজীবন নিয়ে নানা আলোচনা হয়। লেসলি রূপবতী, ধনবতী। অথচ কোনো পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তাকে ডিনার পার্টিতে দাওয়াত দিতে মুখিয়ে থাকে রাজধানীর রাঘব বোয়ালরা। অথচ পার্টিশেষে দেখা যায় সবাই চলে গেছে, একা হয়ে আছে লেসলি। গুজব রয়েছে, লেসলির অনিদ্রারোগ আছে। তাই সে রাতে না-ঘুমিয়ে স্টুয়ার্ট সাম্রাজ্যের কীভাবে আরও বিস্তৃতি ঘটানো যায় সে-ব্যাপারে নতুন নতুন প্রকল্পের আইডিয়া বের করার কাজে ব্যস্ত থাকে।

আরও নানা রসালো গুজব রয়েছে লেসলিকে নিয়ে। তবে সেসব গুজব সত্যি কিনা তা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি।

সবধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে লেসলি। সম্পাদনা, গল্প তৈরি, বিজ্ঞাপন। একদিন সে বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রধানের কাছে জানতে চাইল : 'গ্রিজন'স থেকে আমরা বিজ্ঞাপন পাচ্ছি না কেন?' এটা জর্জটাউনের একটি বিখ্যাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর।

'আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু—'

'আমি ওই স্টোরের মালিককে চিনি। ওকে ফোন করব।'

মালিককে ফোন করল লেসলি, 'অ্যালান, তুমি আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছ না কেন?'

হাসল মালিক। 'লেসলি, তোমার পাঠকরা আমাদের দোকানে আসে চুরির ধান্ধা নিয়ে।'

কোনো সভায় যাওয়ার আগে ওখানে যারা উপস্থিত থাকতে পারে তাদের সবার সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে তারপর কনফারেন্স-রুমে ঢোকে লেসলি। সে সবার দুর্বলতা সম্পর্কে জানে, শক্তির খবর রাখে। এবং নেগোশিয়েটর হিসেবে সে অত্যন্ত কঠিন।

'মাঝে মাঝে আপনি খুব কঠিন হয়ে যান,' ম্যাট বেকার সতর্ক করে দিয়েছে লেসলিকে। 'ওদেরকেও কিছু ছাড় দিতে হয়, লেসলি।'

'ওকথা ভুলে যান। আমি কঠিন পলিসিতে বিশ্বাসী।'

পরের বছর নাগাদ ওয়াশিংটন ট্রিবিউন এন্টারপ্রাইজেস অস্ট্রেলিয়ায় একটি সংবাদপত্র এবং রেডিও-স্টেশনের মালিক হল, ডেনভারে কিনে নিল টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্ডিয়ানার হ্যামন্ডের একটি চালু কাগজের মালিকও বনে গেল। যেখানেই নতুন কিছু কিনল লেসলি, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভীত হয়ে উঠল। কারণ লেসলির নিষ্ঠুরতার কথা কারও অজানা নেই।

লেসলি স্টুয়ার্ট ক্যাথেরিন গ্রাহামকে প্রচণ্ড ঈর্ষা করে।

'শী ইজ জাস্ট লাকি,' বলে লেসলি, 'মাগী হিসেবে কুখ্যাতি তার কম নয়।'

ম্যাট বেকারের ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করতে লেসলি কি জানে না কী নিয়ে তার কুখ্যাতি। কিন্তু সাহস পায় না প্রশ্ন করতে।

একদিন সকালে লেসলি অফিসে ঢুকেছে, দেখল কেউ তার টেবিলে কাঠের ছোট একটি বাক্স রেখে গেছে। তাতে ছোট একজোড়া পেতলের বল।

বিব্রতবোধ করল ম্যাট বেকার। 'আমি দুঃখিত,' বলল সে, 'আমি সরিয়ে—'

'না। দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'বললাম তো দরকার নেই।'

নিজের অফিসে মিটিং করছে ম্যাট বেকার, ইন্টারকমে ভেসে এল লেসলির কণ্ঠ। 'ম্যাট, আমার ঘরে আসুন।'

'প্লিজ' বা 'গুড মর্নিং' বলা হল না, লক্ষ করেছে ম্যাট। তার মানে বরফকুমারীর মেজাজ আজ কোনো কারণে তিরিক্ষি হয়ে আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হল ম্যাটকে। 'আজ এই পর্যন্তই।'

অফিস থেকে বেরল সে। করিডোর ধরে হেঁটে এগোল। এখানে শত শত লোক যে-যার কাজে ব্যস্ত। এলিভেটর নিয়ে হোয়াইট টাওয়ারে উঠে এল, ঢুকল প্রকাশকের প্রকাণ্ড অফিসে। ঘরে আধডজন সম্পাদককে দেখতে পেল ম্যাট।

বিশাল একটি টেবিলের পেছনে বসেছে লেসলি স্টুয়ার্ট। ম্যাটকে ভেতরে ঢুকতে দেখে সে বলল, 'এবার শুরু করা যাক।'

এডিটরিয়াল মিটিং ডেকেছে লেসলি। ম্যাট বেকারের মনে পড়ল লেসলির সেই কথাটা, 'আপনি কাগজ চালাবেন। আমি এতে নাক গলাব না।' এভাবে মিটিং সে ডাকতে পারে না। এটা ম্যাট বেকারের কাজ। অবশ্য লেসলি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর মালিক ও প্রশাসক। যা-কিছু করার ক্ষমতা সে রাখে।

ম্যাট বেকার বলল, 'ভার্জিনিয়ায় প্রেসিডেন্ট রাসেলের মধুকুঞ্জের খবরটির ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই।'

'এ নিয়ে কথা বলার কিছু নেই,' বলল লেসলি। তার হাতে এক কপি ওয়াশিংটন পোস্ট, ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা। 'এটা দেখেছেন?'

দেখেছে ম্যাট, 'হুঁ। এটা স্রেফ—'

'পুরোনো দিনে এগুলোকে বলা হত স্কুপ নিউজ। পোস্ট এ খবর ছাপে অথচ আপনি এবং আপনারা বসে বসে কী করেন, ম্যাট?'

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর হেডলাইনে লেখা : SECOND LOBBYIST TO BE INDICTED FOR GIVING ILLEGAL GIFTS TO SECRETARY OF DEFENSE।

'আমরা এ খবরটা পেলাম না কেন?'

'কারণ এটা অফিশিয়াল কোনো খবর নয়। আমি চেক করে দেখেছি। এটা স্রেফ—'

'কাজটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্বাস ফেলল ম্যাট। হেলান দিল চেয়ারে। ঝড়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'হয় আমরা এক নম্বর থাকব নয়তো কিছুই থাকব না।' দলটার উদ্দেশ্য ঘোষণা করল লেসলি স্টুয়ার্ট। 'আর আমরা কিছু না থাকলে এখানে কারও চাকরিও থাকবে না, বোঝা গেছে?'

লেসলি ঘুরল আর্নি কোহানের দিকে। রবিবাসরীয় সাময়িকী চালায় সে। 'আমি চাই লোকে রোববার ঘুম থেকে উঠে আমাদের সাময়িকী শাখাটি পাঠ করবে। চাই না আমাদের পাঠকরা পত্রিকায় একবার চোখ বুলিয়েই ঘুমিয়ে পড়ুক। গত রোববার যেসব স্টোরি ছাপা হয়েছে, খুবই বিরক্তিকর।'

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল আর্নি। 'আমি পরেরবার ভালো করার চেষ্টা করব।'

লেসলি তাকাল স্পোর্টস এডিটর জেফ কনরসের দিকে। কনরসের বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়, লম্বা, সুদর্শন, অ্যাথলেটদের মতো শারীরিক গঠন। সোনালি চুল, বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া ধূসর চোখ। ম্যাট শুনেছে লেসলি কনরসকে পটানোর চেষ্টা করেছিল। পটেনি কনরস।

'তুমি লিখেছ ফিল্ডিং পাইরেটসদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি এমনটাই শুনেছি—'

'ভুল শুনেছ! যা ঘটেনি তাই ছেপে দোষী হয়েছে ট্রিবিউন।'

'ক্লাবের ম্যানেজার নিজে আমাকে একথা বলেছে,' অবিচলিত জেফ কনরস। 'বলেছে—'

'পরেরবার গল্প চেক করে দেখবে। ছাপার আগে আরেকবার চেক করবে। সংবাদপত্রের সবচেয়ে খারাপ দিকটি হল ভুল-সংবাদ পরিবেশন। এখানে এমন এক জায়গায় আছি আমরা যেখানে সঠিক ও নির্ভুল তথ্যটিই প্রকাশ করতে হবে।'

ঘড়ি দেখল লেসলি। 'আজ এ পর্যন্তই। আশা করি আগামীতে আপনাদের কাছ থেকে ভালো কাজ পাব আমি।' সবাই চেয়ার ছেড়েছে, লেসলি ম্যাট বেকারকে বলল, 'আপনি থাকেন।'

'ঠিক আছে,' চেয়ারে আবার বসে পড়ল ম্যাট। দেখল অন্যরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

'আমি কি ওদের সঙ্গে খুব বেশি খারাপ ব্যবহার করেছি?' জিজ্ঞেস করল লেসলি।

'আপনি যা চান তাই পেয়ে যান।'

'আমরা এখানে বন্ধুত্ব করতে আসিনি, এসেছি কাগজ বের করতে। আমি এমন কোনো খবর আমার কাগজে ছাপতে চাই না যা মানুষ প্রত্যাখ্যান করে।'

'কথা যখন উঠলই বলে ফেলি কথাটা,' বলল ম্যাট। 'আপনি প্রথম পাতায় প্রেসিডেন্ট রাসেলকে নিয়ে যে-খবর ছেপেছেন তা সস্তা ট্যাবলয়েড প্রকাশনায় মানায়। আপনি ওই মানুষটার পেছনে লেগেছেন কেন? ওকে একটা সুযোগ দিন।'

রহস্যময় কণ্ঠে লেসলি বলল, 'ওকে আমি সুযোগ দিয়েছি।' সিধে হল সে, পায়চারি শুরু করল। 'শুনলাম রাসেল নতুন কম্যুনিকেশন বিল-এ ভেটো দেবে। এর মানে সান দিয়েগো স্টেশন এবং ওমাহা স্টেশনের সঙ্গে আমাদের চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।'

'অবশ্যই আছে। আমি ওকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাব, ম্যাট। এমন কাউকে হোয়াইট হাউজে বসাব যে জানে সে কী করছে।'

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে লেসলির সঙ্গে নতুন কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না ম্যাটের। সে এ-বিষয় উত্থাপন করলেই উন্মাদ হয়ে যায়।

'ওই অফিসে বসার যোগ্যতা তার একেবারেই নেই। আগামী নির্বাচনে রাসেল যাতে হেরে যায় সেজন্য যা যা করার দরকার, আমি করব।'

WTE'র চিফ অব করেসপন্ডেন্ট ফিলিপ কোল ঝড়ের বেগে ঢুকল ম্যাট বেকারের অফিসে। ম্যাট তখন চলে যাবার জন্য তৈরি। কালো হয়ে আছে ফিলিপ কোলের চেহারা। 'একটা সমস্যা হয়েছে, ম্যাট।'

'কাল বললে হয় না? আমার দেরি হয়ে গেল। এক জায়গায়—'

'ডানা ইভান্সকে নিয়ে সমস্যা।'

খেঁকিয়ে উঠল ম্যাট, 'কী সমস্যা?'

'ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'গ্রেফতার করা হয়েছে?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল ম্যাট। 'কিন্তু কিসের জন্য?'

'এসপায়োনাজ। আমি কি—?'

'না। আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

ম্যাট বেকার দ্রুত ফের বসল তার ডেস্কে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের নাম্বারে ডায়াল করছে।

পনেরো

নগ্ন ডানা ইভান্সকে তার সেল থেকে হিড়হিড় করে টেনে-হিঁচড়ে ঠাণ্ডা, অন্ধকার উঠোনে নিয়ে আসা হল। দুজন শক্তিশালী পুরুষ ওকে দুপাশ থেকে চেপে ধরে আছে। ধস্তাধস্তি করেও লাভ হচ্ছে না কোনো। বাইরে ছজন রাইফেলধারী অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। চিৎকার করছে ডানা, পা ছুড়ছে। মাটিতে পুঁতে রাখা কাঠের একটি পোস্ট বা ফলকের সামনে নিয়ে আসা হল ওকে। কর্নেল গর্ডান ডিভজ্যাক দেখল ডানাকে পোস্টের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে।

'আমার সঙ্গে এরকম করতে পারো না তোমরা! আমি গুপ্তচর নই!' গলা ফাটাল ডানা। তার চিৎকার গিলে খেল কাছের মর্টার বিস্ফোরণের আওয়াজ।

কর্নেল ডিভজ্যাক সরে এল ডানার সামনে থেকে, ফায়ারিং স্কোয়াডের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল, 'রেডি—গুলি করো—'

'চিৎকার থামাও!'

শক্ত একজোড়া হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে ওকে। চোখ মেলে চাইল ডানা। বুকের ভেতরে কলজেটা ধুপধাপ লাফাচ্ছে। সে তার ছোট্ট অন্ধকার সেলেরর কটে শুয়ে আছে। মাথার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ডিভজ্যাক।

বিছানায় উঠে বসল ডানা। আতঙ্কিত। মাথা ঝাঁকাল। যেন দুঃস্বপ্নটাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। 'কি- কী করবেন আপনি আমাকে নিয়ে?'

শীতল গলা কর্নেল ডিভজ্যাকের। 'বিচার হলে আপনাকে গুলি করে মারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য।'

বুকের ভেতরে ছলকে উঠল রক্ত।

'এখান থেকে প্রথম প্লেনটা ছাড়া হবে, ওতে চড়ে কেটে পড়বেন আপনি,' কর্নেল ডিভজ্যাক ডানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আর কোনোদিন এখানে আসবেন না।'

স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং প্রেসিডেন্টের চাপে ডানা ইভান্সকে মুক্ত করা গেল। ডানাকে গ্রেফতারের কথা শুনে পিটার টেগার গিয়েছিল প্রেসিডেন্টের কাছে।

'স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এইমাত্র খবর পেয়েছি আমি। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ডানা ইভান্সকে। ওকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হচ্ছে।'

'সিলাস! কী ভয়ংকর, এটা ঘটতে দেয়া যাবে না।'

'ঠিক। তোমার নাম ব্যবহারের অনুমতি চাইছি।'

'অনুমতি দেয়া গেল। যা করার দরকার করে ফ্যালো।'

ডজনখানেক ফোন কল, ওভাল অফিস, সেক্রেটারি অব স্টেট এবং জাতিসংঘের মহাসচিবের চাপে ডানার আটককারীরা তাকে মুক্ত করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মত হল।

খবরটা শুনে পিটার টেগার দ্রুত ঢুকল অলিভারের অফিসে। 'ও মুক্ত। বাড়ি ফিরছে।'

'বেশ।'

ডালেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করল ডানার বিমান। ওকে স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছে ম্যাট বেকার এবং টিভি ও রেডিওর দুইডজন সাংবাদিক।

ডানা ভিড়ের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকাল, 'কী—?'

'এদিকে একটু তাকাও, ডানা। হাসো!'

'তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেছে? অত্যাচার করেছে?'

'বাড়ি ফিরতে পেরে কেমন লাগছে?'

'ওখানে ফিরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে?'

সবাই কথা বলছে একসঙ্গে। ডানা অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়।

ম্যাট বেকার ডানাকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল অপেক্ষমাণ লিমোজিনে। দ্রুত ছুটল গাড়ি।

'হচ্ছেটা কী আসলে?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'তুমি তো এখন সেলেব্রিটি।'

মাথা নাড়ল সে, 'আমার এসবের দরকার নেই, ম্যাট।' একমুহূর্তের জন্য চোখ বুজল সে। 'আমাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ।'

'এজন্য প্রেসিডেন্ট এবং পিটার টেগারকে ধন্যবাদ দাও। ওরাই সব ব্যবস্থা করেছেন। লেসলি স্টুয়ার্টও কম করেনি।'

ম্যাট লেসলিকে খবর দেয়ার পরে সে বলেছিল, 'দোজ বাস্টার্ডস! ট্রিবিউনের সঙ্গে এরকম আচরণ ওরা করতে পারে না। আমি ওকে মুক্ত দেখতে চাই। যেভাবে পারো ওকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে এসো।'

ডানা লিমুজিনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। লোকজন হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, কথা বলছে, হাসছে। বন্দুক কিংবা বোমাবর্ষণের কোনো শব্দ নেই। অদ্ভুত।

'আমাদের রিয়েল এজেন্ট এডিটর তোমার জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করেছে। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি কটা দিন বিশ্রামে থাকো— যে

ক'দিন খুশি। ধকল সামলে ওঠার পরে কাজে লেগে যেয়ো।' ডানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল ম্যাট। 'তুমি ঠিক আছ তো? ডাক্তার দেখানোর দরকার হলে বলো। আমি বলে দিচ্ছি—'

'আমি ঠিক আছি। আমাদের প্যারিস ব্যুরো আমাকে ডাক্তার দেখিয়েছে।'

কালভার্ট স্ট্রিটে আসবাব সজ্জিত এক বেডরুম, লিভিংরুম, কিচেন, বাথ এবং ছোট স্টাডিসহ চমৎকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করা হয়েছে ডানার জন্যে।

'এতে চলবে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

'খুব চলবে। ধন্যবাদ, ম্যাট।'

'রেফ্রিজারেটর বোঝাই খাবার রেখেছি।'

'ধন্যবাদ, ম্যাট। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।'

'পরে তোমাকে ব্রিফ করা হবে। আমি সবকিছু ঠিক করে রাখব তোমার জন্য।'

ও একটা ব্রিজের ওপর। কানে ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ, নদীতে ভেসে যাচ্ছে লাশ। জেগে উঠল সে। ফোঁপাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। কিন্তু বাস্তবে তো এরকমই ঘটছে। হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু, নারী, পুরুষ খুন হয়ে যাচ্ছে ওখানে। আবার ঘুমাতে ভয় লাগল। দুঃস্বপ্নটা যদি ফিরে আসে! বিছানা ছাড়ল সে। হেঁটে গেল জানালার সামনে। তাকাল বাইরের শহরে। নিস্তব্ধ নগরী—কোনো বন্দুক নেই, রাস্তায় পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে না মানুষ, চিৎকার চেঁচামেচি করছে না। অস্বাভাবিক লাগছে। কামালের কথা মনে পড়ল তার। জানে না ছেলেটার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে কিনা। ও হয়তো আমাকে ভুলে গেছে।

ডানা সকালটা ব্যয় করল কেনাকাটায়। ড্রেস কিনল একগাদা। যেখানেই গেল, তার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকল লোকে। ফিসফিসানি ভেসে এল কানে, 'ওই যে ডানা ইভান্স!' বিক্রেতা চিনে ফেলল তাকে। সে বিখ্যাত হয়ে গেছে। তবে এটা উপভোগ করছে না সে।

ডানার সকালে নাস্তা করা হয়নি, লাঞ্চও করেনি। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না। আড়ষ্ট হয়ে আছে ও। যেন ভয়ানক কিছু হামলা করবে এই আশঙ্কায় ভীত। রাস্তার মানুষগুলোকে দেখছে সন্দেহের চোখে। কান খাড়া করে আছে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা যায় কিনা। *এভাবে চলতে পারে না,* ভাবল ডানা।

বিকেলে সে ম্যাট বেকারের অফিসে ঢুকল।

'এখানে কী মনে করে? তোমার তো এখন বিশ্রাম নেয়ার কথা।'

'আমি কাজে ফিরতে চাই, ম্যাট।'

ওর দিকে তাকাল ম্যাট। মনে পড়ে গেল তরুণী ডানার কথা যে বছর কয়েক আগে ওর কাছে এসেছিল চাকরি চাইতে। বলেছিল, *'আমি চাকরি চাইতে এসেছি...*

আমি এখুনি কাজ শুরু করে দিতে পারি... । মেয়েটি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। *ওর মতো একটি মেয়ে যদি থাকত আমার...*

'বস্‌ তোমাকে দেখা করতে বলেছেন,' ম্যাট বলল ডানাকে।

লেসলি স্টুয়ার্টের অফিসে পা বাড়াল ওরা।

'ওয়েলকাম ব্যাক, ডানা', বলল লেসলি।

'ধন্যবাদ।'

'বসো।' ডানা এবং ম্যাট বসল লেসলির টেবিলের বিপরীতে চেয়ারে।

'আমাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' বলল ডানা।

'নিশ্চয় নরকের মধ্যে কেটেছে তোমার। আই অ্যাম সরি।' লেসলি তাকাল ম্যাটের দিকে। 'ওকে নিয়ে এখন কী করা যায়, ম্যাট?'

ডানার দিকে তাকাল ম্যাট। 'হোয়াইট হাউজে আমাদের নতুন একজন প্রতিনিধি দরকার। কাজ করবে ওখানে?' দেশের সবচেয়ে সম্মানের টিভি-অ্যাসাইনমেন্ট হোয়াইট হাউজের প্রতিনিধি হতে পারা।

উদ্ভাসিত হল ডানার চেহারা। 'হ্যাঁ, করব।'

মাথা ঝাঁকাল লেসলি। 'তুমি পেয়ে গেছ কাজটা।'

চেয়ার ছাড়ল ডানা। 'আবার ধন্যবাদ।'

'গুডলাক।'

ডানা এবং ম্যাট অফিস থেকে বেরিয়ে এল। ওকে নিয়ে টিভি-ভবনের দিকে পা বাড়াল ম্যাট। ওখানে টিভির সমস্ত স্টাফ অপেক্ষা করছিল ডানাকে স্বাগত জানাতে। শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছার জবাব দিয়ে ভিড় ঠেলে নিজের অফিসে ফিরতে ম্যাট ও ডানার পনেরো মিনিট লেগে গেল।

'নয়া হোয়াইট হাউজ করেসপন্ডেন্টের সঙ্গে পরিচিত হও,' ম্যাট বলল ফিলিপ কোলকে।

'দ্যাটস গ্রেট। চলুন, আপনাকে আপনার অফিস দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

'লাঞ্চ করেছ?' ম্যাট জিজ্ঞেস করল ডানাকে।

'না, আমি—'

'এসো, আগে লাঞ্চ করে নিই। তারপর অফিসে যেয়ো।'

ওইদিন বিকেল তিনটায় হোয়াইট হাউজের প্রবেশদ্বারে ঢুকেছে ডানা, গার্ড বলল, 'মি. টেগার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন, মিস ইভান্স। কাউকে আপনার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। সে আপনাকে মি. টেগারের অফিসে নিয়ে যাবে।'

এক গাইড ডানাকে নিয়ে লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে চলল পিটার টেগারের অফিসের দিকে। টেগার অপেক্ষা করছিল ডানার জন্য।

'মি. টেগার...'

'এত তাড়াতাড়ি আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি, মিস ইভান্স। আপনার কর্তারা আপনাকে একটু বিশ্রাম নিতেও দেয়নি।'

'আমি বিশ্রাম নিতে চাইনি,' বলল ডানা। 'আমার—আমার কাজ করা দরকার।'

'প্লিজ, বসুন,' টেগারের সামনে বসল ডানা। 'কী খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ। কিছু খাব না। মাত্র লাঞ্চ করে এলাম,' হাসল ডানা। ও আসলে লাঞ্চ করেছে ট্রিবিউনের স্পোর্টস এডিটর জেফ কনরসের সঙ্গে। ম্যাট পরিচয় করিয়ে দিয়েছে জেফের সঙ্গে। জেফ জানিয়েছে সে ডানার মস্ত ভক্ত। এরপর জেফই ডানাকে লাঞ্চ করিয়েছে। 'মি. টেগার, আমি আপনাকে এবং প্রেসিডেন্ট রাসেলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে উদ্ধার করে আনার জন্য।' একটু ইতস্তত করল সে, 'যদিও ট্রিবিউন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঠিক সদয় আচরণ করেনি এবং আমি—'

একটা হাত তুলল পিটার টেগার। 'আমরা যে আলোচনা করব তা রাজনীতির উর্ধ্বে। আপনি ট্রয়ের হেলেনের নাম শুনেছেন?'

'জি।'

হাসল টেগার। 'আপনাকে নিয়ে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারত। আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ।'

'নিজেকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না আমি।'

'আমি আপনাকে জানাতে চাই আপনি হোয়াইট হাউজ কাভার করছেন জেনে আমি এবং প্রেসিডেন্ট উভয়েই অত্যন্ত খুশি।'

'ধন্যবাদ।'

একটু বিরতি দিল সে। 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে ট্রিবিউন প্রেসিডেন্ট রাসেলকে পছন্দ করে না। আর এতে আপনার কিছু করারও নেই। তবে তা সত্ত্বেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি বা প্রেসিডেন্ট যদি আপনার কোনোরকম উপকারে আসতে পারি... আমাদের দুজনেরই আপনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।'

'ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞবোধ করছি।'

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল অলিভার। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডানা এবং পিটার টেগার।

'বসুন। বসুন।' বলল অলিভার। হেঁটে গেল ডানার দিকে।

'ওয়েলকাম হোম।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট,' বলল ডানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাসল অলিভার। 'কারণ জীবনই যদি আপনি বাঁচাতে না পারেন তাহলে প্রেসিডেন্ট হয়ে লাভ কী? আপনার সঙ্গে আমি খোলামেলা কথা বলতে চাই, মিস ইভান্স। আমাদের এখানকার কেউ আপনাদের পত্রিকার ভক্ত নয়। সবাই আপনার ভক্ত।'

'ধন্যবাদ।'

'পিটার আপনাকে হোয়াইট হাউজ ঘুরিয়ে দেখাবে। কোনো সমস্যা হলে বলবেন। আমরা আছি আপনার সাহায্যে।'

'আপনার খুব দয়া।'

'যদি কিছু মনে না করেন আপনার সঙ্গে সেক্রেটারি অব স্টেট মি. ওয়ের্নারের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। হারজেগোভিনার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাজা ব্রিফিংটা ওনাকে দেবেন।'

'সানন্দে,' বলল ডানা।

সেক্রেটারি অব স্টেট-এর প্রাইভেট কনফারেন্স-রুমে একডজন মানুষ ডানার অভিজ্ঞতার বয়ান শুনছে।

'সারায়েভোর বেশিরভাগ ভবন হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে... সেখানে বিদ্যুৎ নেই, যাদের গাড়ি আছে তারা রাতের বেলা গাড়ির ব্যাটারি খুলে টিভি চালায়...'

'নগরীর রাস্তায় রাস্তায় যত্রতত্র ছিটিয়ে আছে সাইকেল, কার্ট আর গাড়ির ধ্বংসাবশেষ...'

'বৃষ্টি হলে মানুষ বালতিতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখে...'

'ওখানে রেডক্রস কিংবা সাংবাদিকদের কেউ সম্মান করে না। বসনীয় যুদ্ধ কাভার করতে গিয়ে চল্লিশেরও বেশি বিদেশ-প্রতিনিধি প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন কয়েক ডজন... স্লোভোদান মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিদ্রোহ সফল হোক বা না হোক, ওখানে তাঁর কোনো জনপ্রিয়তা নেই...'

দু-ঘণ্টা স্থায়ী হল মিটিং। কথাগুলো বলতে পেরে স্বস্তি পেল ডানা, তবে আলোচনা শেষে নিজেকে প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগল তার।

সেক্রেটারি অব স্টেট বললেন, 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, মিস ইভান্স। আপনার দেয়া খবরগুলো যথেষ্ট তথ্যবহুল।' হাসলেন তিনি, 'আমি আনন্দিত যে আপনি নিরাপদে ফিরে এসেছেন।'

'আমিও মি. সেক্রেটারি।'

জেফ কনরসের সঙ্গে ডানার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল দ্রুত। জেফ দারুণ বেসবল খেলে। জেফ ওকে নিয়ে বেসবল খেলা দেখতে গেল। লাঞ্চে গেল। যতদিন গেল সুদর্শন জেফকে ততই পছন্দ হতে লাগল ডানার। জেফ সংবেদনশীল, বুদ্ধিমান, আমুদে। ওর সঙ্গ ভালো লাগে ডানার। আস্তে ধীরে সারায়েভোর ভয়ংকর স্মৃতি ক্রমে ফিকে হয়ে এল ডানার মনে। এখন সকালে তার ঘুম ভাঙে রাতে কোনো দুঃস্বপ্ন না-দেখেই।

জেফকে একদিন বলল ও সে এ-কথা। জেফ ডানার হাত নিজের মুঠিতে চেপে ধরে বলল, 'দ্যাটস মাই গার্ল।'

ডানা ভাবল জেফ সত্যি অন্তর থেকে কথাটা বলেছে কিনা।

ডানার অফিসে গিয়ে হাতে-লেখা একটি চিঠি পেল। সে পড়ল : 'মিস ইভান্স, আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি ভালো আছি। আমি একা নই। আমি

কাউকে মিস করছি না। আপনি আমাকে যে জামাকাপড়গুলো কিনে দিয়েছিলেন ওগুলো ফেরত পাঠাব। কারণ ওগুলো এখন আমার আর দরকার নেই। বিদায়।' নিচে সই করা—কামাল।

খামে প্যারিসের ডাকঘরের ছাপ। লেটারহেডে লেখা 'Xavier's Home for Boys', ডানা বারদুই পড়ল চিঠিটি। তারপর ফোন তুলল। কামালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ঝাড়া চারটা ঘন্টা ব্যয় করতে হল তাকে।

কামালের কণ্ঠ শোনা গেল, 'হ্যালো...'

'কামাল, আমি ডানা ইভান্স বলছি,' ও পক্ষ নিশ্চুপ।

'আমি তোমার চিঠি পেয়েছি,' নীরবতা। 'আমি ফোন করেছি তোমাকে বলতে যে তুমি ভালো আছ জেনে আমার খুব ভালো লাগছে।' একমুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে চলল ডানা, 'তবে আমি তোমার মতো ভালো নেই। কেন জানো? কারণ আমি তোমাকে খুব মিস করছি। তোমার কথা অনেক ভাবি আমি।'

'না, আপনি আমার কথা ভাবেন না,' বলল কামাল, 'আমার কথা একটুও মনে পড়ে না আপনার।'

'তুমি ভুল বলছ, কামাল। ওয়াশিংটন আসবে? আমার সঙ্গে থাকবে?'

দীর্ঘ নীরবতা। 'আপনি সত্যি যেতে বলছেন?'

'অবশ্যই। আসবে?'

'আমি—' কাঁদতে শুরু করল ছেলেটা।

'আসবে, কামাল?'

'হ্যাঁ— আসব, ম্যাম।'

'আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসার সমস্ত ব্যবস্থা করছি।'

'মিস ইভান্স?'

'বলো?'

'আই লাভ ইউ।'

ডানা এবং জেফ কনরস ওয়েস্ট পোটোম্যাক পার্কে পাশাপাশি হাঁটছে। 'আমার একজন রুমমেট আসছে।' বলল ডানা। 'দু-এক হপ্তার মধ্যে চলে আসবে ছেলেটা।'

জেফ আশ্চর্য হয়ে তাকাল ডানার দিকে। 'ছেলেটা?'

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে মজা পেল ডানা। 'হ্যাঁ, ওর নাম কামাল। বয়স বারো।' গল্পটা ওকে বলল ডানা।

'দারুণ একটা বাচ্চা মনে হচ্ছে।'

'দারুণই। তবে নরকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ওকে। আমি ওর স্মৃতি থেকে নরকটাকে মুছে দিতে চাই।'

ডানার দিকে তাকাল জেফ। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

সে রাতে প্রথমবারের মতো প্রেম করল ওরা।

ষোলো

ওয়াশিংটনে দুটি শহর। একটি ওয়াশিংটন ডিসি গড়ে উঠেছে পরিকল্পিতভাবে, অপূর্ব সুন্দর চেহারা নিয়ে চোখ-ধাঁধানো স্থাপত্যবিদ্যা, বিশ্বমানের জাদুঘর, লিংকন, জেফারসন, ওয়াশিংটন প্রমুখ কিংবদন্তিদের নামে প্রকাণ্ড সব মনুমেন্ট... নয়ন-জুড়ানো পার্ক, সুবাস-ছড়ানো ফুল আর ফুরফুরে হাওয়ার এক শহর।

অপর ওয়াশিংটন ডিসি গৃহহীনদের আশ্রয়স্থল, যেখানে দেশের সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়, খুন ও ছিনতাইয়ের এক গোলকধাঁধা।

টুয়েন্টি সেভেনথ এবং বে স্ট্রিট থেকে অদূরে মনরো আর্মস, একটি অভিজাত বুটিক হোটেল। এদের নিয়মিত ক্লায়েন্টদের জন্য তারা কোনো বিজ্ঞাপন করে না। বেশ ক'বছর আগে লালা ক্যামেরন নামে এক তরুণ রিয়েল এস্টেট এন্টারপ্রুনার এ হোটেলটি তৈরি করেন।

হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার জেরেমি রবিনসন সেদিন সন্ধ্যায় হাজির হল তার ডিউটিতে। গেস্ট রেজিস্টার খাতা দেখতে গিয়ে চেহারায় ফুটল বিস্ময়। সে অভিজাত টেরেস স্যুইটের বাসিন্দাদের নামের ওপর আবার চোখ বুলাল নিশ্চিত হতে যে কেউ ভুল করেনি :

৩২৫ নম্বর স্যুইটে এক অভিনেত্রী থাকেন। তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটকে অভিনয় করার জন্য রিহার্সাল করছেন। ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, অভিনেত্রী আবার ফিরে আসার চেষ্টা করছেন।

অভিনেত্রীর ওপরতলায়, ৪২৫ নম্বর স্যুইটে থাকেন এক সুপরিচিত অস্ত্র-ব্যবসায়ী যিনি নিয়মিত ওয়াশিংটন আসা-যাওয়া করেন। রেজিস্টারে তাঁর নামের পাশে লেখা জে.এল. স্মিথ। তবে চেহারা দেখে মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দা। মি. স্মিথ ওয়েটারদের বকশিশ দিতে অত্যন্ত উদারহস্ত বলে শোনা যায়।

৫২৫ নম্বর স্যুইটের বাসিন্দা উইলিয়াম কুইন্ট, একজন কংগ্রেসম্যান।

৬২৫ নম্বর স্যুইটে থাকে জনৈক কম্পিউটার সফটওয়্যার সেলসম্যান, সে মাসে একবার আসে ওয়াশিংটনে।

৭২৫ নম্বর স্যুইটে থাকে প্যাট মার্ফি, আন্তর্জাতিক লবিয়িস্ট।

এসব অতিথির সকলেই জেরেমি রবিনসনের পরিচিত। তবে ৮২৫ নম্বরের ইমপেরিয়াল স্যুইটটি রহস্যঘেরা। হোটেলের সবচেয়ে দামি স্যুইট ওটা। সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ভিআইপিদের কেউ-না-কেউ বেশিরভাগ সময় স্যুইটটি দখল করে রাখেন। গোটা ফ্লোর জুড়ে স্যুইটের বিস্তৃতি, মূল্যবান চিত্রকর্ম এবং অ্যান্টিক দ্বারা সজ্জিত। ব্যক্তিগত এলিভেটরও রয়েছে স্যুইটটির যাতে চেপে সরাসরি বেসমেন্টের গ্যারেজে যাওয়া যায়। ফলে এ স্যুইটের অতিথিরা যদি অপরিচিত হয়ে থাকতে ইচ্ছে করেন, নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যক্তিগত এলিভেটরে চেপে হোটেলে ঢুকতে পারেন, বেরুতেও পারেন।

তবে জেরেমি রবিনসনকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে রেজিস্টারের নামটি : ইউজিন গ্যান্ট। সত্যি কি এ নামে কেউ আছে নাকি, এটা কারও ছদ্মনাম?

ডে ক্লার্ক কার্ল গরম্যান এই রহস্যময় মি. গ্যান্টের নাম লিপিবদ্ধ করেছে রেজিস্টারে। সে ক'ঘণ্টা আগে চলে গেছে। রহস্য-টহস্য মোটেই পছন্দ নয় রবিনসনের। কে এই ইউজিন গ্যান্ট এবং কেনই বা সে ইমপেরিয়াল স্যুইট ভাড়া করল?

তিনতলায় ৩২৫ নম্বর স্যুইটে নাটকের রিহার্সাল করছেন ডেম গিসেলা ব্যারেট। ষাটোর্ধ্ব বয়সের এই অভিনেত্রী একসময় লন্ডনের ওয়েস্টএন্ড থেকে ম্যানহাটানের ব্রডওয়ে পর্যন্ত সকল দর্শক ও সমালোচককে মাতিয়ে রাখতেন। তাঁর চেহারায় সেই সৌন্দর্যের এখনও খানিকটা অবশিষ্ট রয়েছে। তবে তিক্ততার কারণে সৌন্দর্য ঢাকা পড়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এ লিখেছে তিনি নাকি ওয়াশিংটন এসেছেন অভিনয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য। প্রত্যাবর্তন! ডেম ব্যারেট মুখ বাঁকালেন। *ওদের সাহস কত! বলে প্রত্যাবর্তন! আমি ফিরেই বা গিয়েছিলাম কখন!*

এটা ঠিক গত বিশ বছরের বেশি হল। মঞ্চে তিনি অনুপস্থিত তবে, এর কারণ হল তিনি অসাধারণ চরিত্র, প্রতিভাবান পরিচালক এবং সমঝদার কোনো প্রযোজক পাননি। এখনকার পরিচালকরা প্রকৃত থিয়েটারের বিশালতা উপলব্ধি করতে অক্ষম। আরএইচএম টেনান্ট, বিঙ্কি ব্যুমন্ট, বিবি কোচরানের মতো প্রখ্যাত ইংরেজ প্রযোজকরাও এখন নেই। এমনকি এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো আমেরিকান প্রযোজক হেলবার্ন, বেলাস্কো এবং গোল্ডেনও অদৃশ্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, বর্তমান থিয়েটার নিয়ন্ত্রণ করছে কিছু অজ্ঞ, মূর্খ মানুষ। পুরোনো দিনগুলো ছিল কত সুন্দর। সে-সময়কার চিত্রনাট্যগুলোও ছিল দারুণ। লেখকের কলম থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝরত। ডেম ব্যারেট শুরু করেছিলেন শ'র হার্টব্রেক হাউজ-এর অলি ডানের চরিত্র দিয়ে।

ডেম ব্যারেট এখন ফিরে আসছেন দুর্দান্ত শক্তিশালী চরিত্র নিয়ে—লেডি ম্যাকবেথ। তাঁর জন্যে যথার্থ পছন্দ।

ডেম ব্যারেট শাদা দেয়ালের সামনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন যাতে বাইরের দৃশ্য তাঁর মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। গভীর একটা দম নিলেন তিনি। তারপর শেক্সপিয়রের বিখ্যাত চরিত্রটির সংলাপ আওড়াতে শুরু করলেন।

Come you spirits

that tend on mortal thoughts! Usex me here and full me from the crown to the toe top-full of direst cruelty; make thick my blood, stop up the accers and passage to remorse, that no compunctions visitings of nature share my tell purpose, nor keep peace between the effect and it!

'...ফর গডস শেক, ওদের মাথায় এটুকু বুদ্ধিও নেই? এতবছর ধরে এ হোটেলে আছি আমি, তারপরও...'

কণ্ঠটা ব্যারেটের কানে বাড়ি মারল ওপরতলার খোলা জানালা থেকে।

৪২৫ নম্বর স্যুইটে থাকে অস্ত্রব্যবসায়ী জে.এল. স্মিথ। সে তার রুমসার্ভিসকে ঝাড়ছে : '... ওদের জানা উচিত আমি বেলুগা ক্যাভিয়ার ছাড়া অন্য কিছু খাই না। বেলুগা!' রুম-সার্ভিস টেবিলে রাখা ক্যাভিয়ার-এর প্লেটের দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে। 'এ তো চাষাদের খাবার!'

'আমি দুঃখিত মি. স্মিথ! আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। এক্ষুনি—'

'দরকার নেই,' হিরে-বসানো রোলেক্সে চোখ বুলাল স্মিথ। 'আমার সময় নেই। জরুরি কাজ আছে।' সিধে হল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে। অ্যাটর্নির অফিসে যাবে। গতকাল এক ফেডারেল গ্রান্ড জুরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে সে নাকি সেক্রেটারি অব ডিফেন্সকে ঘুস দিয়েছে। অপরাধ প্রমাণ হলে তিন বছরের জেল হয়ে যাবে তার মিলিয়ন ডলারের জরিমানাসহ।

৫২৫ নম্বর স্যুইটে কংগ্রেসম্যান উইলিয়াম কুইন্ট তার ইনভেস্টিগেটিং স্টাফ-এর তিনজন সদস্য নিয়ে বৈঠক করছেন।

'এ-শহরের মাদক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে,' বললেন কুইন্ট। 'এটাকে রুখতে হবে।' ডালটন আইজ্যাকের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'আপনারা কী তথ্য জোগাড় করলেন?'

'স্ট্রিট গ্যাং-এর কারণে গত মাসে চারটে খুন হয়েছে।'

'এভাবে চলতে দেয়া যায় না,' বললেন কুইন্ট। 'ব্যবসার জন্যে এটা খুবই খারাপ। DEA থেকে ফোন আসছে। পুলিশপ্রধান জানতে চাইছেন আমরা এ নিয়ে কিছু ভাবছি কিনা।'

'আপনি কী বললেন?'

'সাধারণত যা বলি তাই। আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি,' সহকারীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'ব্রেন্টউড ক্রুদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। ওদেরকে বলুন আমাদের কাছ থেকে যদি প্রটেকশন চায় তাহলে অন্যদের মতোই ওটা পাবে।'

৬২৫ নম্বর স্যুইটে নরম্যান হাফ অন্ধকারে শুয়ে আছে বিছানায়। উলঙ্গ। হোটেলের ক্লোজড-সার্কিট চ্যানেলে একটি পর্নোছবি দেখছে। তার গায়ের চামড়া বিবর্ণ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, বেলুনের মতো ফোলা শরীর। সে হাত বাড়িয়ে তার বিছানার সঙ্গিনীর বুকে আদর করতে লাগল।

'ওরা কী করছে দ্যাখো, ইরমা।' তার কণ্ঠ ঘ্যাসঘেসে। 'আমি তোমার সঙ্গে অমনটা করি?' সঙ্গিনীর পেটের ওপর হাত নিয়ে এল সে, চোখ নিবদ্ধ পর্দায়। ওখানে এক নারী একজন পুরুষের সঙ্গে উন্মাদের মতো যৌনমিলনে ব্যস্ত। 'তুমি দেখে উত্তেজনা বোধ করছ না, বেবি? আমি খুব গরম হয়ে উঠেছি।'

ইরমার দুই পায়ের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে দিল নরমান। 'আমি রেডি।' গুঙিয়ে উঠল সে। বাতাস দিয়ে ফোলানো পুতুলটাকে আঁকড়ে ধরল সে, চিৎ করল। তারপর পুতুলের শরীরে প্রবেশ করল। ব্যাটারি চালিত পুতুলের যোনি খুলে গেল, ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল নরমানের লিঙ্গ, চাপতে লাগল।

'ওহ্, মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠল সে। তৃপ্তিদায়ক গোঙানি বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। 'হ্যাঁ! হ্যাঁ! ওইভাবে!'

কাজ শেষে নরমান অফ করল ব্যাটারি। শুয়ে থাকল। হাঁপাচ্ছে। দারুণ পরিতৃপ্তি বোধ করছে সে। কাল সকালে ইরমাকে আবার ব্যবহার করবে। তারপর বাতাস বের করে দিয়ে ঢুকিয়ে ফেলবে স্যুটকেসে।

নরমান একজন সেলসম্যান। বেশিরভাগ সময় অচেনা শহরে থাকে কাজে, সেখানে তার কোনো বন্ধু নেই। ইরমাকে বছরকয়েক আগে একটা দোকানে পেয়ে যায় সে। তারপর থেকে সঙ্গিনীর চাহিদা পুতুলটাই মেটাচ্ছে। অবশ্য ইরমা নরম্যানের কাছে জ্যান্ত নারীদেহের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তার নির্বোধ সেলসম্যান বন্ধুরা পেশাদার বেশ্যাদের শয্যাসঙ্গিনী করে যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে।

কিন্তু ইরমা কোনোদিন নরমানকে যৌনরোগে আক্রান্ত করবে না।

এক ফ্লোর ওপরে, ৭২৫ নম্বর স্যুইটে প্যাট মারফির পরিবার মাত্র ডিনার করে ফিরেছে। বারো বছরের টিম মার্ফি বেলকনিতে দাঁড়িয়ে পার্ক দেখছে। 'কাল আমাদেরকে মনুমেন্টের চুড়োয় নিয়ে যাবে, ড্যাডি?' অনুনয় করল সে। 'প্লিজ?'

তার ছোটভাই বলল, 'না। আমি স্মিথ সোনিয়ান ইন্সটিটিউটে যাব।

'ইন্সটিটিউশন', শুধরে দিল তার বাবা।

'সে যাই হোক। আমি ওখানেই যেতে চাই।'

এই প্রথম বাচ্চাগুলো ওয়াশিংটন এসেছে। যদিও তাদের বাবা বছরের অর্ধেক কাটান রাজধানী শহরে। প্যাট মার্ফি একজন সফল লবিয়িস্ট। ওয়াশিংটনের রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা।

প্যাটের বাবা ওহায়োর ছোট একটি শহরের মেয়র ছিলেন। প্যাট রাজনৈতিক আবহে গড়ে উঠেছে। তার সেরা বন্ধু ছিল জোয়ি। একসঙ্গে স্কুলে পড়াশোনা করেছে, ক্যাম্প করেছে, সবকিছু দুজনে সমান শেয়ার করেছে।

এক রাতে জোয়ির বাবা মা বাইরে গেলে জোয়ি মার্ফিদের সঙ্গে থাকতে এসেছিল। গভীর রাতে জোয়ি প্যাটের ঘরে ঢুকে তার বিছানায় উঠে পড়ে।

'প্যাট,' ফিসফিস করেছে সে, 'ওঠো।'

জেগে গেছে প্যাট। 'কী? কী ব্যাপার?'

'আমার একা একা ভালো লাগছিল না,' গলার স্বর আরও নামিয়েছে জোয়ি। 'তোমাকে আমার দরকার।'

অবাক প্যাট মার্ফি। 'কেন?'

'তুমি বুঝতে পারছ না? তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি চাই।' সে প্যাটের ঠোঁটে চুমু খেয়েছে।

সে-মুহূর্তে প্যাট আতঙ্কিত হয়ে বুঝতে পারে জোয়ি সমকামী। গা ঘিন ঘিন করে উঠেছে প্যাটের, বমি ঠেলে উঠেছে গলায়। সে এরপর জোয়ির সঙ্গে আর কথা বলে নি।

প্যাট মার্ফি সমকামীদের ঘৃণা করে। সারাজীবন সে সমকামীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে, সমকামিতার বিপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছে।

এর আগে ওয়াশিংটনে তিনি এসেছেন একা। কিন্তু এবার তার স্ত্রী এবং সন্তানরা জেদ ধরল তাদেরকে নিয়ে আসতেই হবে।

'তুমি কেমন শহরে থাকো আমরা দেখতে চাই,' বলেছে স্ত্রী। ওদের জেদের কাছে হার মানতে হয়েছে প্যাটকে।

স্ত্রী এবং সন্তানদের দিকে তাকিয়ে প্যাট ভাবছে ওদের সঙ্গে এই শেষ দেখা আমার। আমি কী করে গর্দভের মতো এমন একটা কাজ করতে পারলাম? কাল ওরা বাইরে যাওয়ার জন্য বিশাল পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু কাল বলে কিছু থাকবে না। সকালবেলা ওরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই প্যাট রওনা হয়ে যাবে ব্রাজিলের উদ্দেশে।

অ্যালান ওখানে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

৮২৫ নম্বর স্যুইট ইমপেরিয়াল স্যুইটে পিনপতন নীরবতা। 'নিশ্বাস নাও; নিজেকে বলল সে। 'আস্তে আস্তে শ্বাস করো...।' আতঙ্ক বোধ করছে সে। মেঝেতে একহারা গড়নের, নগ্ন তরুণীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এটা আমার দোষ নয়, ও পা পিছলে পড়ে গেছে।

মেঝেতে পড়ার আগে রট আয়রন টেবিলের ধারালো কিনারে বাড়ি খেয়ে মাথা ফাঁক হয়ে গেছে মেয়েটির। কপাল থেকে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। কব্জি ধরল সে। পরীক্ষা করল পালস। কোনো পালস নেই। এ অবিশ্বাস্য। একটু আগে মেয়েটি জীবিত ছিল, পরের মুহূর্তে...

এখান থেকে ভাগতে হবে আমাকে। এখুনি! লাশটার পাশ থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে, দ্রুত গায়ে চড়াতে লাগল পোশাক। এটা অন্য দশটা স্ক্যান্ডালের মতো হবে না। এ স্ক্যান্ডাল কাঁপিয়ে দেবে সারাবিশ্ব। আমি এ স্যুইটে ছিলাম ওরা কোনোদিনই জানতে পারবে না।

পোশাক পরে বাথরুমে ঢুকল সে। পানিতে ভিজিয়ে নিল একটা তোয়ালে, যেসব জায়গায় তার হাত লেগেছে সেসব জায়গা মুছতে লাগল।

যখন বুঝতে পারল কোথাও তাঁর আঙুলের ছাপ লেগে নেই, শেষবারের মতো চোখ বুলাল চারপাশে। মেয়েটির পার্স! কাউচ থেকে তুলে নিল মেয়েটির পার্স, হেঁটে গেল অ্যাপার্টমেন্টের শেষপ্রান্তে। ওখানে প্রাইভেট এলিভেটর অপেক্ষা করছে।

এলিভেটরে পা রাখল সে। নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'G'লেখা বোতাম টিপল, কয়েকসেকেন্ড পরে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। গ্যারেজে চলে এসেছে সে। শূন্য। গাড়ির দিকে পা বাড়াল সে, এমন সময় মনে পড়ে গেল একটা কথা। দ্রুত কদমে ফিরে চলল এলিভেটরে। পকেট থেকে রুমাল বের করে এলিভেটরের বোতাম থেকে মুছে ফেলল আঙুলের ছাপ। দাঁড়িয়ে রইল ছায়ায়, তাকাল চারপাশে। আশপাশে কেউ আছে কিনা দেখছে। সন্তুষ্ট হয়ে আবার পা বাড়াল গাড়ির দিকে। খুলল দরজা। বসল হুইলের পেছনে। অন করল ইগনিশন, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল গ্যারেজ থেকে।

ফিলিপিনো মেইড আবিষ্কার করল মেয়েটির লাশ। পড়ে আছে মেঝেতে।

'ও ডিওসকো, কাবাবা নামান ইয়ং বেবে!' বুকে ক্রসচিহ্ন এঁকে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। তিন মিনিট পরে জেরেমি রবিনসন এবং হোটেলের নিরাপত্তা প্রধান থম পিটার্স চলে এল ইমপেরিয়াল সুইটে, বিস্ফারিত চোখে নগ্ন মেয়েটির লাশ দেখছে।

'যিশাস,' বলল থম। 'এ মেয়ের বয়স ষোলো/সতেরোর বেশি কিছুতেই হবে না।' ঘুরল সে ম্যানেজারের দিকে। 'পুলিশে ফোন করুন।'

'দাঁড়াও!' পুলিশ। খবরের কাগজ। লোক জানাজানি রবিনসন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভাবল মেয়েটার লাশ কাউকে না জানিয়ে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। বুঝল কাজটা করা ঠিক হবে না।

'ঠিক আছে। পুলিশে খবর দাও।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল সে।

থম পিটার্স পকেট থেকে রুমাল বের করে ওটা দিয়ে ফোন তুলল। একটা নাম্বারে ফোন করে বলল, 'এখানে একটা খুন হয়েছে।'

ডিটেকটিভ নিক রিজের চেহারা পেপারব্যাক বইয়ের সপ্রতিভ, চালু পুলিশের মতো। সে লম্বা, পেশিবহুল শরীর, ভাঙা নাকটা ইঙ্গিত করে একসময় সে বক্সিং ক্যারিয়ার গড়ে-তোলার চেষ্টা করেছিল। ওয়াশিংটনের মেট্রোপলিটান পুলিশ

ডিপার্টমেন্টে সে অফিসার হিসেবে শুরু করেছিল নিজের ক্যারিয়ার। ধাপে ধাপে তার পদোন্নতি ঘটেছে : মাস্টার পেট্রল অফিসার, সার্জেন্ট, লেফটেন্যান্ট। সে এখন ডিটেকটিভ ডি-২ থেকে পদোন্নতি পেয়ে ডিটেকটিভ ডি-ওয়ান। গত দশবছরে ডিপার্টমেন্টে তার চেয়ে বেশি কেসের সুরাহা কেউ করতে পারেনি।

ডিটেকটিভ রিজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে নগ্ন লাশ। স্যুইটে তার সঙ্গে আরও আধডজন লোক আছে। 'ওকে কেউ স্পর্শ করেনি তো?'

শিউরে উঠল রবিনসন। 'না।'

'কে মেয়েটা?'

'চিনি না।'

রিজ ফিরল হোটেল ম্যানেজারের দিকে। 'একটি তরুণী মেয়েকে আপনার ইমপেরিয়াল স্যুইটে পাওয়া গেল আর আপনি বলছেন এ কে সে-সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই? এ হোটেলে গেস্ট-রেজিস্টার নেই?'

'অবশ্যই আছে, ডিটেকটিভ। তবে এক্ষেত্রে—' ইতস্তত করল সে।

'এক্ষেত্রে?'

'স্যুইটটি ইউজিন গান্ট ভাড়া করেছেন।'

'ইউজিন গান্ট কে?'

'আমি জানি না।'

অধৈর্য দেখাল গোয়েন্দাকে। ' দেখুন। কেউ এই স্যুইট বুক করলে তাকে ভাড়া শোধ করতে হয়েছে... নগদ, ক্রেডিট কার্ডে কিংবা অন্য যে-কোনোভাবে। এই গান্টকে যেই চেক-ইন করুক না কেন, লোকটাকে সে নিশ্চয় দেখেছে। একে স্যুইটে ভাড়া দিয়েছে কে?'

'আমাদের ডে ক্লার্ক, নরম্যান।'

'তার সঙ্গে আমি কথা বলব।'

'কি-কিন্তু সম্ভব হবে না।'

'আচ্ছা? কেন?'

'সে ছুটিতে গেছে।'

'ওকে ডেকে পাঠান।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবিনসন। ' সে কোথায় থাকে জানি না।'

'ফিরবে কবে?'

'দুই হপ্তা পর।'

'আমি দুইহপ্তা অপেক্ষা করতে পারব না। আমার এখুনি কিছু তথ্য দরকার। কেউ নিশ্চয় তাকে এই স্যুইটে ঢুকতে কিংবা বেরুতে দেখেছে।'

'না দেখারই কথা,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল রবিনসন। ' রেগুলার এক্সিট ছাড়াও এ স্যুইটের একটি প্রাইভেট এলিভেটর আছে যা দিয়ে সরাসরি বেসমেন্টের গ্যারেজে যাওয়া যায়...'

ডিটেকটিভ রিজ লাশটার দিকে তাকাল আবার। এক পুলিশ অফিসারকে বলল, 'পানিতে ভিজিয়ে সাবান নিয়ে এসো।'

'জি স্যার।' চলে গেল অফিসার।

তরুণীর শরীরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল গোয়েন্দা রিজ। আঙুলে পরা আংটি পরখ করে দেখল। 'স্কুল রিং মনে হচ্ছে।'

ফিরে এল অফিসার। ভেজা সাবানের বার তুলে দিল রিজের হাতে।

রিজ আস্তে আস্তে মেয়েটির আঙুলে সাবান ঘষল। সাবধানে খুলে আনল আংটি। উল্টেপাল্টে দেখে মন্তব্য করল, 'ডেনভার হাইস্কুলের রিং। নামের আদ্যাক্ষর লেখা P.Y।' সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'চেক করে দেখো। স্কুলে ফোন করে জানো মেয়েটা কে। যত দ্রুত সম্ভব মেয়েটির পরিচয় আমাদের জানা দরকার।'

ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকারী গোয়েন্দা এড নেলসন এসে বলল, 'অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ করলাম, নিক। সব জায়গা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ একজন করেছে কাজটা।'

'কারণ মেয়েটির মৃত্যুর সময় কেউ ছিল এখানে। সে লোক ডাক্তার ডাকল না কেন? কেনই বা আঙুলের ছাপ মুছতে গেল? আর এত অল্পবয়সী একটি মেয়ে এত দামি স্যুইটেই বা কী করছিল?'

রবিনসনের দিকে ফিরল নিক। 'স্যুইটের ভাড়া মেটানো হয়েছে কীভাবে?

'আমাদের খাতায় লেখা আছে নগদে। এক লোক খামে করে দিয়ে গেছে টাকাটা। রিজার্ভেশন করা হয়েছে ফোনে।'

করোনার জানতে চাইল, 'লাশটা সরিয়ে ফেলব, নিক?'

'এক মিনিট। গায়ে ধস্তাধস্তি বা নির্যাতনের কোনো চিহ্ন পেয়েছেন?'

'কপালে কাটা দাগ ছাড়া কিছু দেখতে পাইনি। তবে অটোপসি তো করতেই হবে।'

'ওকে কি ধর্ষণ করা হয়েছে?'

'পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গোয়েন্দা রিজ। 'তো, আমরা এটুকুই জানতে পারলাম যে ডেনভার থেকে স্কুলপড়ুয়া একটি মেয়ে এসেছিল ওয়াশিংটনে এবং শহরের সবচেয়ে দামি হোটেল স্যুইটের একটিতে মারা গেছে। কেউ নিজের আঙুলের ছাপ মুছে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গোটা ব্যাপারটাই গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি জানতে চাই এ স্যুইট ভাড়া করেছে কে?'

করোনারের দিকে ফিরল সে। 'আপনি এখন লাশ নিয়ে যেতে পারেন।' ডিটেকটিভ নেলসনের দিকে তাকাল। 'প্রাইভেট এলিভেটরের ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেক করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। এ এলিভেটরে চড়ে স্যুইট থেকে সোজা বেযমেন্টে নামা যায়। দুটো বোতাম আছে। দুটো বোতাম থেকেই সাবধানে মুছে ফেলা হয়েছে আঙুলের ছাপ।'

'গ্যারেজ চেক করেছ?'

'করেছি। অস্বাভাবিক কিছু পাইনি।'

'যেই এ কাজ করে থাকুক, নিজের পরিচয় গোপন রাখতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে।' রবিনসনের দিকে ফিরল সে।

'কারা সাধারণত এ স্যুইট ভাড়া করেন?'

'রাজা, বাদশা, প্রধানমন্ত্রী... প্রেসিডেন্ট।'

'গত চব্বিশ ঘন্টায় এখান থেকে কোনো ফোন করা হয়েছে?'

'বলতে পারব না।'

বিরক্ত বোধ করল ডিটেকটিভ রিজ। 'কিন্তু রেকর্ড তো থাকার কথা।'

'তা আছে।'

ডিটেকটিভ রিজ ফোন তুলল। 'অপারেটর, ডিটেকটিভ নিক রিজ বলছি। আমি জানতে চাই ইম্পেরিয়াল স্যুইট থেকে গত চব্বিশ ঘন্টায় কোনো ফোন করা হয়েছে কিনা... আমি অপেক্ষা করছি।'

সে দেখল শাদা কোটপরা করোনারের লোকেরা নগ্ন মেয়েটিকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। ঈশ্বর, ভাবল নিক, মেয়েটা ওর জীবনটা পর্যন্ত শুরু করতে পারেনি।

অপারেটরের কণ্ঠ ভেসে এল। 'ডিটেকটিভ রিজ?'

'হুঁ।'

'স্যুইট থেকে গতকাল একটি ফোন করা হয়েছে। লোকাল কল।'

নোটপ্যাড আর পেন্সিল বের করল নিক পকেট থেকে।

'নাম্বারটা বলুন... 4567041? ...' নাম্বার লিখতে শুরু করল সে। থেমে গেল হঠাৎ। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে নোটপ্যাডের দিকে। 'ওহ্, শিট!'

'কী হল?' জিজ্ঞেস করল ডিটেকটিভ নেলসন।

মুখ তুলে চাইল রিজ। 'এটা হোয়াইট হাউজের নাম্বার।'

সতেরো

নাস্তার টেবিলে জিজ্ঞেস করল জ্যান, 'কাল রাতে কোথায় ছিলে, অলিভার?'

বুকের রক্ত ছলকে উঠল অলিভারের। ও নিশ্চয় জানে না কী ঘটেছে। কারও জানার কথাও নয়। 'আমি মিটিং করছিলাম—'

বাধা দিল জ্যান, 'মিটিং বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু তুমি বাসায় ফিরেছ রাত তিনটায়। আমি ফোন করে করে ক্লান্ত। কোথায় ছিলে তুমি?'

'একটা কাজ ছিল। কিন্তু কেন? কোনো সমস্যা?'

'তা বলে এখন লাভ নেই,' বলল জ্যান। 'অলিভার, তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ না, দিচ্ছ নিজেকে। তুমি এতদূর এসেছ। আমি চাই না তুমি সব হারিয়ে ফ্যালো। কারণ—কারণ—' কথা শেষ করতে পারল না সে, কান্না এসে রোধ করে দিল কণ্ঠ।

সিধে হল অলিভার। হেঁটে এল স্ত্রীর পাশে। জড়িয়ে ধরল। 'ইটস অল রাইট, জ্যান। সবকিছু ঠিক আছে। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

কাল রাতে যা ঘটেছে তাতে আমার কোনো হাত নেই, ভাবল অলিভার। *ও-ই আমাকে ডেকেছে। ওর সঙ্গে মিলিত হওয়া মোটেই উচিত হয়নি আমার।*

অলিভারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে পিটার টেগার। সে বুঝতে পেরেছে অলিভার রাসেলের কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ কিছু রাতে তাকে কাল্পনিক বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিতে হয় যেখানে প্রেসিডেন্ট হাজির থাকবেন। বাড়িতে ওই মিটিঙের কথা বলে রাসেল কয়েক ঘন্টার জন্য সিক্রেট সার্ভিসের সহায়তায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাসেলের ব্যাপারে পিটার টেগার অভিযোগ করেছেসিনেটর ডেভিসের কাছে। তিনি বলেছেন, 'অলিভার খুব গরম রক্তের মানুষ, পিটার। মাঝে মাঝে আবেগ দমন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তোমার আদর্শের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল, পিটার। আমি জানি পরিবার তোমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রেসিডেন্টের আচরণ তুমি মোটেই বরদাশত করতে পারো না। তবে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নিয়ে এটা দেখো না। তুমি শুধু লক্ষ রাখবে গোপনে যেন সবকিছু সামলানো সম্ভব হয়।'

শাদা দেয়ালের নিষিদ্ধ অটোপসি-রুমে যেতে মোটেও ভালো লাগে না ডিটেকটিভ নিক রিজের। ওটার গা থেকে ওষুধ আর মৃত্যুর গন্ধ ভেসে আসে। ঘরে ঢুকে দেখল করোনার তার জন্য অপেক্ষা করছে। করোনার হেলেন চুয়ান, সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া।

'মর্নিং,' বলল রিজ। 'অটোপসি শেষ হয়েছে?'

'আপনার জন্য প্রাথমিক একটি রিপোর্ট তৈরি করেছি, নিক। মাথায় আঘাতের কারণে মারা যায়নি জেন ডো। টেবিলে বাড়ি খাওয়ার আগেই তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাকে Mythylenedioxymentham Phetamine-এর ওভারডোজ দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নিক। 'এত কঠিন কথা বুঝি না।'

'সরি, রাস্তায় এটা একসট্যাসি নামে পরিচিত,' মেয়েটি তার হাতে করোনারের রিপোর্ট তুলে দিল। 'এ পর্যন্ত এটুকুই পেয়েছি' :

Autopsy protocol

Name of decedent : Jane doe

File No. C—L 961

Anatomic Summary

I. Dilated and Hypertrophic Cardiomyopathy

A. Cariomegaly (750 gm)

B. Left Ventricular Hypertrophy, Heart (2.3 Cm)

C. Congestive Hepatomegaly (2750 Gm)

D. Congestive Splenomegazy

II. Acute oriate intoxication

A. Acute passive congestion, All Viscera

III. Toxicology (see separate report)

IV. Brain Hemorrage (see seperate report)

Conclusion : (Cause of death)

Delated and Hypertrophic cardio myopathy Acute Oriate Intoxication.

মুখ তুলে চাইল রিজ। 'এ রিপোর্টের মানে হল এই যে, মেয়েটি একসট্যাসির ওভারডোজের কারণে মারা গেছে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওর ওপর কোনোরকম যৌননির্যাতন চালানো হয়েছে?'

ইতস্তত করল হেলেন চুয়ান। 'মেয়েটির সতীচ্ছদ ছেঁড়া পেয়েছি। বীর্যের চিহ্ন ছিল, ঊরুতে একটু রক্তও ছিল।'

'তার মানে ওকে ধর্ষণ করা হয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'আপনার মনে না-হওয়ার কারণ কী?' ভুরু কোঁচকাল রিজ।

'আমার ধারণা জেন ডো কুমারী ছিল। ওটা ছিল তার প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতা।'

ডিটেকটিভ রিজ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল, তথ্য হজম করার চেষ্টা করছে। কেউ এই কুমারী মেয়েটিকে ফুঁসলিয়ে ইমপেরিয়াল স্যুইটে নিয়ে এসেছে এবং তার সঙ্গে সেক্স করেছে। সেই লোকটিকে মেয়েটি চিনত। লোকটি বিখ্যাত কিংবা প্রভাবশালী কেউ হতে পারে।

বেজে উঠল ফোন। হেলেন চুয়ান রিসিভার তুলল, 'করোনারের অফিস।' একমুহূর্ত শুনল সে, ফোন বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দার দিকে। 'আপনাকে চাইছে।'

ফোন হাতে নিল রিজ। 'রিজ বলছি।' তার চেহারা উজ্জ্বল দেখাল।

'জি, মিসেস হলব্রুক। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার স্কুলের কারও আংটি ওটা। PY আদ্যক্ষর খোদাই করা। এ আদ্যক্ষরে কোনো ছাত্রী আছে আপনার স্কুলে?... ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আমি অপেক্ষা করছি।'

করোনারের দিকে তাকাল সে। 'আপনি নিশ্চিত মেয়েটি ধর্ষিতা হয় নি?'

'ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন আমি পাইনি। নাহ্।'

'মৃত্যুর পরে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কি?'

'না।'

ফোনে ফিরে এল মিসেস হলব্রুকের কণ্ঠ। 'ডিটেকটিভ রিজ?'

'জি।'

'কম্পিউটার ঘেঁটে দেখলাম PY আদ্যক্ষরে আমাদের এক ছাত্রী আছে। নাম পলিন ইয়ং।'

'তার চেহারার বর্ণনাটা দেবেন?'

'পলিনের বয়স আঠেরো। বেঁটে, মোটা। কালো চুল...'

'আচ্ছা', ভুল মেয়ে। 'এ নামে শুধু একজনই আছে?'

'ছাত্রী একজনই আছে, জি।'

'তার মানে ওই আদ্যক্ষরে ছাত্র আছে?'

'জি। পল আর্বি। সিনিয়র ছাত্র। পল এ মুহূর্তে ওয়াশিংটনে।'

রিজের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হল। 'এখানে?'

'জি। ডেনভার হাইস্কুলের একদল ছাত্রী ওয়াশিংটন গেছে হোয়াইট হাউজ এবং কংগ্রেস ঘুরে দেখতে এবং—'

'এরা সবাই এখন এ-শহরে?'

'জি।'

'ওরা কোথায় উঠেছে জানেন?'

'হোটেল লোমবারডিতে। ওরা আমাদেরকে কনসেশন করেছে। আরও অনেক হোটেলের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু কেউই কনশেসন দিতে রাজি হল না—'

'অনেক ধন্যবাদ, মিসেস হলব্রুক।'

রিসিভার রেখে দিল নিক রিজ। ফিরল করোনারের দিকে। 'অটোপসি শেষ হলে আমাকে জানাবেন, হেলেন।'

'অবশ্যই। গুডলাক, নিক।'

মাথা দোলাল গোয়েন্দা। 'আমার ধারণা ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হতে শুরু করেছে।'

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে হোটেল লামবারডি। ওয়াশিংটন সার্কেল থেকে দুই ব্লক দূরে, হোয়াইট হাউজ থেকে হাঁটা-দূরত্ব। ডিটেকটিভ রিজ পুরোনো আমলের আদলে গড়ে তোলা লবির দিকে এগিয়ে গেল। ডেস্কের পেছনে বসা ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে পল আর্বি বলে কেউ থাকে?'

'দুঃখিত, আমরা কোনো তথ্য—'

নিজের ব্যাজ দেখাল নিক। 'আমার তাড়া আছে, বন্ধু।'

'জি, স্যার।' ক্লার্ক গেস্ট রেজিস্টারের পাতায় চোখ বুলাতে লাগল।

'৩১৫ নাম্বার রুমে একজন মি. আর্বি আছেন। আমি কি তাকে—?'

'না। আমি গিয়ে ওকে চমকে দেব। ফোন থেকে দূরে থাকুন।'

এলিভেটর চেপে তিনতলায় চলে এল রিজ। করিডর ধরে হাঁটা দিল। থামল ৩১৫ নাম্বার রুমের সামনে এসে। ভেতরে কথা বলছে কেউ। জ্যাকেট খুলে নিয়ে নক করল রিজ। বিশ/একুশ বছর বয়সের একটি ছেলে দরজা খুলল।

'হ্যালো।'

'পল আর্বি?'

'জি না।' ঘুরে ডাকল ছেলেটা। 'পল, তোমাকে একজন খুঁজছে।'

নিক ঢুকে পড়ল ঘরে। দেখল জিনস এবং স্যুয়েটার পরা হালকা পাতলা গড়নের একটি ছেলে বেরিয়ে আসছে বাথরুম থেকে।

'পল আর্বি?'

'জি। আপনি কে?'

রিজ তার ব্যাজ দেখাল, 'ডিটেকটিভ নিক রিজ। হোমিসাইড।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছেলেটার চেহারা। 'আ-আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ছেলেটা ওকে দেখে ভয় পেয়েছে বুঝতে পারল রিজ। পকেট থেকে মৃত মেয়েটির আংটি বের করল সে। 'এ আংটি আগে কখনও দেখেছ, পল?'

'না,' দ্রুত বলল আর্বি। 'আমি—'

'এতে তোমার নামের আদ্যক্ষর আছে।'

'আছে নাকি? ও আচ্ছা। তাই তো।' ইতস্তত করল সে, 'মনে হয় এটা আমারই। হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'নাকি কাউকে দিয়েছিলে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল তরুণ, 'আ, ইয়ে, বোধহয় দিয়েছিলাম।'

'থানায় চলো, পল।'

ভীত চোখে নিককে দেখল পল, 'আমাকে কি গ্রেফতার করছেন?'

'কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা। 'তুমি কোনো অপরাধ করেছ?'

'অবশ্যই না। আমি...' গলার স্বর বুজে এল।

'তাহলে তোমাকে গ্রেফতার করব কেন?'

'আ-আমি জানি না। আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেন আমাকে থানায় নিয়ে যেতে চাইছেন।'

খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছে পল। ডিটেকটিভ রিজ পলের বাহু ধরল শক্ত মুঠিতে। 'কথা না বাড়িয়ে চলো।'

পলের রুমমেট জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা কিংবা অন্য কাউকে ফোন করতে হবে, পল?'

করুণ চেহারা নিয়ে মাথা নাড়ল পল। 'না। কাউকে ফোন করতে হবে না।' ফিসফিসে শোনাল তার কণ্ঠ।

ওয়াশিংটন ডাউনটাউনের ৩০০ ইন্ডিয়ানা এভিন্যুতে হেনরি ওয়ান ডেলি বিল্ডিং-এর ছয়তলা নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টাস। ধূসর ইটের এ ভবনের তিনতলায় হোমিসাইড ব্রাঞ্চ অফিস। সেখানে পল আর্বির ছবি তোলা হল এবং আঙুলের ছাপ নেয়া হল। ক্যাপ্টেন অটো মিলারের সঙ্গে দেখা করল গোয়েন্দা নিক রিজ। জানতে চাইল ক্যাপ্টেন পল আর্বির জেরায় থাকবেন কিনা। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমি ব্যস্ত আছি। তুমি একটা রিপোর্ট দিয়ে যেয়ো।'

'ঠিক আছে।' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল নিক।

ইন্টারোগেশন রুমে ঢোকানো হল পল আর্বিকে। নয় বাই দশ ফুট, ছোট একটি ঘর, ভাঙা একটা টেবিল, খানচারেক চেয়ার। আর একটি ভিডিও-ক্যামেরা। একটি ওয়ান-ওয়ে মিরর আছে। পাশের ঘর থেকে অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্য দেখতে পারেন।

নিক রিজসহ আরও দুজন গোয়েন্দা ডগ হোগান এবং এডগার বার্নাটাইলের মুখোমুখি বসতে হয়েছে পল আর্বিকে।

'তুমি কি জানো আমাদের কথোপকথন ভিডিওতে রেকর্ড হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রিজ।

'জি, স্যার।'

'তোমার অ্যাটর্নি রাখার অধিকার আছে। নিজে উকিল রাখার সামর্থ্য না থাকলে

তোমার পক্ষে অন্য কেউ সে-ব্যবস্থা করতে পারবে।'

'আমার উকিলের দরকার নেই,' জানাল পল।

'ঠিক আছে। তুমি ইচ্ছে না করলে কথা নাও বলতে পার। সে অধিকারও তোমার আছে। বোঝা গেছে?'

'জি, স্যার।'

'তোমার পুরো নাম কী?'

'পল আর্বি।'

'ঠিকানা?'

'তেইশ ম্যারিয়ন স্ট্রিট, ডেনভার, কলোরাডো। দেখুন, আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি—'

'কেউ বলছে না তুমি অপরাধ করেছ। আমাদের শুধু কিছু তথ্য দরকার, পল। তথ্যগুলো পেতে আমাদেরকে তুমি সাহায্য করবে না?'

'করব। তবে—তবে ঠিক বুঝতে পারছি না কী ধরনের তথ্য আপনারা চাইছেন।'

'তোমার কোনো ধারণাই নেই?'

'না, স্যার।'

'তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে, পল?'

'ওয়েল, আপনারা জানেন...'

'না, আমরা জানি না। আমাদেরকে জানাও।'

'ইয়ে মানে আমি মেয়েদের সঙ্গে ভাব করি...'

'মানে মেয়েদের সঙ্গে ডেট করো? তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যাও?'

'জি।'

'বিশেষ কেউ আছে তোমাকে ডেট করার জন্য?'

নীরবতা।

'তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে, পল?'

'আছে।'

'কী নাম তার?' জিজ্ঞেস করল ডিটেকটিভ বার্নস্টাইন।

'ক্লোয়ি।'

'ক্লোয়ি কী?' ডিটেকটিভ রিজের প্রশ্ন।

'ক্লোয়ি হাউস্টন।'

রিজ নামটা লিখে নিল, 'ঠিকানাটা বলো।'

'ছয়শো দুই ওক স্ট্রিট, ডেনভার।'

'বাবা-মার পরিচয়?'

'সে তার মার সঙ্গে থাকে।'

'মার নাম কী?'

'জ্যাকি হাউস্টন। উনি কলোরাডোর গভর্নর।'

গোয়েন্দাত্রয় পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

রীজ আংটি দেখাল, 'এটা তোমার আংটি, পল?'

এক মুহূর্ত দেখল পল, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'জি।'

'ক্রোয়িকে তুমি এ আংটি দিয়েছিলে?'

ঢোক গিলল পল, 'জি, দি-দিয়েছিলাম।'

'তুমি কয়েকজন ক্লাসমেটের সঙ্গে ওয়াশিংটন এসেছ, তাই না?'

'জি।'

'ক্রোয়ি তোমাদের দলের একজন?'

'জি, স্যার।'

'ক্রোয়ি এখন কোথায়, পল?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'আ-আমি জানি না।'

'শেষ কবে দেখেছ তাকে?'—ডিটেকটিভ হোগান।

'কয়েক দিন আগে।'

'দুদিন আগে?'—ডিটেকটিভ রিজ।

'হুঁ।'

'কোথায়?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'হোয়াইট হাউজে।'

গোয়েন্দারা বিস্মিত চোখে একে অন্যের দিকে তাকাল। 'সে হোয়াইট হাউজে গিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রিজ।

'জি, স্যার। আমরা একটা প্রাইভেট ট্যুরে এসেছিলাম। ক্রোয়ির মা ব্যবস্থা করেছেন।'

'ক্রোয়ি তোমাদের সঙ্গে ছিল?'—ডিটেকটিভ হোগান

'জি।'

'ট্যুরে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ঘটেছে?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন

'মানে?'

'ট্যুরে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তোমাদের বা কথা বলেছ?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'জি। গাইড ছিল সঙ্গে।'

'ক্রোয়ি কি সবসময় তোমাদের সঙ্গে ছিল?'—ডিটেকটিভ হোগান।

'জি—' ইতস্তত করল আর্বি। 'না। লেডিসরুমে গিয়েছিল মিনিট-পনেরোর জন্য। ফিরে আসার পরে সে—' থেমে গেল।

'ফিরে আসার পরে কী হল?' প্রশ্ন করল রীজ।

'কিছু না।'

ছেলেটা কিছু একটা লুকাচ্ছে।

'বেটা,' বলল রিজ, 'তুমি কি জানো ক্রোয়ি মারা গেছে?'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে তিন গোয়েন্দা। 'না! মাই গড! কীভাবে?' চেহারার বিস্মিত ভঙ্গি বানোয়াট হতে পারে।

'তুমি জানো না?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'না! আ-আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ওর মৃত্যুর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?'—ডিটেকটিভ হোগান।

'অবশ্যই না! আমি ভালোবাসি... ভালোবাসতাম ক্রেয়িকে।'

'ওর সঙ্গে কখনও বিছানায় যাওনি?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'না। আমরা—আমরা বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'তোমরা মাঝে মাঝে ড্রাগ নিতে?'—ডিটেকটিভ রিজ।

'না, আমরা কক্ষনো ড্রাগ নিইনি।'

খুলে গেল দরজা। মোটাসোটা এক গোয়েন্দা, হ্যারি কার্টার ঢুকল ঘরে। রিজের দিকে এগিয়ে এল, কানে কানে বলল কী যেন। মাথা ঝাঁকাল রিজ। পল আর্বির দিকে তাকাল কটমট করে।

'শেষ কবে ক্রোয়ি হাউস্টনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'বললামই তো। হোয়াইট হাউজে।' অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল পল।

সামনে ঝুঁকল ডিটেকটিভ রিজ। 'তুমি বিরাট ঝামেলার মধ্যে আছ, পল। মনরো আর্মস হোটেলের ইমপেরিয়াল স্যুইটে তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। এটা কী করে হল?'

মুখ শাদা হয়ে গেল পল আর্বির।

'মিথ্যা কথা ছাড়ো। তোমার বারোটা বেজে গেছে।'

'আ-আমি কিছু করিনি।'

'তুমি কি মনরো আর্মসের স্যুইট ভাড়া করেছিলে?'—বার্নাস্টাইন

'না, আমি করিনি।' 'আমি' শব্দটির ওপর জোর দিল পল।

'কিন্তু নিশ্চয় জানো কে করেছে?' জিজ্ঞেস করল রিজ।

'না।' জবাব এল জলদি।

'কিন্তু স্যুইটে যে তোমরা ছিলে সেকথা স্বীকার করছ তো?'

'তা ছিলাম। তবে—তবে আমি যখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসি, ক্রোয়িকে জীবিত দেখেই এসেছি।'

'কাম অন, পল। আমরা জানি তুমিই ওকে হত্যা করেছ।'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'না!' কাঁপছে পল। 'কসম খেয়ে বলছি আমি এসবের কিছুই জানি না। আ-আমি শুধু ওর সঙ্গে স্যুইটে গিয়েছিলাম। অল্পক্ষণ ছিলাম।'

'তোমার বান্ধবী কি কাউকে আশা করছিল?'—রিজ।

'জি। ওকে—ওকে উত্তেজিত লাগছিল।'

'কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে সে-সম্পর্কে তোমাকে বলেছে কিছু?'—হোগান।

ঠোঁট চাটল পল। 'না।'

'তুমি মিথ্যা বলছ। অবশ্যই বলেছে।'

'তুমি বললে সে উত্তেজিত ছিল। কী নিয়ে?'—রিজ।

আবার ঠোঁট চাটল রিজ। 'এক-এক লোক আসার কথা ছিল। ওর সঙ্গে ডিনার করবে।'

'কে সেই লোক, পল?'—ডিটেকটিভ বার্নাস্টাইন।

'আমি আপনাদেরকে তার নাম বলতে পারব না।'

'কেন?'— হোগান।

'ক্লোয়িকে কথা দিয়েছিলাম কাউকে তার নাম বলব না।'

'ক্লোয়ি মারা গেছে।'

পল আর্বির চোখ ভরে উঠল জলে। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'লোকটার নাম বলো।'—রিজ

'আমি বলতে পারব না। কথা দিয়েছি।'

'শোনো, আজ রাতটা জেল-এ থাকতে হবে তোমাকে। কাল সকালে ওই লোকটার নাম বললে আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব। না বললে তোমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হবে।' বলল ডিটেকটিভ রিজ।

ওরা অপেক্ষা করল পলের কাছ থেকে জবাব শুনবে।

পল চুপ করে থাকল।

নিক রিজ ফিরল বার্নাস্টাইনের দিকে। 'ওকে নিয়ে যাও।'

ডিটেকটিভ রিজ ফিরে এল ক্যাপ্টেন মিলারের অফিসে।

'দুটো খারাপ খবর নিয়ে এসেছি।'

'শোনার সময় নেই, নিক।'

'প্রথম খারাপ খবরটি হল, আমি নিশ্চিত নই ছেলেটাই মেয়েটাকে মাদক দিয়েছে কিনা। তবে এর চেয়েও খারাপ খবর হল মৃত মেয়েটির মা কলোরাডোর গভর্নর।

'ওহ্, গড! কাগজে তো ফলাও করে ছাপবে খবরটা।' গভীর দম নিলেন ক্যাপ্টেন মিলার, 'এজন্য ছেলেটা যে দায়ী নয় বুঝলে কী করে?'

'ছেলেটা স্বীকার করেছে সে মেয়েটির স্যুইটে ছিল। তবে মেয়েটি ছেলেটাকে চলে যেতে বলে। কারণ তার কাছে নাকি আরেকজন আসবে। এত কথা বানিয়ে বলার মতো বুদ্ধি ছেলেটার নেই। তবে আমার ধারণা ছেলেটা জানে ক্লোয়ি হাউস্টন কাকে প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু সে নাম বলতে চাইছে না।'

'তুমি বুঝতে পারছ কিছু?'

'ওয়াশিংটনে এই প্রথম এসেছিল মেয়েটি। হোয়াইট হাউজ ট্যুরে। এখানে

কাউকে চিনত না সে। লেডিসরুমে যাওয়ার কথা বলেছিল সে। হোয়াইট হাউজে কোনো পাবলিক রেস্টরুম নেই। কাজেই তাকে হয় ফিফটিনথ স্ট্রিটের এলিপসের ভিজিটর্স প্যাভিলিয়নে যেতে হবে অথবা যাবে হোয়াইট হাউজ ভিজিটর সেন্টারে। মিনিট-পনেরোর জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় মেয়েটি। আমার ধারণা, লেডিসরুম খুঁজতে গিয়ে সে হোয়াইট হাউজের কারও বাথরুমে ঢুকে পড়ে, এমন কেউ যাকে সে চিনত। হয়তো টিভিতে তাকে দেখে থাকবে। নামি দামি কেউ। ওই লোক তাকে প্রাইভেট ওয়াশরুমে নিয়ে যায় এবং মনরো আর্মসে দেখা করার ব্যাপারে পটিয়ে ফেলে।'

চিন্তা করছেন ক্যাপ্টেন মিলার। 'হোয়াইট হাউজে ফোন করে খবর নেব। আর ছেলেটাকে ছাড়বে না। ওই লোকের নাম আমি চাই।'

'ঠিক আছে।'

বেরিয়ে গেল ডিটেকটিভ রিজ। ক্যাপ্টেন মিলার ফোন তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, 'জি, স্যার। কাস্টডিতে আমাদের একজন ম্যাটেরিয়াল উইটনেস আছে। ইন্ডিয়ানা এভিন্যু থানার সেল-এ আছে সে... কাল সকালে আশা করি ওর কাছ থেকে লোকটার নাম জানতে পারব... জি, স্যার। বুঝতে পেরেছি।' কেটে গেল লাইন।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফাইলে মনোনিবেশ করলেন ক্যাপ্টেন মিলার।

পরদিন সকাল আটটার সময় পল আর্বির সেল-এ ডিটেকটিভ নিক রিজ ঢুকে দেখল, সিলিঙের বার থেকে ঝুলছে গলায় রশি বাঁধা আর্বির লাশ।

আঠারো

কলোরাডো গভর্নরের ষোড়শী কন্যার লাশ আবিষ্কার
পুলিশ কাস্টডিতে বয়ফ্রেন্ডের ঝুলন্ত লাশ
পুলিশ রহস্যময় সাক্ষী খুঁজছে

হেডলাইনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। ঝিমঝিম করছে মাথা। মাত্র ষোলো বছর বয়স। অথচ মেয়েটিকে দেখে এরচেয়ে বেশি বয়স মনে হয়েছিল।

স্যুইটের বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিশোরী মুখে লাজুক হাসি নিয়ে। *আমি এসব আগে কোনোদিন করিনি*

সে তাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে আদর করছিল। আমার সঙ্গে এটাই তোমার প্রথম জেনে আনন্দবোধ করছি, হানি। বলেছিল সে। মেয়েটিকে লিকুইড একসট্যাসি ভরা গ্লাস ধরিয়ে দিয়েছিল। এটা খাও। ভালো লাগবে। এরপর তারা প্রেম করে। মেয়েটি অনুযোগের সুরে বলে, তার শরীর ভাল্লাগছে না। বিছানা থেকে পড়ে যায় সে, হোঁচট খায়, মাথাটা প্রবলভাবে ঠুকে যায় টেবিলে। দুর্ঘটনা। তবে পুলিশ ব্যাপারটাকে অবশ্যই সেভাবে দেখবে না। কিন্তু দুর্ঘটনার জন্য আমি দায়ী নই কোনোভাবেই।

বাইরে, পেনসিলভানিয়া এভিন্যু থেকে গাড়ি চলাচলের শব্দ ভেসে-ভেসে আসছে। হোয়াইট হাউজে তার কেবিনেট মিটিং শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। বুকভরে শ্বাস নিল সে। তারপর চেয়ার ছাড়ল।

ওভাল অফিসে হাজির হয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মেলভিন উইকস, সাইম লোমবারডো এবং পিটার টেগার।

অলিভার ভেতরে ঢুকল, বসল নিজের ডেস্কে। 'গুড মর্নিং, জেন্টলমেন।' পরস্পরের কুশল বিনিময় করল তারা।

পিটার টেগার বলল, 'ট্রিবিউন দেখেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'না।'

'মনরো আর্মস হোটেলের মেয়েটির পরিচয় জানা গেছে। খবর খারাপ।'

নিজের চেয়ারে অজান্তে শক্ত হয়ে গেল অলিভার। 'বলো?'

'মেয়েটির নাম ক্লোয়ি হাউস্টন। জ্যাকি হাউস্টনের মেয়ে।'

'ওহ্, মাই গড!' অস্ফুটে চিৎকার বেরিয়ে এল প্রেসিডেন্টের গলা থেকে।

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন তাঁরা। প্রেসিডেন্টের প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিত।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল অলিভার। 'আ-আমি চিনি জ্যাকি হাউস্টনকে চিনি... অনেকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল। খবরটা ভয়ংকর—খুবই ভয়ংকর।'

সাইম লোমবারডো বলল, 'ওয়াশিংটন ক্রাইম আমাদের বিষয় না হলেও ট্রিবিউন এ নিয়ে জল ঘোলা করতে চাইবে।'

মেলভিন উইকস বললেন, 'লেসলি স্টুয়ার্টের মুখ বন্ধ করার কোনো উপায় নেই?'

সেদিনের আবেগঘন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল অলিভারের। 'না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভদ্রমহোদয়গণ।'

পিটার টেগার তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে। 'গভর্নরের ব্যাপারটা...'

'আমি দেখছি', সে ইন্টারকমের বোতাম টিপল। 'ডেনভারে গভর্নর হাউস্টনের নাম্বার দাও।'

একটু পর সেক্রেটারি জানাল গভর্নর ওয়াশিংটন আসছেন। পিটার টেগারকে অলিভার বলল, 'খবর নাও উনি কোন্ প্লেনে আসছেন। ওঁকে এখানে নিয়ে এসো।'

'আচ্ছা। ট্রিবিউনে এই সম্পাদকীয়টা লিখেছে। খুব কঠিন ভাষায়।'

পিটার টেগার কাগজের সম্পাদকীয় পাতাটা দিল অলিভারকে। **রাজধানীতে অপরাধ দমনে ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট**

'লেসলি স্টুয়ার্ট একটা হারামজাদী,' বলল সাইম লোমবারডো। 'ওর সঙ্গে কারও কথা বলা উচিত।'

ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর অফিসে প্রেসিডেন্টকে কটাক্ষ করে লেখা সম্পাদকীয়টি আবার পড়ছে ম্যাট বেকার, ভেতরে ঢুকল ফ্রাঙ্ক লোনেরগান 'চল্লিশোর্ধ্ব ফ্রাঙ্ক চতুর একজন সাংবাদিক, একসময় পুলিশে কাজ করত। ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিকতার জগতে সে অন্যতম সেরা নাম।

'তুমি এ এডিটরিয়াল লিখেছ, ফ্রাঙ্ক?'

'জি,' জবাব দিল সে।

'লিখেছ মিনেসোটায় অপরাধের মাত্রা পঁচিশ শতাংশ কমেছে। শুধু মিনেসোটার কথা বললে কেন?'

লোনারগান বলল, 'বরফ কুমারীর নির্দেশ।'

'হাস্যকর,' ঘেউ করে উঠল ম্যাট বেকার। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

লেসলি স্টুয়ার্টের অফিসে ম্যাট বেকার ঢুকে দেখল সে ফোনে কথা বলছে। বেকার অপেক্ষা করল। কথা শেষ করে ম্যাট বেকারের দিকে তাকাল লেসলি, 'ম্যাট।'

লেসলির ডেস্কের সামনে হেঁটে এল ম্যাট। 'আমি আজকের সম্পাদকীয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি।'

'লেখাটা ভালো হয়েছে, না?'

'বাজে হয়েছে, লেসলি। এ তো প্রোপাগান্ডা। ওয়াশিংটন ডিসির অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেসিডেন্ট দায়ী নন, লেসলি। আমাদের একজন মেয়র আছেন। আছে পুলিশবাহিনী। তাদের এসব কাজ করার কথা। আর তুমি কোথায় পেলে মিনেসোটায় পঁচিশ শতাংশ অপরাধ কমেছে?'

চেয়ারে হেলান দিল লেসলি। শীতল গলায় বলল, 'ম্যাট, কাগজটা আমার। আমার যা-খুশি তাই বলব। অলিভার রাসেল একটা অলস প্রেসিডেন্ট। আমি মনে করি মিনেসোটার সিনেটর গ্রেগরি এমব্রাইয় প্রেসিডেন্ট হতে পারলে দেশের অনেক উন্নতি হবে। তাঁকে হোয়াইট হাউজে বসাতে আমরা সাহায্য করব। উনি সবার জন্য ভালো হবেন। এমব্রাই আমার অফিসে আসছেন। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। তুমি থাকবে?'

'না। যেসব মানুষ কাঁটাচামচের বদলে হাত দিয়ে খায় তাদের আমি পছন্দ করি না।' চলে গেল ম্যাট।

বাইরে, করিডরে সিনেটর এমব্রাই'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ম্যাটের। সিনেটরের বয়স পঞ্চাশ, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় রাজনীতিতে ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন।

'ওহ্, সিনেটর। অভিনন্দন!'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকালেন সিনেটর। 'ধন্যবাদ। আ-কিন্তু কিসের জন্য?'

'আপনার রাজ্যে অপরাধের মাত্রা পঁচিশ শতাংশ কমিয়ে এনেছেন, সেজন্যে।' হন হন করে চলে গেল ম্যাট। তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সিনেটর।

লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে লেসলি স্টুয়ার্টের অ্যান্টিক ফ্যাশনের ডাইনিংরুমে। কিচেনে শেফ লাঞ্চ প্রস্তুত করছে, লেসলি সিনেটর এমব্রাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। শেফ দ্রুত এগিয়ে গেল।

'লাঞ্চ রেডি, মিস স্টুয়ার্ট। যখন চাইবেন তখনই পরিবেশন করা হবে। ড্রিঙ্ক দেব কি?'

'আমার লাগবে না,' বলল লেসলি, 'সিনেটর?'

'আমি দিনের বেলা সাধারণত ড্রিঙ্ক করি না। তবে এখন একটা মার্টিনি নেব।'

লেসলি স্টুয়ার্ট জানে সিনেটর এমব্রাই দিনের বেলা প্রচুর মদ্যপান করেন। সিনেটরের ব্যক্তিগত কোনো বিষয় তার অজানা নেই। জানে সিনেটরের পাঁচ সন্তান আছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একজন জাপানি রক্ষিতা রেখেছেন। গ্রামের বাড়িতে তিনি গোপনে একটি প্যারামিলিটারি দলকে চাঁদা দেন। তবে এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই লেসলির। সে বোঝে ব্যবসা এবং জানে সিনেটর ওয়াশিংটন ট্রিবিউন

এন্টারপ্রাইজেসকে অনেক বড় বড় ব্যবসা পাইয়ে দেবেন যদি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন।

ডাইনিং টেবিলে বসল ওরা। সিনেটর মার্টিনির দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিলেন। 'আমার পার্টিতে চাঁদা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, লেসলি।'

হাসল লেসলি, 'ইটস মাই প্লেজার। অলিভার রাসেলকে ধরাশায়ী করার জন্য যত্তরকমের সাহায্য করার দরকার আমি করব।'

'আমার মনে হয় নির্বাচনে দাঁড়ালে জিতে যেতে পারি।'

'আমারও তাই ধারণা। লোকে রাসেলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে স্ক্যান্ডালগুলোর জন্য। নির্বাচনের সময় আরেকটা স্ক্যান্ডালের শিকার হোক রাসেল, ওর পরাজয় কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

ওকে পরখ করলেন সিনেটর এমব্রাই। 'আরেকটা স্ক্যান্ডাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

মাথা দোলাল লেসলি, মৃদু গলায় বলল, 'হলে অবাক হব না।'

সুস্বাদু লাঞ্চ উপভোগ করল দুজনেই।

ফোনটা এল আন্তোনিও ভালদেজের কাছ থেকে, করোনারের অফিসের একজন সহকারী, 'মিস স্টুয়ার্ট, ক্লোয়ি হাউস্টনের কেসের ব্যাপারে আপনি খবর জানাতে বলেছিলেন।'

'জি...'

'পুলিশ ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছে। তবে আপনি আমার একজন ভালো বন্ধু বলে ভাবলাম—'

'ও নিয়ে ভাববেন না। ব্যাপারটা কেউ জানবে না। অটোপসিতে কী পেলেন বলুন।'

'একটা মাদকের কারণে মেয়েটি মারা গেছে। মাদকের নাম একসট্যাসি।'

'কী!'

'একসট্যাসি। মেয়েটি তরল একসট্যাসি পান করেছিল।'

'তোমার জন্য ছোট্ট একটি সারপ্রাইজ আছে... এ হল লিকুইড একসট্যাসি... আমার এক বন্ধু এটা আমাকে দিয়েছে...'

কেনটাকি নদীতে যে-মেয়েটির লাশ পাওয়া গিয়েছিল, ওভারডোজ একসট্যাসির কারণে সে মারা যায়।

মূর্তির মতো চেয়ারে বসে রইল লেসলি, বুকের ভেতরে, পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

ঈশ্বর একজন সত্যি আছেন!

ফ্রাঙ্ক লোনেরগানকে ডেকে পাঠাল লেসলি। 'তুমি ক্লোয়ি হাউস্টনের মৃত্যুর

ফলোআপ করবে। আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে জড়িত।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লেসলির দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্রাঙ্ক লোনেরগান, 'প্রেসিডেন্ট!'

'ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। যে ছেলেটিকে ওরা গ্রেফতার করেছিল সে সত্যি আত্মহত্যা করেছে কিনা খতিয়ে দ্যাখো। মেয়েটি যেদিন মারা যায় ওইদিন বিকেলে এবং সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট কী করছিল আমি জানতে চাই। এটা একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন হবে। খুবই প্রাইভেট। তুমি শুধু আমার কাছে রিপোর্ট করবে।'

গভীর দম নিল ফ্রাঙ্ক লোনেরগান, 'এর অর্থ কি আপনি জানেন?'

'কাজ শুরু করে দাও। আর ফ্রাঙ্ক?'

'বলুন?'

'ইন্টারনেট ঘেঁটে একসট্যাসি নামে একটা ড্রাগ খুঁজে বের করো। দ্যাখো এর সঙ্গে অলিভার রাসেল কতটা সম্পৃক্ত।'

মেডিকেল ইন্টারনেট সাইট ঘেঁটে অলিভার রাসেলের সাবেক সেক্রেটারি মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ডের গল্পটা পেয়ে গেল লোনেরগান। সে কেনটাকির ফ্রাঙ্কফোর্ট হাসপাতালে আছে। লোনেরগান মেয়েটি সম্পর্কে খবর নিতে ওই হাসপাতালে ফোন করল। একজন ডাক্তার জানালে, 'মিস ফ্রিডল্যান্ড দিনদুই আগে মারা গেছেন। কোমা থেকে আর জ্ঞান ফিরে আসেনি তাঁর।'

ফ্রাঙ্ক লোনেরগান গভর্নর হাউস্টনের অফিসে ফোন করল।

'দুঃখিত,' জানাল তাঁর সেক্রেটারি। 'গভর্নর হাউস্টন ওয়াশিংটন চলে গেছেন।'

দশ মিনিট পরে লোনেরগান ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সে।

বিমান থেকে যাত্রীরা নামছেন, লোনেরগান দেখল পিটার টেগার চল্লিশের কোঠায় বয়স এরকম এক সুন্দরী, স্বর্ণকেশীর দিকে এগিয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড কথা বলল তারা, টেগার মহিলাকে নিয়ে পা বাড়াল অপেক্ষমাণ লিমুজিনের দিকে। দূর থেকে দেখে লোনেরগান সিদ্ধান্ত নিল মহিলার সঙ্গে কথা বলবে। সে শহরে ফিরে এল। ফোন করে জানল গভর্নর হাউস্টন ফোর সিজনস হোটেলে উঠেছেন।

জ্যাকি হাউস্টনকে ওভাল অফিসের পাশে প্রাইভেট স্টাডিতে নিয়ে আসা হল। অলিভার রাসেল তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মহিলার হাত নিজের মুঠোয় পুরে সে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, জ্যাকি। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার নেই।'

সতেরো বছর পরে আবার দেখা হল দুজনে। শিকাগোতে আইনজীবীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পরিচয় হয়েছিল দুজনের। তখন জ্যাকি মাত্র আইন পাস করেছেন। বয়সে তরুণী, সুন্দরী জ্যাকির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটা অ্যাফেয়ার গড়ে উঠেছিল অলিবার রাসেলের।

সতেরো বছর আগে।

আর ক্লোয়ির বয়স মাত্র ষোলো।

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। অলিভার ভাবল জ্যাকি পুরোনো দিনের কথা তুলবেন। সে অন্যদিকে তাকাল।

জ্যাকি হাউস্টন বলল, 'পুলিশের ধারণা ক্লোয়ির মৃত্যুতে পল আর্বির হাত ছিল।'

'ঠিক।'

'না।'

'না?'

'পল ভালোবাসত ক্লোয়িকে। ও কোনোদিনও মেয়েটার কোনো ক্ষতি করেনি,' বাষ্পরুদ্ধ হল গভর্নরের কণ্ঠ। 'ওরা—ওদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।'

'আমি যদ্দুর জানি, জ্যাকি, তোমার মেয়ে যেখানে খুন হয়েছে সেই হোটেলরুমে ছেলেটার আঙুলের প্রচুর ছাপ পাওয়া গেছে।'

জ্যাকি হাউস্টন বললেন, 'কাগজেও এমনটিই লিখেছে... বলেছে মনরো আর্মস হোটেলের ইমপেরিয়াল স্যুইটে এ ঘটনা ঘটেছে।'

'হ্যাঁ।'

'অলিভার, ক্লোয়িকে খুব সামান্য হাতখরচা দিতাম আমি। পলের বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত কেরানি। ইমপেরিয়াল স্যুইট ভাড়া করার টাকা কোথায় পাবে ক্লোয়ি?'

'আ-আমি জানি না।'

'কাউকে-না-কাউকে জানতেই হবে। আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য কে দায়ী না-জানা পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক কদমও নড়ছি না।' তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, 'ওইদিন বিকেলে ক্লোয়ির সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা ছিল। দেখা হয়েছিল?'

সামান্য ইতস্তত ভঙ্গিতে জবাব দিল রাসেল, 'না। দেখা হলেই ভালো হত। হঠাৎ আমার একটা জরুরি কাজ পড়ে যায়। ক্লোয়ির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিই আমি।'

শহরের অপরপ্রান্তের একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিছানায় শুয়ে নগ্ন শরীরদুটি যখন জোড়া লাগছে, সে মেয়েটির মধ্যে টেনশন টের পেল।

'আর ইউ ওকে, জোঅ্যান?'

'আই অ্যাম ফাইন, অ্যালেক্স।'

'কিন্তু তোমাকে অন্যমনস্ক লাগছে। কী ভাবছ?'

'কিছু না,' জবাব দিল জো অ্যান ম্যাকগ্রাথ।

'কিছু না?'

'সত্যি বলি, আমি হোটেলে খুন হওয়া মেয়েটির কথা ভাবছি।'

'হ্যাঁ, মেয়েটির কথা পড়েছি খবরের কাগজে। গভর্নরের মেয়ে।'

'হুঁ।'

'পুলিশ জানে মেয়েটির সঙ্গে তখন কে ছিল?'

'না। হোটেলের সবাইকে ওরা জেরা করছে।'

'তোমাকেও জেরা করেছে?'

'হ্যাঁ। আমি শুধু ফোনটার কথা বলেছি।'

'কিসের ফোন?'

'স্যুইট থেকে যে হোয়াইট হাউজে ফোন করেছিল।'

ফ্রাঙ্ক লোনেরগান এয়ারপোর্ট থেকে অফিসে ফিরেছে, ফোন বাজল। 'লোনেরগান।'

ফোন করেছে অ্যালেক্স কুপার। সুযোগসন্ধানী সাংবাদিক। জানাল মনরো আর্মস হোটেলে খুন হওয়া মেয়েটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে। তবে এজন্য পাঁচ হাজার ডলার দিতে হবে তাকে। আগ্রহ বোধ করল লোনেরগান। আধঘণ্টা পরে তাকে রিক্কো হোটেলে দেখা করতে বলল লোনেরগান।

বেলা দুটো। ফ্রাঙ্ক লোনেরগান এবং অ্যালেক্স কুপার রিক্কোর একটি বুদে বসেছে। শেয়ালের মতো ধূর্ত লোকটাকে পছন্দ করে না লোনেরগান। জানেনা এর কাছে সত্যি কোনো মূল্যবান তথ্য আছে কিনা। অবশ্য কুপার অতীতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে লোনেরগানকে।

'আশা করি তুমি আমার সময় নষ্ট করছ না,' বলল লোনেরগান।

'আমার মনে হয় না এটা সময় নষ্ট করার মতো কোনো ব্যাপার। আপনার প্রতিক্রিয়া কীরকম হবে যদি আমি বলি মেয়েটির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হোয়াইট হাউজের সম্পর্ক রয়েছে?' ধূর্ত হাসি লোকটার মুখে।

উত্তেজনা প্রশমন করতে কষ্ট হল লোনেরগানের। 'বলে যাও।'

'পাঁচ হাজার ডলার?'

'এক হাজার।'

'দুই।'

'ঠিক আছে। বলো।'

'আমার গার্লফ্রেন্ড মনরো আর্মসের টেলিফোন অপারেটর।'

'কী নাম তার?'

'জো অ্যান ম্যাকগ্রাথ।'

নোটবইতে নামটি লিখে নিল লোনেরগান। ' তো?'

'মেয়েটি ইমপেরিয়াল স্যুইটে থাকাকালীন কেউ ওখান থেকে হোয়াইট হাউজে ফোন করেছিল।'

আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে জড়িত, বলেছিল লেসলি।

'তুমি ঠিক জানো?'

'কিরে কেটে বলছি।'

'আমি পরীক্ষা করে দেখব। যদি সত্য হয় টাকাটা পেয়ে যাবে। এ কথা আর কাউকে বলো নি তো?'

'নাহ্।'

'বেশ। বোলো না,' চেয়ার ছাড়ল লোনেরগান, 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।'

'একটা কথা,' বলল কুপার।

দাঁড়িয়ে পড়ল লোনেরগান, 'কী?'

'আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। আমি চাই না জোঅ্যান জানুক বিষয়টি নিয়ে আমি কারও সঙ্গে কথা বলেছি।'

'নো প্রবলেম।'

চলে গেল লোনেরগান। অ্যালেক্স কুপার একা বসে ভাবতে লাগল জোঅ্যানকে না জানিয়ে দু হাজার ডলার কীভাবে খরচ করা যায়।

মনরো আর্মস সুইচবোর্ড লবি রিসেপশন ডেস্কের পেছনে, একটি কিউবিকলে। লোনেরগান হাতে একটা ক্লিপবোর্ড ঝুলিয়ে যখন ওখানে ঢুকল, জোঅ্যান ম্যাকগ্রাথ তখন কাজ করছে। মাউথপিসে বলছে, 'আমি রিং করছি।'

সে একটা কল জুড়ে দিল, ফিরল লোনারগানের দিকে, 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'টেলিফোন কোম্পানি,' বলল লোনারগান। পরিচয়পত্র দেখাল। 'একটা সমস্যা হয়েছে।'

জোঅ্যান ম্যাকগ্রাথ অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। 'কী সমস্যা?'

'একজন অনুযোগ করেছে, সে ফোন করেনি অথচ তার নামে চার্জ এসেছে।' ক্লিপবোর্ড দেখার ভান করল সে, 'অক্টোবর পনেরো। জার্মানিতে নাকি ফোন করা হয়েছে। অথচ অনুযোগকারীর সাতপুরুষের কেউ জার্মানি থাকে না।'

'আমি অবশ্য এ-ব্যাপারে কিছুই জানি না,' বলল জোঅ্যান।

'গত মাসে জার্মানিতে কোনো কল করা হয়েছে কিনা তাও মনে পড়ছে না।'

'পনেরো তারিখের রেকর্ড নেই আপনার কাছে?'

'অবশ্যই আছে।'

'একটু দেখব।'

'দেখুন।' কাগজের স্তূপের নিচ থেকে একটা ফোল্ডার বের করল মেয়েটি। দিল লোনারগানের হাতে। সুইচবোর্ডে বেজে উঠেছে। জো অ্যান ব্যস্ত হয়ে পড়ল জবাব

দিতে। লোনেরগান দ্রুত উল্টে চলল ফোল্ডারের পাতা।

অক্টোবর ১২... ১৩... ১৪... ১৬... পনেরো তারিখের পাতাটি নেই।

ফ্রাঙ্ক লোনেরগান ফোর সিজনস হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করছে, এমন সময় হোয়াইট হাউজ থেকে ফিরলেন জ্যাকি হাউস্টন।

'গভর্নর হাউস্টন?'

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'ইয়েস!'

'ফ্রাঙ্ক লোনেরগান। আমি ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এ আছি। আমরা সবাই আপনার শোকে সমবেদনা জানাচ্ছি, গভর্নর।'

'ধন্যবাদ।'

'এক মিনিট কথা বলা যাবে?'

'আমি আসলে কথাবলার মুডে...'

'কথা বললে আপনারই উপকার হবে,' মেইন লবির লাউঞ্জের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'একটু বসি?'

বুক ভরে শ্বাস নিলেন তিনি। 'ঠিক আছে।'

দুজনে হেঁটে গেলেন লাউঞ্জে। বসলেন।

'আমি শুনেছি আপনার মেয়ে হোয়াইট হাউজ ট্যুরে এসেছিল সেদিন সে...' বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে দিল লোনেরগান।

'হ্যাঁ। ও—ও ওর বন্ধুদের সঙ্গে ট্যুর করছিল। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এই আনন্দে ছিল মশগুল।'

কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখল লোনেরগান। 'প্রেসিডেন্ট রাসেলের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা ছিল?'

'হ্যাঁ। ব্যবস্থাটা আমিই করে দিই। আমরা পুরোনো বন্ধু।'

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার মেয়ের দেখা হয়েছিল, গভর্নর হাউস্টন?'

'না। প্রেসিডেন্ট দেখা করতে পারেননি।' গলা বুজে এল তাঁর। 'একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'কী ব্যাপারে?'

'পল আর্বি আমার মেয়েকে খুন করেনি। ওরা একে অপরকে ভালোবাসত।'

'কিন্তু পুলিশ বলেছে—'

'পুলিশের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। ওরা নিরপরাধ একটি ছেলেকে গ্রেফতার করেছিল। এবং সে— সে প্রচণ্ড আপসেট হয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।'

ফ্রাঙ্ক লোনেরগান মহিলাকে দেখছে। 'পল আর্বি আপনার মেয়েকে হত্যা করে না থাকলে কে হত্যা করেছে বলে আপনার ধারণা? ওয়াশিংটনে তার অন্য কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল?'

'না। এখানে কাউকে চিনত না সে।' গভর্নরের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। 'আমি দুঃখিত। আমি এখন উঠব।'

'অবশ্যই। সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, গভর্নর হাউস্টন।'

লোনেরগান এরপর গেল মর্গে। হেলেন চুয়ান মাত্র অটোপসি-রুম থেকে বেরিয়েছে।

'হাই, ডক।'

'তুমি এখানে কী মনে করে, ফ্রাঙ্ক?'

'পল আর্বির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হেলেন, 'খুবই দুঃখের কথা। দুটি ছেলেমেয়েই এত কমবয়সী ছিল!'

'পল আর্বি আত্মহত্যা করল কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল হেলেন। 'কে জানে!'

'মানে আমি বলতে চাইছি—ছেলেটা কি সত্যি আত্মহত্যা করেছে?'

'হ্যাঁ। ওর প্যান্টের বেল্ট ঘাড়ে এমন শক্ত করে জড়ানো ছিল, ওটাকে দু-টুকরো করে তারপর নামাতে হয়েছে লাশ।'

'ওর গায়ে ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি?'

কৌতূহল নিয়ে সাংবাদিককে দেখল হেলেন, 'নো।'

করিডরের বাইরে একটা ফোনবুদ আছে। ডেনভার ইনফরমেশন অপারেটরের কাছ থেকে পল আর্বির বাবা-মা'র ফোন নাম্বার জোগাড় করল লোনেরগান। ফোন করল। জবাব দিলেন মিসেস আর্বি। 'হ্যালো।' শোকার্ত কণ্ঠ।

'মিসেস আর্বি?'

'বলছি।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি ফ্রাঙ্ক লোনেরগান, ওয়াশিংটন ট্রিবিউন থেকে বলছি। আমি একটু কথা—'

'পারব না...'

একমুহূর্ত বাদে মি. আর্বি এলেন লাইনে। 'দুঃখিত। আমার স্ত্রী... সকাল থেকে নানা সংবাদপত্র অফিস থেকে আসছে। ওকে বিরক্ত করছে। আমরা কোনো সাক্ষাৎকার দিতে চাই না—'

'আমি মাত্র এক মিনিট সময় নেব, মি. আর্বি। ওয়াশিংটনে কেউ কেউ আছেন যারা বিশ্বাস করেন না আপনার ছেলে ক্লোয়ি হাউস্টনকে হত্যা করেছে।'

'অবশ্যই সে হত্যা করেনি!' কণ্ঠ দৃঢ় শোনাল মি. আর্বির। 'পল কখনো অমন কাজ করতে পারে না।'

'ওয়াশিংটন পলের কোনো বন্ধু আছে, মি. আর্বি?'

'না। ওখানে কাউকে সে চিনত না।'

'আচ্ছা। আপনাদের জন্য যদি কিছু করার থাকে...'

'আমাদের জন্য একটা কাজই করতে পারবেন, মি. লোনেরগান। পলের লাশ

আমরা এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি। তবে ওর জিনিসপত্র কীভাবে পাব জানি না। বুঝতে পারছি না এ-ব্যাপারে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে...'

'আমি ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ।'

হোমিসাইড ব্রাঞ্চ অফিসে কর্তব্যরত সার্জেন্ট পল আর্বির ব্যক্তিগত জিনিস রাখা একটি কার্টন খুলল। 'এর মধ্যে বেশিকিছু নেই,' বলল সে। 'শুধু ছেলেটার জামাকাপড় আর একটি ক্যামেরা।'

লোনারগান বক্সের দিকে হাত বাড়াল। তুলে নিল কালো চামড়ার একটি বেল্ট।

বেল্টটি অক্ষত।

ফ্রাঙ্ক লোনারগান প্রেসিডেন্ট রাসেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি ডেবোরা কেনারের অফিসে যখন ঢুকল মেয়েটি তখন লাঞ্চের জন্য বাইরে যাচ্ছিল।

'তোমার জন্য কী করতে পারি, ফ্রাঙ্ক?'

'একটা সমস্যা হয়েছে, ডেবোরা।'

'আবার নতুন কী সমস্যা?'

ফ্রাঙ্ক লোনারগান নোট দেখার ভান করল। 'আমার কাছে খবর আছে পনেরো অক্টোবর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নাকি চীনা রাষ্ট্রদূতের গোপন বৈঠক ছিল তিব্বত নিয়ে।'

'এরকম কোনো বৈঠকের কথা আমি জানি না।'

'একটু চেক করে দেখবে?'

'তারিখটা কত বললে?'

'পনেরোই অক্টোবর।'

ডেবোরা ড্রয়ার থেকে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক বের করে পাতা ওল্টাতে লাগল।

'অক্টোবর পনেরো? কটার সময়?

'রাত দশটায়। এই ওভাল অফিসে বৈঠক হওয়ার কথা।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'নাহ্। ওইদিন রাত দশটায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুইটম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।'

ভুরু কোঁচকাল লোনারগান, 'কিন্তু এমন কথা তো শুনিনি। বইটা একবার দেখা যাবে?'

'দুঃখিত। এটা গোপন বই, ফ্রাঙ্ক।'

'কেউ হয়তো আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। ঠিক আছে। ধন্যবাদ। ডেবোরা।' চলে গেল সে।

ত্রিশ মিনিট পরে জেনারেল স্টিভ হুইটম্যানের সঙ্গে কথা বলল ফ্রাঙ্ক

লোনারগান। 'জেনারেল, অক্টোবরের পনেরো তারিখে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে আপনারা যা বলেছেন তা নিয়ে ট্রিবিউন একটি কাভারেজ করতে চায়। নিশ্চয় জরুরি কোনো বিষয় ছিল।'

মাথা নাড়লেন জেনারেল, 'জানি না এ-খবর আপনি কোত্থেকে পেয়েছেন, মি. লোনারগান। তবে বৈঠকটি শেষপর্যন্ত হয়নি। প্রেসিডেন্টের অন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।'

'আপনি শিওর?'

'অবশ্যই। আমরা বৈঠকটি পরে করব।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।'

ফ্রাঙ্ক লোনেরগান ফিরে এল হোয়াইট হাউজে। আবার ঢুকল ডেবোরা কেনারের অফিসে।

'এবার কী, ফ্রাঙ্ক?'

'সেই একই জিনিস,' বলল লোনারগান, 'আমার সংবাদদাতা কসম খেয়ে বলেছে পনেরোই অক্টোবর রাত দশটায় এখানে প্রেসিডেন্ট চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিব্বত নিয়ে গোপন বৈঠক করেছেন।'

বিরক্ত হল ডেবোরা। 'তোমাকে কতবার বলব এ ধরনের কোনো বৈঠক হয়নি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফ্রাঙ্ক। 'আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আমার বস্ গল্পটা চাইছে। এটা বড়ধরনের একটি খবর। ঠিক আছে। যা শুনেছি তাই লিখতে হবে।' সে হাঁটা দিল দরজার দিকে।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!'

ঘুরল লোনারগান। 'কী?'

'তুমি এভাবে গল্প লিখতে পারো না। এটা সত্যি না। প্রেসিডেন্ট রেগে আগুন হবেন।'

'সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি নই।'

ইতস্তত করল ডেবোরা। 'আমি যদি তোমাকে প্রমাণ দেখাতে পারি তিনি জেনারেল হুইটম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তাতে চলবে তো?'

'অবশ্যই। আমি কোনো ঝামেলা সৃষ্টি করতে চাই না।'

লোনারগান দেখল ড্রয়ার খুলে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক বের করেছে ডেবোরা। পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে। 'ওইদিন কার কার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সব লেখা আছে এখানে। এই যে দ্যাখো পনেরোই অক্টোবর।' দুই পৃষ্ঠাজোড়া তালিকা। ডেবোরা আঙুল দিয়ে রাত দশটার এন্ট্রি দেখাল। 'এই তো পরিষ্কার লেখা আছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।' বলল লোনারগান। পৃষ্ঠাটিতে দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে সে। তিনটার সময় একটি এন্ট্রি আছে।

ক্লোয়ি হাউস্টন।

উনিশ

ওভাল অফিসে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সংকটজনক। এর আগেও একবার এ-বিষয় নিয়ে মিটিং করা হয়েছিল। তবে তখন অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না।

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স বললেন, 'আমরা আরও দেরি করলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন আর সামাল দেয়া যাবে না।'

'এভাবে হুট করে এর মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়তে পারি না,' জেনারেল স্টিফেন গসার্ড সিআইএ-প্রধানের দিকে তাকালেন। 'আপনার তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য?'

'বলা মুশকিল। তবে এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ইরান এবং চীন থেকে লিবিয়া নানাধরনের অস্ত্র কিনছে।'

অলিভার সেক্রেটারি অব স্টেটকে প্রশ্ন করল, 'লিবিয়া কি ব্যাপারটা অস্বীকার করছে?'

'অবশ্যই। চীন এবং ইরানও।'

অলিভার জানতে চাইল, 'অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলো কী বলছে?'

জবাব দিলেন সিআইএ চিফ। 'আমার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মি. প্রেসিডেন্ট, ইসরায়েলের ওপর মারাত্মক কোনো হামলা হলে অন্যান্য আরবদেশগুলোর অপেক্ষার অবসান ঘটবে। এ হামলা তাদেরকে ইসরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে একযোগে আক্রমণ করার সুযোগ করে দেবে।'

সবাই প্রত্যাশা নিয়ে তাকালেন অলিভারের দিকে। 'লিবিয়ায় আপনাদের বিশ্বস্ত অ্যাসেট আছে?'

'জি, স্যার।'

'আমি সাম্প্রতিকতম তথ্য চাই। আমাকে তথ্য দেবেন। হামলার কোনো ইঙ্গিত পেলে আমাদের অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করা হল।

ইন্টারকমে ভেসে এল অলিভারের সেক্রেটারির কণ্ঠ। 'মি. টেগার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

'বৈঠক কেমন হল?' জিজ্ঞেস করল পিটার টেগার।

'গতানুগতিক,' তেতো গলা অলিভারের। 'আমি এখন যুদ্ধ শুরু করতে চাই নাকি পরে।'

'একটা জরুরি কথা ছিল।'

'বসো।'

বসল পিটার টেগার। 'সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?'

'তেমন না,' বলল অলিভার। 'পাঁচ/ছটি আরব দেশ মিলে বছর-কুড়ি আগে একটি কোয়ালিশন গঠন করেছে বলে জানি।'

'সাতটি দেশ মিলে। ১৯৭১ সালে যুক্ত হয় তারা। আবুধাবি, ফুজাইরা, দুবাই, শারজাহ, রাস আল-খাইমা, উমআল-কাইয়ান এবং আজমান। শুরুতে তেমন একটা শক্তিশালী তারা ছিল না, তবে আমিরাত দারুণ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা তাদের। তাদের গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট গত বছর ছিল উনচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের ওপরে।'

অধৈর্য গলায় বলল অলিভার, 'এসব তথ্য দেয়ার নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে, পিটার?'

'জি স্যার। সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাউন্সিল প্রধান আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন।'

'ঠিক আছে। আমি সেক্রেটারি অব ডিফেন্সকে—'

'আজই। এবং ব্যক্তিগতভাবে।'

'তুমি সিরিয়াস? আমি সম্ভবত—'

'অলিভার, মজলিশ, মানে তাদের সংসদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বিশ্বে। প্রতিটি আরবদেশ মজলিশকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সাক্ষাৎকার অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারে। জানি এটা প্রচলিত নিয়মের বাইরে, তবু আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করা উচিত। আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকল অলিভার, 'ওরা কোথায় সাক্ষাৎ করতে চাইছে?'

'অ্যানাপোলিসের কাছে, চিজাপেক বে-তে ওদের একটা ইয়ট নোঙর করা রয়েছে। আমি আপনাকে ওখানে গোপনে নিয়ে যাব।'

অলিভার বসে রইল সিলিঙের দিকে তাকিয়ে। শেষে সামনের দিকে ঝুঁকল সে, ইন্টারকমের সুইচ অন করল। 'আজ বিকেলে আমার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দাও।'

ইয়টটি ২৩২ ফুট লম্বা একটি ফিডশিপ, ডকে নোঙর করা। ওরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্রুদের সবাই আরব।

'স্বাগতম, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন আলি আল-ফুলানি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেক্রেটারি। 'অনুগ্রহ করে আসুন।'

অলিভার ইয়টে উঠল। আলি আল-ফুলানি তার এক লোককে ইঙ্গিত করলেন। একটু পরে ছেড়ে দিল ইয়ট।

'আমরা কি নিচে যাব?'

হ্যাঁ নিচে তো যাবই, ভাবল অলিভার। ওখানে আমাকে খুন কিংবা অপহরণ করা হবে। এরকম গর্দভের মতো কাজ আমি কী করে করলাম! ওরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে যাতে ইসরায়েলের ওপর হামলা চালাতে পারে। আমি প্রতিশোধ নেয়ার হুকুমও দিতে পারব না। এ-বিষয়টি নিয়ে কেন টেগারকে কথা বলতে দিলাম আমি?

আলি আল-ফুলানির সঙ্গে অলিভার নিচে, প্রশস্ত, মধ্যপ্রাচ্য স্টাইলে সজ্জিত মূল সেলুনে নেমে এল। সেলুনে পেশিবহুল চার আরব পাহারা দিচ্ছে। কর্তৃত্বপরায়ণ চেহারার এক লোক কাউচে বসে ছিলেন। অলিভারকে ভেতরে ঢুকতে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আলি আল-ফুলানি বললেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, হিজ ম্যাজেস্টি কিং হাম্মাদ অব আজমান।' দুজনে হাত মেলালেন। 'ইয়োর ম্যাজেস্টি।'

'আসার জন্য ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। চা খাবেন তো?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আমার বিশ্বাস আপনার এই আগমন বৃথা যাবে না,' পায়চারি শুরু করলেন কিং হাম্মাদ। 'মি. প্রেসিডেন্ট, শতবছর ধরে আমাদের মধ্যে দর্শনগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা সমস্যা বিদ্যমান। এসব কারণে মধ্যপ্রাচ্যে বহু যুদ্ধ হয়েছে। ইহুদিরা ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে নিলেও তাতে ওমান কিংবা কানসাসের কিছু আসে যায় না। তাদের জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনই চলবে। জেরুজালেমে কোনো সিনাগগে বোমা পড়লে রোমের ইতালি কিংবা ভেনিস তাতে প্রভাবিত হয় না।

বাদশা কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছে না অলিভার। আসন্ন যুদ্ধের জন্য হুমকি!

'পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ এবং রক্তপাত ঘটছে যে-অঞ্চলটিতে তার নাম মধ্যপ্রাচ্য।'

পায়চারি থামিয়ে অলিভারের মুখোমুখি বসলেন তিনি। 'এই উন্মাদনা থামাতে হবে।'

অবশেষে ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা, ভাবল অলিভার।

'আরবরাষ্ট্রগুলোর প্রধান এবং মজলিশ আপনাকে একটি প্রস্তাব দেয়ার জন্য আমাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে।'

'কী-ধরনের প্রস্তাব?'

'শান্তি-প্রস্তাব।'

চোখ পিটপিট করল অলিভার। 'শান্তি?'

'আমরা আপনাদের মিত্রপক্ষ ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চাই। ইরানসহ অন্যান্য আরবদেশে আপনাদের চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক অবরোধের

কারণে আমাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। আমরা এর অবসান চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে, আরবদেশগুলো—এর মধ্যে আছে ইরান, লিবিয়া এবং সিরিয়া—ইসরায়েলের সঙ্গে স্থায়ী শান্তিচুক্তি করার জন্য আলোচনায় বসতে রাজি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে অলিভার। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। অবশেষে বলল, 'আপনারা এসব করছেন কারণ—'

'আমরা এটা ইসরায়েলি কিংবা আমেরিকানদের ভালোবেসে করছি না। করছি নিজেদের স্বার্থে। এই উন্মাদনায় আমরা আমাদের অনেক ছেলে হারিয়েছি। এর অবসান চাই। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা আবার সারাবিশ্বে মুক্তভাবে তেল বিক্রি করতে চাই। যদি বাধ্য হই, প্রয়োজন হয় তো যুদ্ধে যাব, তবে শান্তিই আমাদের কাম্য।'

বুক ভরে শ্বাস নিল অলিভার। 'আমাকে আপনি এখন এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন।

'তুমি যদি ওখানে থাকতে,' অলিভার বলল পিটার টেগারকে। 'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। ওরা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। তবে যুদ্ধ চায় না। ওরা প্রাচীনপন্থী। বিশ্বে তেল বিক্রি করতে চায়। তাই শান্তি চাইছে।'

'দারুণ,' উল্লসিত গলা টেগারের। 'ব্যাপারটা যখন সবাই জানবে, হিরো হয়ে যাবেন আপনি।'

'আমি আমার মতো করে কাজ করব,' বলল অলিভার, 'কংগ্রেসে এ নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। আমি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। আরবদেশগুলোর সঙ্গে চুক্তিতে আসতে তাকে সাহায্য করব।' টেগারের দিকে তাকাল সে। 'প্রথমে ভেবেছিলাম আমাকে বুঝি ওরা কিডন্যাপ করতে চলেছে।'

'সেরকম কোনো সুযোগ ছিল না,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল পিটার টেগার, 'একটা বোট আর হেলিকপ্টার আপনাকে অনুসরণ করছিল।'

'সিনেটর ডেভিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মি. প্রেসিডেন্ট। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। তবে বলছেন বিষয়টি খুব জরুরি।

'আমার নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করে রাখো। সিনেটরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

খুলে গেল দরজা, টড ডেভিস ঢুকলেন ওভাল অফিসে।

'দিস ইজ আ নাইস সারপ্রাইজ, টড। সবকিছু ঠিক আছে তো?'

চেয়ারে বসলেন সিনেটর ডেভিস। 'সব ঠিক আছে, অলিভার। তোমার সঙ্গে এমনি একটু গল্পগুজব করতে এলাম।'

হাসল অলিভার। 'আজ অবশ্য আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তবে আপনার জন্যে—'

'আমি অল্প সময় নেব। পিটার টেগারের সঙ্গে দেখা হল। আরবদের সঙ্গে তোমার বৈঠকের কথা বলল সে।'

মুচকি হাসল অলিভার। 'ব্যাপারটা দারুণ, না? মনে হচ্ছে অবশেষে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনতে যাচ্ছি আমরা?' ডেস্কে ঘুসি মারল সে। 'বহুবছর পরে অবশেষে ঘটতে চলেছে ঘটনা! এজন্য আমার প্রশাসনকে মনে রাখবে সবাই।'

সিনেটর ডেভিস নরমগলায় প্রশ্ন করলেন, 'বিষয়টি খুব ভালোভাবে ভেবে দেখেছ কি, অলিভার?'

ভুরু কোঁচকাল অলিভার। 'মানে? আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'শান্তি সাধারণ একটি শব্দ, তবে এর বিস্তার অনেক। শান্তির কোনো আর্থিক মূল্য বা লাভ নেই। যুদ্ধের সময় দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কেনে। শান্তির সময় তাদের অস্ত্রের কোনো দরকার নেই। ইরান তার তেল বিক্রি করতে পারছে না বলে তেলের দাম বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ থেকে লাভবান হচ্ছে।'

অলিভার যা শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না। 'টড—এ তো সারাজীবনের একটা সুযোগ!'

'এত সরলভাবে বিষয়টিকে দেখো না, অলিভার। ইসরায়েল এবং আরব দেশগুলোর মধ্যে যদি শান্তি স্থাপন করতে চাইতাম আমরা, অনেক আগেই করা যেত। ইসরায়েল একটা ছোট্ট দেশ। আমেরিকার গত অন্তত আধডজন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলকে চাপ দিয়ে আরবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপনে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সংঘাত জিইয়ে রাখতে চেয়েছেন। আমাকে ভুল বুঝো না। ইহুদিরা মানুষ ভালো। সিনেটে কয়েকজন ইহুদির সঙ্গে আমি কাজ করছি।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি—'

'যা বাস্তব তাকে মেনে নাও, অলিভার। এ মুহূর্তে শান্তিচুক্তি দেশের জন্য কোনো স্বার্থ বয়ে আনবে না। আমি চাই না তুমি এ নিয়ে কিছু করো।'

'কিন্তু আমাকে কিছু করতেই হবে।'

'তোমার কী করতে হবে না হবে তা আমাকে বলতে এসো না, অলিভার।' সামনে ঝুঁকলেন সিনেটর। 'ভুলে যেয়ো না এ চেয়ারে তোমাকে কে বসিয়েছে।'

অলিভার মৃদুগলায় বলল, 'টড, আপনি আমাকে সম্মান নাইবা করলেন কিন্তু এ অফিসকে অবশ্যই আপনার সম্মান করা উচিত। কে আমাকে এখানে বসিয়েছে তা মুখ্য নয়, আমি এদেশের প্রেসিডেন্ট।'

লাফ মেরে খাড়া হলেন সিনেটর। 'প্রেসিডেন্ট? তুমি একটা পুতুল ছাড়া কিছু নও, অলিভার। তুমি আদেশ পালন করো, আদেশ দিতে পারো না।'

অলিভার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল শ্বশুরের দিকে। 'আপনার নিজের এবং আপনার বন্ধুদের কতগুলো অয়েল ফিল্ড আছে, টড?'

'তা জেনে তোমার লাভ নেই। তুমি যদি শান্তিচুক্তি করতে যাও তো মনে রেখো

তোমার কপাল পুড়ল। আমার কথা কানে যাচ্ছে? আমি তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যে তুমি তোমার মত বদলাবে।'

সন্ধ্যায়, ডিনারে জ্যান বলল, 'বাবা তোমার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে বলেছেন, অলিভার।'

টেবিলের ওপাশ থেকে স্ত্রীর দিকে তাকাল অলিভার। তোমার সঙ্গে আমারও লড়াই করতে হবে।

'কী বলেছেন বাবা, বলেছেন আমাকে।'

'বলেছেন কি?'

'হ্যাঁ।' টেবিলে ঝুঁকল জ্যান। 'আমি মনে করি তুমি যে-কাজটি করছ ঠিকই করছ।'

কথাটা বুঝে উঠতে একমুহূর্ত সময় নিল অলিভার। 'কিন্তু তোমার বাবা তো এর বিরুদ্ধে।'

'আমি জানি। উনি ভুল করছেন। ওরা যদি শান্তিস্থাপন করতে চায়—তোমার ওদেরকে সাহায্য করা উচিত।'

অলিভার জ্যানের কথা শুনছে, ওকে পরখ করছে। ভাবছে ফার্স্টলেডি হিসেবে সবকিছু কী চমৎকার সামলে নিচ্ছে জ্যান। গুরুত্বপূর্ণ চ্যারিটিগুলোর সঙ্গে সে জড়িত। জ্যান বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, কেয়ারিং—অলিভার যেন এই প্রথম ওকে দেখছে। আমি কেন অন্য মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি? ভাবল অলিভার। আমার তো সবই আছে এখানে।

'আজ রাতে কি লম্বা মিটিং হবে?'

'না,' ধীরে ধীরে বলল অলিভার। 'আমি মিটিং ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। আমি বাসায় থাকব।'

সেদিন সন্ধ্যায়, বহুদিন পরে জ্যানের সঙ্গে প্রেম করল অলিভার। খুব উপভোগ করল মিলন। পরদিন সকালে সিদ্ধান্ত নিল পিটারকে বলবে ওই অ্যাপার্টমেন্টটি ছেড়ে দিতে।

পরদিন সকালে তার টেবিলে পাওয়া গেল চিঠিটি।

> আমি আপনাকে জানাতে চাই আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার কোনো ক্ষতি আমি করব না। ১৫ তারিখ মনরো আর্মসের গ্যারেজে আমি ছিলাম। ওখানে আপনাকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছি। পরদিন খবরের কাগজে মেয়েটির মৃত্যুর খবর পড়লাম। আমি এখন জানি আপনি কেন এলিভেটরের বোতাম থেকে আঙুলের ছাপ মুছতে গিয়েছিলেন। আমি জানি খবরের কাগজঅলারা আমার গল্প শুনে আগ্রহবোধ করবে এবং আমাকে অনেক টাকাও দিতে চাইবে। কিন্তু

আগেই বলেছি আমি আপনার ভক্ত। আপনার ক্ষতি হয় এমন কাজ অবশ্যই করব না। কিছু আর্থিক সাহায্য আমার দরকার। যদি আপনি দিতে আগ্রহী হন, তাহলে ব্যাপারটা আপনার এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি কয়েকদিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এর মধ্যে আপনাকে ভেবে দেখার সময় দিলাম।

আপনার বন্ধু

'যীশাস,' বলল সাইম লোমবারডো। 'এ অবিশ্বাস্য। এ চিঠি এল কী করে এখানে?'

'মেইলে,' বলল পিটার টেগার। 'খামে প্রেসিডেন্টের নাম লেখা ছিল।'

সাইম লোমবারডো বলল, 'কোনো পাগলের কাজ নিশ্চয়—'

'আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না, সাইম। এ -চিঠির একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে। একটু ফিসফিসানি বাইরে গেলেই ধ্বংস হয়ে যাবেন প্রেসিডেন্ট।

'কীভাবে করব?'

'প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে কে এই চিঠি পাঠিয়েছে।'

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর টেনথ স্ট্রিটে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের সদর দপ্তরে এসেছে পিটার টেগার। কথা বলছে স্পেশাল এজেন্ট ক্লে জ্যাকবসের সঙ্গে।

'আপনি বলছেন ব্যাপারটা আর্জেন্ট, পিটার?'

'হ্যাঁ।' ব্রিফকেস খুলে একটুকরো কাগজ বের করল পিটার। ঠেলে দিল ডেস্কে। ক্লে চিঠিটি পড়ল। তারপর মুখ তুলে চাইল, 'কী এটা?'

'এর সঙ্গে হাইয়েস্ট সিকিউরিটি জড়িত,' বলল পিটার টেগার।

'প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেছেন এ চিঠি কে পাঠিয়েছে তাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেক করে দেখতে।'

'ঠিক আছে দেখছি,' বলল কার্ল জ্যাকবস। চলে গেল সে।

সাত মিনিট বাদে ফিরল সে। 'পেয়েছি।'

পিটার টেগারের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। 'কে?'

একখণ্ড কাগজ তাকে এগিয়ে দিল ক্লে জ্যাকবস। 'আপনারা যাকে খুঁজছেন সে লোক বছরখানেক আগে একটি ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায়। নাম কার্ল গরম্যান। সে মনরো আর্মস হোটেলে ক্লার্কের কাজ করে। আর কিছু জানার দরকার আছে?'

'না,' জবাব দিল পিটার টেগার। 'এতেই চলবে।'

'ফ্রাঙ্ক লোনারগান তিন নম্বর লাইনে আছেন, মিস স্টুয়ার্ট। বলছেন জরুরি।'

'দেখছি,' ফোন তুলে নিল লেসলি, একটা বোতাম চাপ দিল।

'ফ্রাঙ্ক?'

'আপনি একা?'

'হ্যাঁ।'

ওকে জোরে শ্বাস নিতে শুনল লেসলি। 'ঠিক আছে। বলছি।' এরপর দশ মিনিট কোনো বিরতি ছাড়াই কথা বলে গেল সে।

লেসলি স্টুয়ার্ট তড়িঘড়ি ঢুকল ম্যাট বেকারের অফিসে। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে, ম্যাট।' বেকারের ডেস্কের পাশে বসল সে। 'যদি বলি অলিভার রাসেল ক্লোয়ি হাউস্টনের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত?'

'তাহলে বলব তুমি পাগল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছ।'

'ফ্রাঙ্ক লোনারগান এইমাত্র ফোন করেছে। গভর্নর হাউস্টনের সঙ্গে কথা বলেছে সে। তিনি বিশ্বাস করেন না পল আর্বি তার মেয়েকে খুন করেছে। সে পল আর্বির বাবা-মা'র সঙ্গেও কথা বলেছে। তারাও একথা বিশ্বাস করে না।'

'তাদের বিশ্বাস না-করারই কথা,' বলল ম্যাট বেকার। 'তবে এটাই যদি—'

'এ তো মাত্র শুরু। ফ্রাঙ্ক মর্গে গিয়েছিল। কথা বলেছে করোনারের সঙ্গে। মহিলা ফ্রাঙ্ককে বলেছিল ছেলেটির গলায় কোমরের বেল্ট এমন শক্তভাবে বাঁধা ছিল যে বেল্ট কেটে তারপর সিলিং থেকে নামাতে হয়েছে লাশ।'

এবার আগ্রহবোধ করছে ম্যাট। 'তারপর—?'

'ফ্রাঙ্ক আর্বির জিনিসপত্র তার বাবা-মা'র কাছে পাঠাতে গিয়ে বেল্টটি পায়। অক্ষত।'

গভীর শ্বাস নিল ম্যাট। 'তুমি ইঙ্গিত করতে চাইছ ছেলেটাকে কারাগারে খুন করা হয় এবং ঘটনাটাকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে?'

'আমি তোমাকে কিছুই ইঙ্গিত করছি না। শুধু ঘটনাগুলো বলছি। অলিভার রাসেল একবার আমাকে একসট্যাসি দিতে চেয়েছিল। সে যখন গভর্নর পদের জন্য নির্বাচনী লড়াইতে ব্যস্ত, ওই সময় এক সেক্রেটারি একসট্যাসি সেবন করে মারা যায়। অলিভার গভর্নর থাকাকালীন তার সেক্রেটারিকে অজ্ঞান অবস্থায় পার্কে পাওয়া যায়। তাকেও একসট্যাসি খাওয়ানো হয়েছিল। সে কোমার মধ্যে চলে যায়। লোনারগান শুনেছে অলিভার হাসপাতালে ফোন করে বলেছে মেয়েটির মুখ থেকে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম খুলে ফেলতে।' সামনে ঝুঁকে এল লেসলি। 'যে রাতে খুন হল ক্লোয়ি হাউস্টন, সেদিন ইমপেরিয়াল স্যুইট থেকে হোয়াইট হাউজে ফোন করা হয়। ফ্রাঙ্ক হোটেলের টেলিফোন রেকর্ড চেক করেছে। পনেরো অক্টোবরের পাতাটি অদৃশ্য। প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি লোনারগানকে বলেছে ওই রাতে জেনারেল হুইটম্যানের সঙ্গে বৈঠক ছিল প্রেসিডেন্টের। কিন্তু কোনো বৈঠক হয়নি। ফ্রাঙ্ক গভর্নর হাউস্টনের সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি জানিয়েছেন ক্লোয়ি বন্ধুদের সঙ্গে

ট্যুরে হোয়াইট হাউজে গিয়েছিল। গভর্নর তাঁর মেয়েকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল ঘরে। 'ফ্রাঙ্ক লোনারগান এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট বেকার।

'কার্ল গোরম্যানকে খুঁজছে। সে ইমপেরিয়াল সুইট বুক করেছিল।'

জেরেমি রবিনসন বলল, 'আমি দুঃখিত। আমাদের এখানে যারা কাজ করেন তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো তথ্য আমরা দিতে পারব না।'

ফ্রাঙ্ক লোনারগান বলল, 'আমি শুধু বাড়ির ঠিকানাটা চাইছি যাতে আমি—'

'বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লাভ হবে না। মি. গোরম্যান ছুটিতে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোনারগান। 'কী আর করা। ভেবেছিলাম সে কিছু শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে।'

'শূন্যস্থান পূরণ?'

'হ্যাঁ। আমরা আপনার হোটেলে গভর্নর হাউস্টনের মেয়ের মৃত্যু নিয়ে বড় একটা স্টোরি করছি। ঠিক আছে, গোরম্যানের সাক্ষাৎকার ছাড়াই গল্পটা লিখতে হবে।' কলম আর প্যাড বের করল সে। 'এ হোটেল কবে চালু হয়? এর সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই আমি, কারা এর ক্লায়েন্ট—'

ভুরু কোঁচকাল জেরেমি রবিনসন। 'এক মিনিট! এসবের তো কোনো দরকার নেই। মেয়েটা তো অন্য কোথাও মরে যেতে পারত।'

কণ্ঠে সহানুভূতি ফোটাল লোনারগান, 'তা পারত। তবে ঘটনা তো ঘটেছে এখানে। আপনার হোটেল ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি মতো বিখ্যাত হয়ে উঠবে।'

'মি.—'

'লোনারগান।'

'মি. লোনারগান, বলছিলাম কী, এ-ধরনের পাবলিসিটি আসলে ব্যবসার জন্য খুব ক্ষতিকর। অন্য কোনোভাবে যদি—'

একমুহূর্ত চিন্তা করল লোনারগান। 'অবশ্য মি. গোরম্যানের সঙ্গে যদি কথা বলা যেত তাহলে হয়তো ভিন্ন আঙ্গিকে গল্পটা লিখতাম আমি।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আমি আপনাকে তার ঠিকানা দিচ্ছি।'

নার্ভাস বোধ করছে ফ্রাঙ্ক লোনারগান। আউটলাইনগুলো এখন একটা আকার পেতে শুরু করেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে হত্যা-ষড়যন্ত্র জড়িত এবং উচ্চতম পর্যায় থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। হোটেল ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করার আগে নিজের বাড়িতে ঢুকল লোনারগান। ওর স্ত্রী রিটা ডিনারের আয়োজনে তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। তার মাথার চুল লাল, সবুজ চোখ দ্যুতিময়, ফর্সা। স্বামীকে অসময়ে বাড়ি আসতে দেখে অবাক রিটা।

'ফ্রাঙ্ক,'তুমি এসময় বাড়িতে?'

'আমার সুন্দরী বউটাকে একবার দেখে যেতে খুব ইচ্ছে করল। তাই চলে এলাম।'

লোনারগানের মুখের দিকে তাকাল রিটা। 'উঁহুঁ। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। কী সেটা?'

ইতস্তত করল লোনারগান। 'তোমার মা'র সঙ্গে দেখা হয় না কতদিন?'

'গত হপ্তায়ই তো দেখা হল। কেন?'

'তোমার মা'র বাসা থেকে আরেকবার ঘুরে আসো না কেন, হানি?'

'কোনও সমস্যা?'

দাঁত বের করে হাসল সে। 'সমস্যা?' সে ম্যান্টেলের দিকে হেঁটে গেল। 'তুমি এটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারো। আমরা এখানে পুলিৎজার প্রাইজ এবং পিবডি অ্যাওয়ার্ড রাখব।'

'মানে?'

'আমি এমন একটা কাজ করতে চলেছি যা গোটা পৃথিবীকে নাড়া দেবে—আঁতকে উঠবে উঁচু মহলের মানুষজন। এরকম স্টোরি আমার জীবনে আসেনি কোনোদিন।'

'এর সঙ্গে আমার মাকে দেখতে যাওয়ার কী সম্পর্ক?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোনারগান। 'বিপদ টিপদ যদি হয়। কিছু লোক আছে চায় না এই গল্পটা ছাপা হোক। গল্পটা ছাপা হওয়ার আগপর্যন্ত তুমি বাড়ির বাইরে থাকলে আমি নিশ্চিন্তবোধ করব।'

'কিন্তু তুমি যদি বিপদে পড়ো—'

'আমি বিপদে পড়ব না।'

'তুমি ঠিক জানো কোনো সমস্যা ঝামেলায় পড়বে না?'

'অবশ্যই। তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। রাতে তোমাকে ফোন করব।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল রিটা।

ঘড়ি দেখল লোনারগান। 'আমি তোমাকে ট্রেন স্টেশনে পৌছে দেব।'

একঘন্টা পরে লোনারগান চলে এল হুইটন এলাকায়। ইটের একটি বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল। নামল গাড়ি থেকে। এগিয়ে গেল সদর-দরজার দিকে। বেল টিপল। সাড়া নেই। আবার বেল টিপল। অপেক্ষা করছে। হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। মাঝবয়সী বিশালদেহী এক মহিলা দাঁড়াল দোরগোড়ায়। সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে লোনারগানকে।

'বলুন!'

'আমি ইন্টারনাল রেভিন্যু সার্ভিস থেকে এসেছি,' বলল লোনারগান। আইডি কার্ড দেখাল। 'কার্ল গোরম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমার ভাই এখানে নেই।'

'কোথায় আছে জানেন?'

'না।' চটজলদি জবাব।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোনারগান, 'আপনি তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করুন। আমি ডিপার্টমেন্টকে বলছি ভ্যান পাঠিয়ে দিতে।' সে তার গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

'দাঁড়ান! কিসের ভ্যান? কী বলছেন আপনি!'

থেমে দাঁড়াল লোনারগান। ঘুরল। 'আপনার ভাই বলেনি আপনাকে?'

'কী বলবে?'

লোনারগান বাড়ি থেকে পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। 'সে ঝামেলায় আছে।'

উদ্বেগ ফুটল মহিলার চেহারায়। 'কীরকম ঝামেলা?'

'সে ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। আমি এসেছিলাম তাকে সাবধান করে দিতে। তাকে সাহায্য করতে চাইছিলাম যাতে এ বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু—' কাঁধ ঝাঁকাল লোনারগান। 'যখন সে বাসায় নেই...' চলে যেতে পা বাড়াল আবার।

'দাঁড়ান! ও—ও ফিশিং লজে আছে। আ-আমাকে বলতে নিষেধ করেছিল।'

'আমাকে বললে কোনো সমস্যা নেই।'

'আমার ভাই ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে বেড়াতে গেছে। সানশাইন ফিশিং লজ-এ আছে। লেকের ধারে।'

'বেশ। তার সঙ্গে ওখানে যোগাযোগ করব আমি।'

'আচ্ছা, ওর কোনো বিপদ হবে না তো?'

'আরে না। আমি আছি না।' বলল লোনারগান। 'আমি সব সামলে নেব।'

লোনারগান একটি 1-95 নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা শুরু করল। রিচমন্ড এখান থেকে একশো মাইল দূরে। বছরকয়েক আগে ওখানে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল লোনারগান। সে ভাগ্যবান। লেকে প্রচুর মাছ পেয়েছে।

আশা করল এবারও তার প্রতি সদয় থাকবে ভাগ্য।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এ বৃষ্টিতে বরং মাছ ধরে সুখ। মাছধরাও পড়ে বেশ। বোট নিয়ে লেকের মাঝখানে চলে এসেছে কার্ল গোরম্যান। তবে এখনও তার বঁড়শিতে ঠোকর দেয়নি মাছ। মাছদের তাড়া নেই বোধহয়। গোরম্যানেরও তাড়া নেই। তার মনে এখন খুব ফুর্তি। কিছুদিনের মধ্যে বিরাট বড়লোক হয়ে যাবে সে। একেই বলে ভাগ্য। শুধু ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকতে হয়। সে মনরো আর্মসে ফিরে আসছিল ভুলে ফেলে যাওয়া জ্যাকেটটি নিয়ে যেতে। গ্যারেস থেকে বেরুচ্ছে, এমন সময় প্রাইভেট এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। এলিভেটর থেকে যিনি বেরুলেন তাকে দেখে কাঠ হয়ে গেল গোরম্যান। নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকল সে। দেখল লোকটি এলিভেটরে ঢুকে হাতের ছাপ মুছে ফেললেন, তারপর চলে গেলেন গাড়ি নিয়ে।

পরদিন খবরের কাগজে খুনের খবরটা দেখার পরে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিল গোরম্যান। মানুষটার জন্য তার দুঃখ লাগল। আমি তার ভক্ত। কিন্তু মুশকিল হল কেউ বিখ্যাত হয়ে গেলে সে আর লুকিয়ে থাকতে পারে না। যেখানেই যাও, পৃথিবী তোমাকে চিনে ফেলবে। উনি আমাকে নীরবে টাকা দেবেন। এ ছাড়া তার

উপায়ও নেই। প্রথমে একলাখ ডলার দিয়ে শুরু করব। একবার টাকা দিতে শুরু করলে বারবার তাঁকে টাকা দিয়ে যেতেই হবে। আমি ফ্রান্সে একটা শ্যাতো অথবা সুইজারল্যান্ডে শ্যালে কিনব।

সুতোর মাথায় কিছু একটা টান খেল। মাছ! মাছটা ছুটে পালাতে চাইছে। কোথায় যাবে বাছাধন। তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

দূরে একটা স্পিডবোটের শব্দ শুনতে পেল সে। বিশালাকৃতির বোট। ছুটে আসছে এদিকেই। লেকে পাওয়ার-বোট কেন যে চালাতে দেয়! মাছগুলো ভয়ে সব পালিয়ে যাবে যে! বোটটাকে শাঁ শাঁ করে ওর দিকে ছুটে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল গোরম্যান।

'এত কাছে আসবেন না,' চেঁচাল সে।

কিন্তু বোট অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটে আসতেই লাগল।

'হেই! সাবধান! করছেন কী। ফর গডস শেক—'

স্পিডবোট সোজা আছড়ে পড়ল রো-বোটের গায়ে, দু-টুকরো করে দিল কাঠের ডিঙিটাকে, পানির নিচে তলিয়ে গেল গোরম্যান।

শালা মাতাল! বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে গোরম্যান। প্রাণপণে সাঁতরে সারফেসে মাথা তুলল। স্পিডবোট বৃত্তাকারে ঘুরে সোজা ওকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল। স্পিডবোটটা ওর খুলি চুরমার করে দেয়ার পূর্বমুহূর্তে কার্ল গোরম্যান টের পেল ওর বঁড়শিতে আটকা পড়া মাছটা নিজেকে মুক্ত করার জন্য সুতো টানছে।

ফ্রাঙ্ক লোনারগান পৌঁছে দেখল লেকের পাড়ে পুলিশের গাড়ি, মানুষের ভিড়। একটা অ্যাম্বুলেন্সও আছে। অ্যাম্বুলেন্সটাকে চলে যেতে দেখল সে।

গাড়ি থেকে নামল লোনারগান। এক লোককে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ভাই?'

'এক লোক মারা গেছে। স্পিডবোটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।'

লোকটি কে বুঝতে পারল লোনারগান।

মাঝরাত। ফ্রাঙ্ক লোনারগান নিজের বাসায় কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ধ্বংস করে দেয়ার লেখাটি লিখছে। এ লেখা তাকে নিশ্চিতভাবে পুলিৎজার পুরস্কার জুটিয়ে দেবে। উইওয়ার্ড এবং বার্নাস্টাইনের চেয়েও খ্যাতি লাভ করবে সে। এ হল শতাব্দীর সেরা গল্প।

ডোরবেলের শব্দে বাধা পেল লোনারগান। চেয়ার ছেড়ে উঠল। এগিয়ে গেল সদর দরজায়।

'কে?'

'লেসলি স্টুয়ার্ট একটি প্যাকেজ পাঠিয়েছেন।'

নতুন কোনো তথ্য পেয়েছে নিশ্চয়। দরজা খুলল লোনারগান। ধাতব একটা ঝলক দেখল সে, তারপর তীব্র ব্যথায় ছিঁড়ে গেল বুক।

তারপর আর কিছু নেই।

কুড়ি

ফ্রাঙ্ক লোনারগানের লিভিংরুমের চেহারা হয়েছে হারিকেনে বিধ্বস্ত ঘরের মতো। সবগুলো ড্রয়ার এবং কেবিনেট খোলা, ভেতরের জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়ানো।

নিক রিজ দেখল ফ্রাঙ্ক লোনারগানের লাশ সরিয়ে ফেলা হল। ডিটেকটিভ স্টিভ ব্রাউনের দিকে ফিরল সে। 'কী ধরনের অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে জানা গেছে?'

'না।'

'প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'হুঁ। মিসেস লোনারগান আসছেন। রেডিওতে খবর শুনেছেন। গত ছ-মাসে এখানে ডাকাতির আরও ঘটনা ঘটেছে এবং—'

'আমি শিওর এটা ডাকাতি না। আমি জানতে চাই লোনারগান কী নিয়ে লিখছিল। ড্রয়ারে কোনো কাগজপত্র পাওনি?'

'নাহ্।'

'কোন নোট?'

'কিছু না।

'হয় ওর কাছে কিছু ছিল না অথবা কেউ সবকিছু নিয়ে গেছে।' টেবিলে হেঁটে গেল নিক। টেবিল থেকে একটা তার ঝুলছে, আলগা।

'কী এটা?'

এগিয়ে এল ডিটেকটিভ ব্রাউন। 'কম্পিউটার চালানোর পাওয়ার কেব্‌ল। এখানে নিশ্চয় কোনো কম্পিউটার ছিল।'

'ওরা বোধহয় কম্পিউটার নিয়ে গেছে। লোনারগান নিশ্চয়ই তার ফাইলের কপি সেভ করে রেখেছে। দ্যাখো, সে ফাইল কোথায়।'

লোনারগানের গাড়িতে, ব্রিফকেসে ব্যাকআপ ডিস্কটি পাওয়া গেল। রিজ ওটা ব্রাউনকে দিল।

'এটা হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাও। পাসওয়ার্ড দিয়ে এটাকে বোধহয় খোলা যাবে। ক্রিস কলবিকে দেখতে বলো। সে এ-ব্যাপারে এক্সপার্ট।'

অ্যাপার্টমেন্টের সদর-দরজা খুলে গেল। ঢুকল রিটা লোনারগান। তার চেহারা ম্লান, বিধ্বস্ত। গোয়েন্দাদেরকে দেখে থমকে গেল সে।

'মিসেস লোনারগান?'

'আপনারা—!'

'ডিটেকটিভ নিক রিজ। হোমিসাইড। ইনি ডিটেকটিভ ব্রাউন।'

রিটা চারপাশে চোখ বুলাল। 'কোথায়—?'

'আপনার স্বামীর লাশ আমরা সরিয়ে ফেলেছি, মিসেস লোনারগান, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। জানি আপনার মন খুব খারাপ। তবু কিছু প্রশ্ন করতেই হচ্ছে।'

রিজের দিকে তাকাল রিটা, হঠাৎ চোখে ফুটল ভয়। এ প্রতিক্রিয়া ঠিক আশা করেনি রিজ। মহিলা ভয় পেল কেন?

'আপনার স্বামী একটা স্টোরি লিখছিলেন, তাই না?'

স্বামীর কথাগুলো মনে পড়ে গেল রিটার। *'আমি দারুণ একটা জিনিস লিখছি। সবাই চমকে যাবে—সাড়া পড়ে যাবে উঁচুমহলে।'*

'মিসেস লোনারগান?'

'আ-আমি কিছু জানি না।'

'উনি কী অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছিলেন আপনি জানেন না?'

'না। ফ্রাঙ্ক তার কাজ নিয়ে কখনও আমার সঙ্গে আলোচনা করত না।' খোলা ড্রয়ার এবং কেবিনেটের ওপর থেকে তার চোখ ঘুরে এল।

'নিশ্চয়ই কোনো চোরের কাজ।'

পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিবিনিময় করল ডিটেকটিভ রিজ এবং ডিটেকটিভ ব্রাউন।

'আপনারা কিছু মনে না করলে আমি একটু একা থাকতে চাই।'

'অবশ্যই। আপনার জন্য আমরা কিছু করতে পারি?'

'না। আপনারা—আপনারা এখন চলে গেলেই খুশি হব।'

'আমরা আবার ফিরে আসব।' বলল নিক রিজ।

পুলিশ সদরদপ্তরে ফিরে ম্যাট বেকারকে ফোন করল ডিটেকটিভ রিজ। 'আমি ফ্রাঙ্ক লোনারগানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি। আপনি কি জানেন উনি কী নিয়ে কাজ করছিলেন?'

'হ্যাঁ। ক্লোয়ি হাউস্টনের হত্যাকাণ্ড নিয়ে।'

'আচ্ছা। তিনি কি স্টোরি ফাইল করে রাখতেন?'

'না। কোনো খবর পেলে আমাকে কি জানাবেন?'

'কোনো খবর পেলে আপনিই সবার আগে জানবেন,' তাকে আশ্বস্ত করল রিজ।

পরদিন সকালে ডানা ইভান্স গেল টম হকিন্সের অফিসে। 'আমি ফ্রাঙ্কের মৃত্যু নিয়ে স্টোরি করতে চাই। ওর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

'বেশ। আমি সঙ্গে ক্যামেরা ক্রু দিয়ে দিচ্ছি।'

ওইদিন বিকেলে ডানা এবং তার ক্যামেরা-ক্রু গাড়ি নিয়ে থামল ফ্রাঙ্ক লোনারগানের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে। ক্যামেরা ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে লোনারগানের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল ডানা, বেল টিপল। এ-ধরনের ইন্টারভ্যু করতে ভয় লাগে ডানার। ভয়ংকর অপরাধের শিকারদের টিভি-পর্দায় দেখাতেই তার খারাপ লাগে, তার চেয়েও কষ্টকর মনে হয় শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকগাঁথা পর্দায় তুলে ধরার কাজটি।

খুলে গেল দরজা, দোরগোড়ায় রিটা লোনারগান দাঁড়িয়ে।

'কী চাই—?'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিসেস লোনারগান। আমি WTE'র ডানা ইভান্স। আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই—'

একমুহূর্তের জন্য জমে গেল রিটা, তারপর চিৎকার করে উঠল, 'খুনীর দল!' ঘুরল সে, দৌড়ে চলে গেল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে।

ডানা তাকাল ক্যামেরাম্যানের দিকে। হতভম্ব। 'দাঁড়াও ওখানে।' সে ভেতরে গেল। রিটা লোনারগানকে বেডরুমে পেয়ে গেল। 'মিসেস লোনারগান—'

'বেরিয়ে যান! আপনারাই আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন।'

বোকা হয়ে গেল ডানা। 'কী বলছেন আপনি!'

'আপনারা ওকে এমন বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন সে আমাকে শহর থেকে চলে যেতে বলেছিল। কারণ... কারণ ও ভয় পেয়েছিল আমার জানের ওপর হামলা হতে পারে।'

ডানা আতঙ্কবোধ করল। 'কী-কী ধরনের স্টোরি নিয়ে কাজ করছিলেন উনি?'

'বলেনি আমাকে ফ্রাঙ্ক।' হিস্টিরিয়ার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করছে রিটা। 'বলেছিল কাজটা নাকি খুব—খুবই বিপজ্জনক। পুলিৎজার পুরস্কার পাবার কথা বলছিল ও এবং—' কাঁদতে শুরু করল সে। ডানা এগিয়ে গেল রিটার কাছে, একটা হাত রাখল ওর কাঁধে।

'আমি খুব দুঃখিত। উনি আর কিছু বলেছেন?'

'না। বলল আমার কদিনের জন্য বাড়ির বাইরে থাকা উচিত। সে গাড়ি করে আমাকে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেয়। ফিরে যায় এক হোটেল ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

' কোন্ হোটেলের ক্লার্ক?'

'মনরো আর্মস।'

'আপনার এখানে আগমনের কারণ আমি বুঝতে পারছি না মিস ইভান্স,' আপত্তি জানাল জেরেমি রবিনসন। 'লোনারগান আমাকে কথা দিয়েছিলেন তাঁকে সহযোগিতা করলে আমাদের হোটেল নিয়ে কোনো আজেবাজে কথা লিখবেন না।'

'মি. রবিনসন, মি. লোনারগান মারা গেছেন। আমার শুধু কিছু তথ্য দরকার।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল জেরেমি রবিনসন। 'আমি কিছুই জানি না।'

'আপনি মি. লোনারগানকে কী বলেছিলেন?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবিনসন। 'তিনি আমাদের হোটেল ক্লার্ক কার্ল গোরম্যানের ঠিকানা চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে ঠিকানাটা দিই।'

'মি. লোনারগান কি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাকে ঠিকানাটা দিন।'

জেরেমি ডানাকে একমুহূর্ত দেখল। আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'বেশ। সে তার বোনের সঙ্গে থাকে।'

কয়েক মিনিট পরে ঠিকানা পেয়ে গেল ডানা। রবিনসনকে হোটেল ছাড়তে দেখল। ফোন তুলল সে, ডায়াল করল হোয়াইট হাউজের নাম্বারে। তার অবাক লাগছে সবাই এ কেসটা নিয়ে কেন এত মাথা ঘামাচ্ছে।

ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার এক্সপার্ট ক্রিস কলবি ডিটেকটিভ রিজের অফিসভবনে ঢুকল হাতে একটি ফ্লপি ডিস্ক নিয়ে। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'কী পেলে?' জিজ্ঞেস করল ডিটেকটিভ রিজ।

গভীর দম নিল ক্রিস কলবি। 'শুনলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ডিস্কে যা আছে তার একট প্রিন্ট আউট এটা।'

প্রিন্ট আউট পড়তে লাগল ডিটেকটিভ রিজ, চেহারায় ফুটল অবিশ্বাস। 'মাদার অব গড! এটা ক্যাপ্টেন মিলারকে দেখাতে হবে।'

ক্যাপ্টেন অটো মিলার প্রিন্টআউট পড়া শেষ করে ডিটেকটিভ রিজের দিকে তাকালেন। 'আ-আমি এরকম জিনিস এই প্রথম দেখলাম।'

'এরকম জিনিস এর আগে কেউ কখনও দেখেও নি,' বলল রিজ।

'এটা নিয়ে এখন করব কী?'

ধীরে ধীরে বললেন ক্যাপ্টেন মিলার। 'এটাকে ইউ.এস. অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে পাঠাব।'

অ্যাটর্নি জেনারেল বারবারা গাটলিনের অফিসে জড়ো হল সবাই। তাঁর রুমে আছেন এফবিআই পরিচালক স্কট ব্রানডন; ওয়াশিংটন চিফ অব পুলিশ ডিন বার্গস্ট্রম, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স পরিচালক জেমস ফ্রিশ, এবং সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস এডগার গ্রেভস।

বারবারা গাটলিন বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদেরকে এখানে আসতে বলেছি আপনাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার জন্য। সত্যি বলতে কী, বুঝতে পারছি না কীভাবে আমি এগোব। একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রাঙ্ক

লোনারগান ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ক্লোয়ি হাউস্টনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে মাঝপথে খুন হয়ে যান। আমি আপনাদেরকে একটি পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাব। পুলিশ এটি লোনারগানের গাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে।' তিনি হাতের প্রিন্টআউটের দিকে তাকালেন।

পড়তে শুরু করলেন। জোরে জোরে :

'একথা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কমপক্ষে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন এবং জড়িত রয়েছেন আরও চারটার সঙ্গে—'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন স্কট ব্রানডন।

'আমাকে শেষ করতে দিন,' আবার পড়া শুরু করলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

'আমি নিচের তথ্যগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে জোগাড় করেছি। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর মালিক ও প্রকাশক লেসলি স্টুয়ার্ট শপথ করে বলেছেন অলিভার রাসেল একদা তাঁকে লিকুইড একসট্যাসি নামে অবৈধ একটি মাদক সেবনে প্রলুব্ধ করেছিলেন।

'অলিভার রাসেল কেনটাকির গভর্নর পদে নির্বাচন করার সময় স্টেট ক্যাপিটাল ভবনের লিগাল সেক্রেটারি লিসা বারনেট তাঁকে হুমকি দেন যৌননির্যাতনের মামলা করবেন। রাসেল তাঁর এক কলিগকে বলেছিলেন তিনি লিসার সঙ্গে কথা বলবেন। পরদিন লিসা বারনেটের ল্যাশ কেনটাকি নদীতে ভেসে থাকতে দেখা যায়। লিকুইড একসট্যাসির ওভারডোজ ছিল তার মৃত্যুর কারণ।

'এরপর গভর্নর অলিভার রাসেলের সেক্রেটারি মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ডকে গভীর রাতে একটি পার্কের বেঞ্চে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। লিকুইড একসট্যাসির কারণে কোমায় চলে যায় সে। পুলিশ তার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় ছিল যাতে জানতে পারে কে তাকে নিষিদ্ধ মাদকটি খাইয়ে ছিল। অলিভার রাসেল হাসপাতালে ফোন করে মিরিয়ামের লাইফ-সাপোর্ট খুলে ফেলতে বলেন। মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ড কোমার মধ্যেই মারা যায়।

'ক্লোয়ি হাউস্টনও লিকুইড একসট্যাসির ওভারডোজের কারণে মারা গেছে। আমি শুনেছি মৃত্যুর রাতে হোটেল স্যুইট থেকে হোয়াইট হাউজে একটি ফোন করা হয়। হোটেল টেলিফোন রেকর্ড চেক করতে গিয়ে ওইদিনের পাতাটি খুঁজে পাইনি।

'আমাকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট ওই রাতে বৈঠকে ছিলেন কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সেই বৈঠক বাতিল করা হয়। প্রেসিডেন্ট সে-রাতে কোথায় গিয়েছিলেন কেউ জানে না।

'ক্লোয়ি হাউস্টনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পল আর্বিকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্যাপ্টেন অটো মিলার হোয়াইট হাউজকে জানান পল আর্বি কোথায় আছে। পরদিন সকালে পল আর্বিকে তার সেল-এ সিলিঙে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত। বলা হয় সে কোমরের বেল্ট গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এবং তাকে সিলিং থেকে নামানোর সময় বেল্ট কেটে নামাতে হয়েছে।

কিন্তু আমি তার বেল্ট অক্ষত অবস্থায় পেয়েছি।

'এফবিআই'র এক বন্ধুর মারফত আমি জানতে পারি একটি ব্ল্যাকমেইলের চিঠি হোয়াইট হাউজে পাঠানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রাসেল এফবিআইকে হুকুম করেন চিঠিতে কার আঙুলেল ছাপ রয়েছে তা উদ্ধার করার জন্য। এফবিআই পরীক্ষা করে জানতে পারে ওই চিঠি লিখেছে মনরো আর্মস হোটেলের এক ক্লার্ক, কার্ল গোরমান। সে-ই সম্ভবত একমাত্র লোক ছিল যে জানত ইমপেরিয়াল সুইটকে ভাড়া করেছে। সে মাছ ধরতে একটি ফিশিং ক্যাম্পে গিয়েছিল। তবে তার পরিচয় জেনে যায় হোয়াইট হাউজ। ক্যাম্পে এসে দেখি খুন হয়ে গেছে গোরম্যান যেটাকে সাজানো হয়েছে দুর্ঘটনা বলে।

'এসব হত্যাকাণ্ড স্রেফ কাকতালীয় নয়। আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অপরটি জড়িত। আমি এ-ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে দিয়েছি। তবে সত্যি বলতে কী, আমি ভয় পাচ্ছি। আমার কোনোকিছু হয়ে যেতে পারে, এখন অথবা পরে।'

'মাই গড,' আঁতকে উঠলেন জেমস ফ্রিশ। 'এ... ভয়ংকর!'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

অ্যাটর্নি জেনারেল গ্যাটলিন বললেন, 'লোনারগান এটা বিশ্বাস করতেন। এ খবর যাতে প্রকাশিত হতে না পারে সম্ভবত সেজন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

'আমরা এখন কী করব?' জিজ্ঞেস করলেন চিফ জাস্টিস গ্রেভস।

'আমরা কী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইব তিনি আধডজন মানুষ খুন করেছেন কিনা?'

'এটা একটা ভালো প্রশ্ন। তাঁকে ইমপিচ করব? গ্রেফতার করব? জেলে ঢোকাব?'

'কিছু করার আগে,' বললেন গ্যাটলিন, 'আমার মনে হয় আমাদের এই পাণ্ডুলিপি প্রেসিডেন্টকে দেয়া উচিত। তাঁকে মন্তব্য করার সুযোগ দেয়া উচিত।'

সবাই এ প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

'ইতিমধ্যে যদি প্রয়োজন হয়, তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ফেলি।'

রুমের মধ্যে একজন ভাবলেন, *খবরটা পিটার টেগারকে পৌঁছে দিতে হবে।*

পিটার টেগার ফোন রেখে বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাবছে একটু আগে যে-কথাগুলো তাকে বলা হল তা নিয়ে। চেয়ার ছাড়ল সে, চলে এল ডেবোরা কেনারের অফিসে।

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'উনি মিটিঙে আছেন। আপনার যদি—'

'এক্ষুনি দেখা করা দরকার, ডেবোরা। অত্যন্ত জরুরি।'

ডেবোরা টেগারের মুখের দিকে তাকাল। 'এক মিনিট,' সে ফোন তুলে একটা বোতাম টিপল। 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট। মি. টেগার এসেছেন। বলছেন আপনার সঙ্গে দেখা করা খুবই জরুরি।' কিছুক্ষণ ও-প্রান্তের কথা শুনল সে। 'ধন্যবাদ।' রিসিভার রেখে দিল সে, ফিরল টেগারের দিকে। 'পাঁচ মিনিট।'

পাঁচ মিনিট পর। পিটার টেগার একা গেল প্রেসিডেন্টকে তার অফিসে।

'জরুরি দরকারটা কী, পিটার?'

বুক ভরে শ্বাস নিল টেগার। 'অ্যাটর্নি জেনারেল এবং এফবিআই'র ধারণা তুমি ছটি খুনের সঙ্গে জড়িত।'

হাসল অলিভার, 'এটা একরকম ঠাট্টা...'

'তাই কি? ওরা আসছেন এখানে। ওদের ধারণা তুমি ক্লোয়ি হাউস্টনকে হত্যা করেছ এবং—'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল অলিভারের চেহারা। 'কী?'

'আমি জানি—এটা পাগলামি ছাড়া কিছু না। আমাকে বলা হল সমস্ত প্রমাণ সারকামস্টাান্সিয়াল বা আনুষঙ্গিক মানে প্রমাণগুলো এখনও নিশ্চিত নয়। তুমি নিশ্চয় ব্যাখ্যা করতে পারবে মেয়েটি মারা যাবার রাতে কোথায় ছিলে।'

নিশ্চুপ হয়ে রইল অলিভার।

অপেক্ষা করছে পিটার টেগার। 'অলিভার, তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে, পারবে না?'

ঢোক গিলল অলিভার। 'না, পারব না।'

'তোমাকে পারতেই হবে।'

গম্ভীর গলায় বলল অলিভার, 'পিটার, আমাকে একটু একটা থাকতে দাও।'

পিটার টেগার ক্যাপিটাল-এ গেল সিনেটর ডেভিসের কাছে।

'এত জরুরি কী, পিটার?'

'ইয়ে মানে—ব্যাপারটা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে।'

'বলো!'

'অ্যাটর্নিং জেনারেল এবং এফবিআই'র ধারণা অলিভার খুনী।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল সিনেটর ডেভিসের, 'এসব কী বলছ তুমি!'

'তাঁরা একমত হয়েছেন অলিভার বেশ কয়েকটি খুনের সঙ্গে জড়িত। এফবিআই'র এক বন্ধু খবরটা আমাকে দিয়েছে।'

প্রমাণ সম্পর্কে যা জানে সিনেটর ডেভিসকে বলল টেগার।

টেগারের কথা শেষ হলে ধীরগলায় সিনেটর বললেন, 'দ্যাট ডাম্ব সন অব আ বীচ! তুমি জানো এর ফলে কী ঘটবে?'

'জি, স্যার। এর মানে অলিভার—'

'গুল্লি মারো অলিভারের। ওকে আমি যেখানে বসাতে চেয়েছি, বসিয়েছি। ওর কী হল না হল তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সবকিছু এখন আমার হাতে, পিটার। আমার ক্ষমতা আছে। অলিভারের নির্বুদ্ধিতার জন্য এ-ক্ষমতা আমি হাতছাড়া করতে পারব না। কারও জন্যই দেব না!'

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী করতে চাইছেন—'

'তুমি বললে ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ এখনও নিশ্চিত নয়?'

'জি। শুনলাম শক্ত কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু তার কোনো অ্যালিবাইও নেই।'

'প্রেসিডেন্ট এখন কোথায়?'

'ওভাল অফিসে।'

'ওর জন্য কিছু ভালো খবর আছে,' বললেন সিনেটর ডেভিস।

ওভাল অফিসে সিনেটর ডেভিস বসেছেন অলিভারের মুখোমুখি।

'তোমাকে নিয়ে বিব্রত হওয়ার মতো কিছু খবর আমার কানে এসেছে, অলিভার। আমি বুঝতে পারছি না কী করে কেউ ভাবছে তুমি এমন কাজ করতে পারো—'

'আমি কিছুই করিনি, টড। বিব্রত হওয়ার মতো কোনো কাজ আমি করিনি।'

'আমি জানি তুমি করোনি। কিন্তু যদি জানাজানি হয়ে যায় এরকম ভয়ংকর অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে, সন্দেহ করা হচ্ছে তোমাকে—বুঝতেই পারছ এতে অফিসের ওপর কতটা প্রভাব পড়বে।'

'অবশ্যই বুঝতে পারছি। কিন্তু—'

' তোমার মতো মানুষের ক্ষেত্রে এসব ঘটতে দেয়া যায় না, অলিভার। এই অফিস গোটা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক। নিশ্চয় তুমি এ অফিস ছেড়ে দিতে চাইবে না।'

'টড, আমি কোনো অপরাধ করিনি। তাই অপরাধবোধেও ভুগছি না।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে অপরাধী মনে করে। ক্লোয়ি হাউস্টন হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নাকি তোমার কোনো অ্যালিবাই নেই?'

এক মুহূর্ত নীরবতা। 'না।'

হাসলেন সিনেটর ডেভিস। 'তোমার স্মৃতিশক্তি এমন দুর্বল কেন, বেটা? ওইদিন সন্ধ্যায় তুমি আমার সঙ্গে ছিলে। সারাটা সন্ধ্যা আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি।'

অলিভার শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে আছে, বিভ্রান্ত। 'কী!'

'দ্যাটস রাইট। আমিই তোমার অ্যালিবাই। কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাবে না। কেউ না। আমি তোমাকে বাঁচাব, অলিভার।'

দীর্ঘ নীরবতা। অলিভার বলল, 'বিনিময়ে আপনি কী চান, টড?'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর ডেভিস। 'আমরা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন দিয়ে শুরু করব। তুমি সম্মেলন বাতিল করবে। এরপর আমরা কথা বলব। দারুণ সব

পরিকল্পনা করে রেখেছি আমি। সেইসব পরিকল্পনা বরবাদ হতে দেয়া যাবে না।'

অলিভার বলল, 'আমি শান্তি সম্মেলন করব।'

চোখ সরু হয়ে এল সিনেটরের, 'কী বললে তুমি?'

'সিদ্ধান্ত নিয়েছি পিস কনফারেন্সটা আমি করব। এ অফিসে একজন কত দীর্ঘদিন থাকতে পারে সেটা জরুরি নয়। জরুরি হল সে এখানে থাকাকালীন কী করতে পারছে।'

লাল টকটকে হয়ে গেল সিনেটর ডেভিসের চেহারা। 'তুমি জানো তুমি কী করছ?'

'হ্যাঁ।'

ডেস্কের সামনে ঝুঁকে এলেন সিনেটর। 'আমার মনে হয় না তুমি শুনতে পারছ তুমি কী করছ। ওরা তোমাকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্য ছুটে আসছে, অলিভার। তুমি নির্বোধের মতো নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ, ইউ স্টুপিড—'

ইন্টারকমে শোনা গেল একটা কণ্ঠ। 'মি. প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে কজন দেখা করতে চাইছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল গ্যাটলিন, এফবিআই'র মি. ব্রানডন, চিফ জাস্টিস গ্রেভস এবং—'

'ওঁদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সিনেটর ডেভিস বললেন, 'আমি বেহুদা একটা মরামানুষের সঙ্গে লেগে আছি। তোমাকে এ চেয়ারে বসিয়ে মস্ত ভুল করেছি, অলিভার। কিন্তু তুমি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছ। আমি তোমার ধ্বংস দেখে ছাড়ব।'

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন অ্যাটর্নি জেনারেল গ্যাটলিন। পেছন পেছন এলেন ব্রানডন, জাস্টিস গ্রেভস এবং বার্গস্টম! জাস্টিস গ্রেফস বললেন,.'সিনেটর ডেভিস...'

শুধু মাথা ঝাঁকালেন টড ডেভিস, লম্বা কদমে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বারবারা গ্যাটলিন বন্ধ করে দিলেন দরজা। হেঁটে এলেন অলিভারের ডেস্কের সামনে।

'মি. প্রেসিডেন্ট, ব্যাপারটা খুবই বিব্রতকর, তবে আশা করি বিষয়টি আপনি বুঝতে পারবেন। আপনাকে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে।'

অলিভার বলল, 'আপনারা কেন এসেছেন জানি আমি। আমি এটুকুই বলতে পারি, ওই মৃত্যুগুলোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'শুনে আমরা স্বস্তিবোধ করছি, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন স্কট ব্রানডন।

'আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি আমরা কেউই বিশ্বাস করি না এর সঙ্গে আপনি জড়িত আছেন। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অভিযোগ খতিয়ে না-দেখা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

'বুঝতে পারছি।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি কখনও একসট্যাসি সেবন করেছেন?'

'না।'

দলটি তারপরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি যদি আমাদেরকে বলতেন ক্লোয়ি হাউস্টনের মৃত্যুর দিন, পনেরোই অক্টোবর আপনি কোথায় ছিলেন...'

নীরবতা।

'মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আমি দুঃখিত। বলতে পারব না।'

'আপনি ওই দিন কোথায় ছিলেন বা কী করছিলেন নিশ্চয় মনে আছে আপনার?'

নীরবতা।

'মি. প্রেসিডেন্ট।'

'না-আমি এ মুহূর্তে ঠিক কিছু ভাবতে পারছি না। আপনারা কিছুক্ষণ পরে আসুন।'

'কত পরে?'

'রাত আটটায়।'

অলিভার দেখল ওরা চলে গেলেন। সে চেয়ার ছেড়ে উঠল, হেঁটে গেল ছোট বসার ঘরে। ওখানে কাজ করছে জ্যান। অলিভারকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে।

গভীর একটা দম নিল অলিভার। 'জ্যান, আ-আমি তোমার কাছে একটা স্বীকারোক্তি দিতে এসেছি।'

সিনেটর ডেভিস প্রচণ্ড রাগে ফুটছেন টগবগ করে। আমি কী করে এমন বোকামি করলাম? ভুল মানুষটাকে বাছাই করেছি আমি। আমার সাজানো ঘরটাকে সে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। আমি তাকে দেখিয়ে দেব আমাকে ডাবল-ক্রস করলে কী দশা হয়। সিনেটর নিজের ডেস্কে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন কী করবেন। তারপর ফোন তুলে ডায়াল করলেন।

'মিস স্টুয়ার্ট, তুমি আমাকে বলেছিলে বিশেষ কিছু দেয়ার থাকলে যেন তোমাকে ফোন করি।'

'জি, সিনেটর।'

'আমি কী চাই তা আগে বলি। এখন থেকে আমি ট্রিবিউন-এর পূর্ণ সহযোগিতা চাই—ক্যাম্পেইন কন্ট্রিবিউশন, এডিটরিয়াল, কাজ।'

'বিনিময়ে কী পাব?' জিজ্ঞেস করল লেসলি।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে। অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর বিরুদ্ধে সিরিজ মার্ডারের জন্য মাত্র ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন।'

নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল লেসলির। 'বলতে থাকুন।'

লেসলি স্টুয়ার্ট এত দ্রুত কথা বলছে যে ম্যাট বেকার একটা শব্দও বুঝতে পারছে না। 'ফর গডস শেক, শান্ত হও।' বলল সে, 'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?'

'প্রেসিডেন্ট! তাকে আমরা বাগে পেয়েছি, ম্যাট! এইমাত্র সিনেটর টড ডেভিসের সঙ্গে কথা বললাম। প্রেসিডেন্টের অফিসে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন সুপ্রিমকোর্টের চিফ জাস্টিস, চিফ অব পুলিশ, এফবিআই'র পরিচালক এবং ইউ.এস. অ্যাটর্নি জেনারেল। তাঁরা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন। তার বিরুদ্ধে একগাদা প্রমাণ আছে, ম্যাট। এবং তার নিজের স্বপক্ষে কোনো অ্যালিবাই বা প্রমাণ নেই। শতাব্দীর গল্প হতে চলেছে এটা।'

'এ জিনিস তুমি ছাপতে পারবে না।'

অবাক হল লেসলি, 'মানে!'

'লেসলি, এ গল্প ছাপার আগে এর সত্যাসত্য সম্পর্কে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার—'

'আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করতে যাই আর এই ফাঁকে ওয়াশিংটন পোস্ট গল্পটা ছেপে দিক? না, ধন্যবাদ। এ গল্প আমি হারাতে পারব না।'

'তুমি শক্ত কোনো প্রমাণ ছাড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এরকম কোনো গল্প ছাপতে পারো না—'

হাসল লেসলি, 'আমি সেরকম কিছু ছাপছিও না, ম্যাট। আমি শুধু লিখব প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তাকে ধ্বংস করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।'

'সিনেটর ডেভিস—'

'—নিজের জামাতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর ধারণা প্রেসিডেন্ট অপরাধী। আমাকে তাই বললেন।'

'কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে প্রথমে ভেরিফাই করতে হবে, তারপর—'

'কাকে নিয়ে—ক্যাথেরিন গ্রাহাম? তোমার মাথা ঠিক আছে তো? এটা এখুনি ছাপব নয়তো হারাব।'

'আমি তোমাকে এ-কাজ করতে দেব না। প্রতিটি বিষয় ভেরিফাই না-করা ছাড়া—'

'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ সে খেয়াল আছে? এটা আমার কাগজ। আমার যা ইচ্ছা তাই করব।'

চেয়ার ছেড়ে খাড়া হল ম্যাট বেকার। 'এ চরম দায়িত্বহীনতা। আমার কোনো লোক এ স্টোরি লিখবে না।'

'তাদের লিখতে হবে না। আমি নিজেই লিখব।'

'লেসলি তুমি যদি তা করো, আমি চলে যাব। চিরদিনের জন্য।'

'না, তুমি যাবে না, ম্যাট। তুমি এবং আমি একসঙ্গে পুলিৎজার পুরস্কার ভাগ করে নেব।' লেসলির কথায় কান দিল না ম্যাট, চলে গেল। তার গমনপথে তাকিয়ে বিড়বিড় করল লেসলি, 'তুমি ফিরে আসবে।'

লেসলি ইন্টারকমের বোতাম টিপল। 'জোলটেয়ারকে আসতে বলো।'

লেসলি জোলটেয়ারের দিকে তাকাল, 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় আমার রাশিফলে কী আছে জানতে চাই।'

'জি, মিস স্টুয়ার্ট। জানাচ্ছি এক্ষুনি।' বলে ছোট একটি বই টেনে নিল জোলটেয়ার। তাতে গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি আঁকা। বইটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জোলটেয়ার, বিস্ফারিত হল চোখ।

'কী ব্যাপার!'

মুখ তুলে চাইল জোলটেয়ার, 'আপনার জীবনে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। এই যে দেখুন মঙ্গল আপনার প্লুটোকে অতিক্রম করছে—'

বাধা দিল লেসলি। 'সংক্ষেপে সারকথা বলুন।'

চোখ পিটপিট করল জোলটেয়ার। 'সারকথা! বেশ।' বইয়ের দিকে তাকাল সে আবার। 'আপনি অনেক বিখ্যাত হতে চলেছেন, মিস স্টুয়ার্ট। এতই বিখ্যাত সারা পৃথিবী আপনার নাম জানবে।'

কল্পনায় লেসলি দেখতে পেল সে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়ে গেছে, গোটা পৃথিবী তার নাম জানছে...

'মিস স্টুয়ার্ট...'

স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এল লেসলি।

'আর কিছু জানতে চান?'

'না,' বলল লেসলি। 'আপনাকে ধন্যবাদ, জোলটেয়ার।

ওইদিন সন্ধ্যা সাতটা। লেসলি তার লেখার প্রুফের দিকে তাকিয়ে আছে। হেডলাইন করেছে : প্রেসিডেন্ট রাসেলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা। ছয়টি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

লেসলি তার ম্যানেজিং এডিটর লাইল ব্যানিস্টারের দিকে তাকাল।

'এটা ছাপিয়ে দাও। একঘণ্টার মধ্যে এটা রাস্তার মানুষের হাতে চলে গেছে আমি দেখতে চাই। WTE-ও যেন একই সময় খবরটা প্রকাশ করে।'

ইতস্তত করল লাইল ব্যানিস্টার, 'ম্যাট বেকারের কি একবার এতে চোখ বুলানো দরকার ছিল না?'

'এটা তার কাগজ নয়। আমার কাগজ। ছাপাও। এক্ষুনি।'

'জি, ম্যাম।'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বারবারা গ্যাটালিন তাঁর দলবল নিয়ে হোয়াইট হাউজে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না, তবু প্রস্তুতির জন্য আমি প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতারের পরোয়ানা নিয়ে যাব।'

ত্রিশ মিনিট পরে অলিভারের সেক্রেটারি বলল, 'অ্যাটর্নি জেনারেল গ্যাটলিনসহ অন্যান্যরা চলে এসেছেন।'

'পাঠিয়ে দাও।'

ম্লানমুখে অলিভার দেখল ওঁরা ওভাল অফিসে ঢুকলেন। জ্যান তার স্বামীর হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

বারবারা গ্যাটলিন বললেন, 'আপনি আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য কি এখন প্রস্তুত, মি. প্রেসিডেন্ট?'

মাথা ঝাঁকাল অলিভার। 'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, ক্লোয়ি হাউস্টন কি পনেরোই অক্টোবর আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল?'

'করেছিল।'

'আপনি তার সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'না। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দিই।'

ফোনটা এসেছিল ঠিক তিনটার আগে। ডার্লিং, আমি। আমি মেরিল্যান্ডের বাড়িতে, পুলের পাশে বসে আছি। নগ্ন। অপেক্ষা করছি তোমার জন্য।

'আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

অলিভার দলটিকে অবাক করে দিয়ে সাইডডোর দিয়ে পাশের ডেন-এ ঢুকল। খুলল। সিলভিয়া পিসোনে ঢুকলেন ঘরে।

'ইনি সিলভিয়া পিসোনে।' ঘোষণার সুরে বলল অলিভার।

'ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী। পনেরোই অক্টোবর আমি এবং মিসেস পিসোনে তার মেরিল্যান্ডের বাড়িতে কাটিয়েছি। আমি তাঁর ওখানে বিকেল চারটার সময় যাই। দুজনে একত্রে রাত দুটো পর্যন্ত সময় কাটাই। আমি ক্লোয়ি হাউস্টন কিংবা অন্য কারও মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানি না।'

একুশ

টম হকিন্সের অফিসে ঢুকল ডানা। 'টম, মজার একটা খবর জানলাম। ফ্রাঙ্ক লোনারগান খুন হওয়ার আগে মনরো আর্মসের ক্লার্ক কার্ল গোরম্যানের কাছে গিয়েছিল। গোরম্যান বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে বলে ধারণা করা হয়। সে তার বোনের সঙ্গে থাকত। আমি একজন ক্রুকে নিয়ে ওখানে যাব। রাত দশটার খবরে বিষয়টা দেখাব।'

'এটা বোট অ্যাক্সিডেন্ট নয় বলছ?'

'না। কারণ খুব বেশি কাকতালীয় ঘটনা এর সঙ্গে জড়িত।'

টম হকিন্স একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করছি।'

'ধন্যবাদ। এই রইল ঠিকানা। ক্যামেরা ক্রুকে ওখানে যেতে বোলো। আমি বাড়ি যাচ্ছি কাপড় বদলাতে।'

ডানা তার বাড়িতে আসার পর থেকে মনে হল কোথাও একটা ভজকট হয়ে গেছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। সারায়েভোতে থাকার সময় বিপদের আশঙ্কায় এভাবে সতর্ক হয়ে উঠত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কেউ এখানে এসেছিল। সে ধীরপায়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, পরীক্ষা করে দেখল ক্লজিট। খোয়া যায়নি কিছুই। *হয়তো এ আমার কল্পনা,* মনে মনে বলল ডানা। কিন্তু কথাটা নিজেরই বিশ্বাস হল না।

কার্ল গোরম্যানের বোনের বাসায় হাজির হয়ে গেল ডানা। দেখল আগেই ওখানে ইলেকট্রনিক নিউজ-গ্যাদারিং ভেহিক্‌ল পৌঁছে গেছে। রাস্তার পাশে পার্ক করা। ডানার জন্য অপেক্ষা করছিল সাউন্ডম্যান অ্যান্ড্রু রাইট এবং ক্যামেরাম্যান ভারনন মিলস।

'ইন্টারভ্যু কোথায় করব?' জিজ্ঞেস করল মিলস।

'বাড়ির ভেতরে। রেডি হলে ডাকব তোমাকে।'

'আচ্ছা।'

ডানা সদর-দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিল ম্যারিয়ান গোরম্যান।

'বলুন!'

'আমি—'

'ওহ্! আমি আপনাকে চিনি। দেখেছি টিভিতে।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' বলল ডানা।

ইতস্তত করল মারিয়ান। 'আচ্ছা, আসুন।' ডানা তার পেছন পেছন ঢুকল লিভিংরুমে।

ডানাকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিল মারিয়ান। 'আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন, তাই না? ও খুন হয়েছে। জানি আমি।'

'কে তাকে খুন করেছে?'

অন্যদিকে তাকাল মারিয়ান, 'জানি না।'

'ফ্রাঙ্ক লোনারগান আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

চোখ সরু হয়ে এল মহিলার। 'সে আমার সঙ্গে চালাকি করেছে। তাকে আমি বলেছিলাম কোথায় আমার ভাইকে পাওয়া যাবে এবং—' চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। 'এখন কার্ল আর নেই।'

ডানা বলল, 'টিভির জন্য আপনার সংক্ষিপ্ত একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই। আপনার ভাইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবেন, বলবেন এ শহরের অপরাধ কেমন দৃষ্টিতে দেখছেন।'

মাথা ঝাঁকাল মারিয়ান গোরম্যান। 'তা বলতে আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ।' ডানা সদর-দরজা খুলে দিল। হাত তুলে ইশারা করল ভারনন মিলসকে। সে ক্যামেরা নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল, পেছনে অ্যান্ড্রু রাইট।

'আমি এর আগে কখনও টিভিতে ইন্টারভ্যু দিইনি, 'বলল মারিয়ান।'

'এতে নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।'

ক্যামেরা নিয়ে লিভিংরুমে ঢুকল ভারনন। 'কোথায় বসে শুট করতে চাও?'

'এখানে, এই লিভিংরুমে বসে,' ঘরের এককোণে ইঙ্গিত করল। 'ওখানে ক্যামেরা বসাতে পারো।'

ভারনন ক্যামেরা বসাল। হেঁটে এল ডানার কাছে। দুই মহিলার জ্যাকেটে মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিল। 'প্রস্তুত হলেই শুরু করতে পারি আমরা।'

মারিয়ান গোরম্যান বলে উঠল, 'না! এক মিনিট! আমি দুঃখিত। আ-আমি ইন্টাভ্যু দিতে পারব না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'কারণ... ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। আপনার সঙ্গে কি একান্তে একটু কথা বলতে পারি আমি?'

'পারেন,' ভারনন এবং রাইটের দিকে তাকাল ডানা। 'ক্যামেরা যেখানে আছে সেখানেই থাক। তোমাদেরকে আমি পরে ডাকছি।'

মাথা দোলাল ভারনন। 'আমরা ভ্যানে থাকব।'

ডানা ফিরল মারিয়ান গোরম্যানের দিকে। 'টিভিতে সাক্ষাৎকার দেয়া আপনার জন্য বিপজ্জনক হবে কেন?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল মারিয়ান, 'আমি চাই না ওরা আমার চেহারা দেখে ফেলুক।'

'কাদের আপনি চেহারা দেখাতে চান না?'

ঢোক গিলল মারিয়ান, 'কার্ল একটা কাজ করেছে... যা আসলে ওর করা উচিত হয়নি। এ-কারণেই খুন হয়ে গেছে সে। যে লোক ওকে খুন করেছে সে লোক আমাকেও হত্যা করতে পারে।' কাঁপছে মহিলা।

'কার্ল কী করেছিল?'

'ওহ্, মাই গড,' গুঙিয়ে উঠল মারিয়ান। 'কতবার নিষেধ করেছি ওকে। শুনলই না আমার কথা।'

'কী করতে নিষেধ করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ডানা।

'ও-ও একটা ব্লাকমেইল চিঠি লিখেছিল।'

ডানা বিস্মিত হয়ে তাকাল মারিয়ানের দিকে। 'ব্ল্যাকমেইল চিঠি?'

'জি। বিশ্বাস করুন, কার্ল ভালো লোক ছিল। তবে টাকার সমস্যায় ভুগত প্রায়ই, বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে চাইত। কিন্তু যা বেতন পেত তা দিয়ে সেরকম থাকা সম্ভব ছিল না। আমি ওকে বাধা দিতে পারিনি। ওই চিঠির কারণেই খুন হয়েছে সে। এটা ভালো করেই জানি। ওরা ওকে খুঁজে পেয়েছে। এখন ওরা জানে আমি কোথায় আছি। আমিও খুন হয়ে যাব।' ফোঁপাতে লাগল সে। 'আ-আমি জানি না এখন কী করব।'

'চিঠিটি সম্পর্কে বলুন।'

গভীর দম নিল মারিয়ান। 'আমার ভাই ছুটিতে যাচ্ছিল। সে তার জ্যাকেট নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। ভাই ফিরে আসে হোটেলে। জ্যাকেট নিয়ে সে গ্যারেজে তার গাড়িতে বসেছে, এমন সময় ইমপেরিয়াল সুইটের এলিভেটরের দরজা খুলে যায়। কার্ল আমাকে বলেছিল এক লোককে সে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। ওই লোককে ওখানে দেখে অবাক হয়ে যায় কার্ল। আরও অবাক হয় লোকটিকে এলিভেটরে ফিরে গিয়ে নিজের আঙুলের ছাপ মুছতে দেখে। কার্ল এর কারণ বুঝতে পারছিল না। পরদিন সে খবরের কাগজে মেয়েটির হত্যাকাণ্ডের কথা পড়ে বুঝে যায় ওই লোকই মেয়েটিকে খুন করেছে। তাই সে এলিভেটর থেকে আঙুলের ছাপ মুছেছে।' বিরতি দিল মারিয়ান। ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'এরপর সে হোয়াইট হাউজে চিঠিটি পাঠায়।'

ধীরগতিতে প্রশ্ন করল ডানা, 'হোয়াইট হাউজ?'

'হ্যাঁ।'

'কার কাছে সে চিঠি পাঠিয়েছিল?'

'গ্যারেজে যে-লোকটিকে দেখেছিল। চোখে কালো তাপ্পিঅলা মানুষটাকে চেনেন আপনি—পিটার টেগার।'

বাইশ

পেনসিলভানিয়া এভিনু্য থেকে গাড়িঘোড়া চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে হোয়াইট হাউজের অফিস থেকে। পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সে সচেতন। *যা ঘটছে জানে সে, নিজেকে সে নিরাপদ মনে করে। অলিভার রাসেলকে গ্রেফতার করা হবে যে অপরাধ সে করেনি, তার জন্য। ভাইস প্রেসিডেন্ট মেলভিন উইকস হবেন প্রেসিডেন্ট। ভাইস প্রেসিডেন্ট উইকস থাকলে আমার হাতের মুঠোয়।* ভাবল টেগার।

সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভা আছে। পিটার টেগার অংশ নেবে ওতে। ধর্ম এবং শক্তি নিয়ে তার বক্তৃতা শুনতে পছন্দ করে লোকে। পিটার টেগার চোদ্দ বছর বয়স থেকে আকৃষ্ট হতে থাকে মেয়েদের প্রতি। ঈশ্বর তাকে প্রচণ্ড যৌনকামনা দিয়েছেন। পিটার ভেবেছিল একচক্ষুহীন বলে মেয়েরা তার কাছে ঘেঁষতে চাইবে না। উল্টো চোখের কালো তাপ্পিটা তার প্রতি মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করে তোলে। তরুণী পটানোর দুর্লভ ক্ষমতা ঈশ্বর পিটারকে দিয়েছেন। সে গাড়ির ব্যাকসিটে, বার-এ এবং বিছানায় কত মেয়েকে নিয়ে যে সঙ্গম করেছে তার হিসেব নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে একটি মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় টেগার। মহিলা দুটি সন্তানের মা হয়। এরপর টেগারের সঙ্গে পরিচয় হয় সিনেটর ডেভিসের। তার জীবনযাত্রাই পাল্টে যায়। নতুন এবং বৃহত্তর একটি প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পায় সে। রাজনীতি।

শুরুতে গোপন সম্পর্ক নিয়ে পিটার টেগারের কোনো সমস্যা ছিল না। তারপর একদিন তার এক বন্ধু তাকে একসট্যাসি নামে একটি মাদক ধরিয়ে দিল। পিটার মাদকটি ফ্রাঙ্কফোর্টের গির্জার এক সদস্য লিসা বারনেটের সঙ্গে সেবন করেছিল। কী হতে কী হয়ে গিয়েছিল জানে না টেগার। মারা যায় মেয়েটি। পুলিশ তার লাশ খুঁজে পায় কেনটাকি নদীতে।

এরপরে একের-পর-এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। অলিভার রাসেলের সেক্রেটারি মিরিয়াম ফ্রিডল্যান্ড একসট্যাসি সেবন করার পরে এমনই অসুস্থ হয়ে পড়ে যে তাকে কোমায় চলে যেতে হয়েছিল। তবে এটা আমার দোষ

নয়, ভাবল টেগার। তার কোনো ক্ষতি হয়নি, হয়েছে মিরিয়ামের। মিরিয়াম নিশ্চয় অন্য কোনো মাদক ব্যবহার করত।

এরপর আসে বেচারি ক্লোয়ি হাউস্টন। হোয়াইট হাউজের করিডর ধরে হাঁটার সময় পিটারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। সে বাথরুম খুঁজছিল।

টেগারকে দেখামাত্র চিনে ফেলেছিল ক্লোয়ি। উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছিল, 'আপনি নিশ্চয় পিটার টেগার! আপনাকে তো সবসময় টিভিতে দেখি।'

'শুনে খুশি হলাম। তোমার কোনো সাহায্য করতে পারি?'

'আমি লেডিসরুম খুঁজছি।' মেয়েটির বয়স ছিল খুবই কম এবং অসহ্য রকমের সুন্দরী।

'হোয়াইট হাউসে কোনো পাবলিক রেস্টরুম নেই, লেডি।'

'এহ্হে।' মুখ বিকৃত করেছিল মেয়েটি।

ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলেছিল টেগার, 'তোমাকে মনে হয় সাহায্য করতে পারব আমি। এসো আমার সঙ্গে।' সে মেয়েটিকে নিয়ে দোতলায় একটি প্রাইভেট বাথরুমে যায় এবং তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। মেয়েটি বেরিয়ে আসার পরে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি ওয়াশিংটনে ঘুরতে এসেছ?'

'জি।'

'তোমাকে আমি আসল ওয়াশিংটন ঘুরিয়ে দেখাতে পারব। যাবে আমার সঙ্গে?' সে বুঝতে পারছিল মেয়েটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

'যে-যেতে সমস্যা নেই—অবশ্য আপনার যদি কোনো অসুবিধা না থাকে।'

'তোমার মতো সুন্দরীর জন্য অসুবিধা থাকবে? কোনোই অসুবিধা নেই। আজ রাতে ডিনারের পরেই আমরা ঘুরতে যেতে পারি।'

হেসেছে মেয়েটি। 'শুনে উত্তেজিত বোধ করছি।'

'তোমাকে কথা দিচ্ছি উত্তেজিত হওয়ার মতো অনেক কিছুই ঘটবে। তবে কাউকে বোলো না যেন আমরা মিলিত হচ্ছি। এটা আমাদের মধ্যে একটা গোপন ব্যাপার ধরে নাও।'

'বলব না। প্রমিজ।'

'আজ রাতে মনরো আর্মস হোটেলে রুশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার বৈঠক আছে,' বলেছিল সে। লক্ষ করেছিল তার কথা গোগ্রাসে গিলছে মেয়েটি। 'বৈঠক শেষে আমরা ইমপেরিয়াল স্যুইটে ডিনার করব। তুমি সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওখানে চলে আসতে পারবে?'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোরী। 'পারব।'

সে মেয়েটিকে বলেছিল স্যুইটে ঢুকতে হলে কী করতে হবে। 'কোনো সমস্যাই হবে না। শুধু ফোন করে জানাবে তুমি এসেছ।' এবং মেয়েটি তাই করেছে।

শুরুতে বিরক্তই বোধ করেছে ক্লোয়ি হাউস্টন যখন পিটার টেগার তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, 'অমন করবেন না। আ-আমি কুমারী।'

শুনে আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে পিটার, 'তুমি যদি কিছু করতে না চাও তো করব না।' তাকে আশ্বস্ত করেছে সে। 'আমরা শুধু গল্প করব।'

'হতাশ হলেন?'

মেয়েটির হাতে চাপ দিয়েছে পিটার। 'একদমই না, মাই ডিয়ার।'

সে লিকুইড একসট্যাসির একটা বোতল বের করে জিনিসটা দুটি গ্লাসে ঢেলেছে।

'কী ওটা?' জানতে চেয়েছে ক্লোয়ি।

'এনার্জি বুস্টার। চিয়ার্স।' নিজের গ্লাস উঁচু করে ধরেছে পিটার। দেখেছে ঢকঢক করে নিজের গ্লাস খালি করে ফেলেছে মেয়েটি। 'ভালো জিনিস', বলেছে ক্লোয়ি।

পরবর্তী আধঘন্টা গল্প করে কাটিয়েছে ওরা, পিটার অপেক্ষা করছিল কখন কাজ শুরু করবে ড্রাগ। অবশেষে সে কাছ ঘেঁষে এসেছে, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। এবারে বাধা আসেনি।

'পোশাক খোলো,' বলেছে পিটার।

'খুলছি।'

পিটার দেখছিল কিশোরী বাথরুমে ঢুকছে। এরপর সে নিজে কাপড় ছাড়তে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে ক্লোয়ি। নগ্ন। ষোড়শীর কচি যৌবন উন্মাদ করে তোলে পিটারকে।

মিলন শেষে ক্লোয়ি বিছানায় উঠে বসেছিল, মাথা ঘুরছিল তার।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আ-আমি ঠিক আছি। শুধু একটু—' বিছানার কিনারে বসে ছিল সে একমুহূর্ত। 'আমি আসছি এখুনি।'

বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নেমেছে ক্লোয়ি, পা বাড়াতে গিয়ে টলে ওঠে সে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায় সে, মাথাটা ভীষণভাবে ঠুকে যায় লোহার টেবিলের ধারালো কিনারায়।

'ক্লোয়ি!' লাফ মেরে বিছানা ছেড়েছে পিটার, আরেক লাফে ক্লোয়ির পাশে। 'ক্লোয়ি।'

মেয়েটির পালস খুঁজে পায়নি সে। ওহ্ গড, ভেবেছে সে। এটা কী হল? এটা আমার দোষ নয়। ও পা পিছলে পড়ে গেছে।

চারপাশে চোখ বুলিয়েছে পিটার। আমি এ স্যুইটে এসেছি কেউ যেন জানতে না পারে। সে দ্রুত পোশাক পরেছে, বাথরুমে ঢুকে পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে এনে যেসব জায়গায় তার হাতের ছাপ থাকতে পারে বলে মনে হয়েছে সেসব জায়গা মুছতে শুরু করেছে। ক্লোয়ির পার্স নিয়েছে সে, সে যে এখানে এসেছিল তার কোনো চিহ্ন আছে কিনা লক্ষ্য করেছে ভালোভাবে। শেষে সন্তুষ্ট হয়ে প্রাইভেট এলিভেটরে চেপে নেমে এসেছে গ্যারেজে। তারপর এলিভেটরে তার আঙুলের ছাপ মুছেছে। পল আর্বি যখন তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল, নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে

তাকে সে সরিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার বুক থেকে।

এরপর এসেছিল ব্ল্যাকমেইল চিঠি। হোটেল ক্লার্ক কার্ল গোরম্যান দেখে ফেলেছিল তাকে। পিটার সাইমকে দিয়ে নিকেশ করেছে কার্লকে। বলেছিল প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার জন্য কার্লকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

সমস্যার এখানেই সমাপ্তি ঘটার কথা ছিল।

কিন্তু ফ্রাঙ্ক লোনারগান নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে। তাকেও দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখন আরেকজন সাংবাদিককে সরিয়ে ফেলতে হবে।

তার সামনে এখন হুমকি দুটি : মারিয়ান গোরম্যান এবং ডানা ইভান্স।

এদের দুজনকেই হত্যা করার জন্য রওনা হয়ে গেছে সাইম।

তেইশ

কথাটা পুনরাবৃত্তি করল মারিয়াম : 'ওই লোকটা—এক চোখে কালো তাপ্পিঅলা, পিটার টেগার।'

স্তম্ভিত ডানা, 'আপনি শিওর?'

'ওই লোককে একবার দেখলে ভুলে না-যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

'আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করব,' দ্রুত ফোন তুলল ডানা, ডায়াল করল ম্যাট বেকারের নাম্বারে। ধরল তার সেক্রেটারি। 'মি. বেকারের অফিস।'

'ডানা বলছি। মি. বেকারের সঙ্গে কথা বলব। জরুরি।'

'একটু ধরুন, প্লিজ।'

এক মুহূর্ত বাদে ফোনে সাড়া দিল ম্যাট বেকার। 'ডানা—কোনো সমস্যা?'

গভীর দম নিল ডানা। 'ম্যাট, ক্লোয়ি হাউস্টনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে কে ছিল জানতে পেরেছি আমি।'

'আমরা জানি কে ছিল। ছিলেন—'

'পিটার টেগার।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাট।

'আমি কার্ল গোরম্যানের বোনের সঙ্গে এখন আছি। সেই হোটেল ক্লার্ক। কার্ল গোরম্যান দেখেছিল পিটার টেগার এলিভেটর থেকে নিজের হাতের ছাপ মুছে ফেলছে। ওই রাতেই মারা যায় ক্লোয়ি হাউস্টন। গোরম্যান টেগারকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য চিঠি লেখে। আমার ধারণা টেগার তাকে খুন করেছে। আমার সঙ্গে ক্যামেরা-ক্রু আছে। আমি এ স্টোরি নিয়ে অন এয়ারে যাব?'

'এখুনি কিছু করতে হবে না!' হুকুম দিল বেকার। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা। দশ মিনিট পরে আমাকে ফোন কোরো।'

ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ম্যাট, ছুটল হোয়াইট টাওয়ারের দিকে। লেসলিকে তার অফিসে পাওয়া গেল। 'লেসলি, তুমি ওই খবরটা ছাপিয়ো না—'

ঘুরল লেসলি, উঁচিয়ে দেখাল পত্রিকা : প্রেসিডেন্ট রাসেলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি।

'এই যে দ্যাখো, ম্যাট,' উল্লাস তার কণ্ঠে।

'লেসলি—একটা খবর আছে—'

'এ খবরটাই আমার দরকার ছিল,' মাথা ঝাঁকাল সে, 'বলেছিলাম তুমি ফিরে আসবে। তুমি থাকতে পারোনি। ফিরে ঠিকই এসেছ। এখান থেকে চলে যাওয়া খুব সহজ নয়, তাই না, ম্যাট? আমাকে তোমার প্রয়োজন। সব সময় প্রয়োজন।'

ম্যাট বেকার দাঁড়িয়ে ভাবছে : এ মহিলার হলটা কী? এমন হয়ে গেল কেন সে? ওকে রক্ষা করার এখনও উপায় আছে।

'লেসলি—'

'ভুল করেছ বলে বিব্রত হতে হবে না,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল লেসলি। 'তো, তুমি কী বলতে চেয়েছিলে?'

অনেকক্ষণ লেসলির দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাট বেকার। 'তোমাকে বিদায় বলতে এসেছিলাম, লেসলি।'

লেসলি দেখল ঘুরে দাঁড়াল ম্যাট, চলে গেল।

চব্বিশ

'আমার কী হবে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়ান গোরম্যান।

'ভয় নেই,' বলল ডানা। 'আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।'

চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত নিল সে। 'মারিয়ান, আমরা একটা লাইভ ইন্টারভ্যু করব। টেপটা পাঠাব এফবিআই'র কাছে। ইন্টারভ্যু শেষ করার পরে আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব।'

বাইরে তীক্ষ্ণ কিচ্‌চ্‌চ্‌ শব্দ তুলে একটি গাড়ি ব্রেক কষল।

মারিয়ান একলাফে চলে গেল জানালার পাশে। 'ওহ্, মাই গড!'

ডানা চলে এল ওর পাশে। 'কী হল?'

সাইম লোমবারডো নামছে গাড়ি থেকে। বাড়ির দিকে একবার তাকাল সে, পা বাড়াল দরজা অভিমুখে।

তোতলাতে লাগল মারিয়ান, 'যেদিন কার্ল খুন হয়ে যায় সেদিন এ লোকটা কার্লের ব্যাপারে আমার কাছে খোঁজ নিতে এসেছিল। আমি নিশ্চিত খুনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে।'

ডানা ফোন তুলে দ্রুত একটা নাম্বারে ডায়াল করল।

'মি. হকিন্সের অফিস।'

'নাদিন, এক্ষুনি মি. হকিন্সের সঙ্গে কথা বলা দরকার আমার।'

'উনি তো নেই। ফিরবেন প্রায়—'

'নেট এরিকসনকে ফোন ধরতে বলো।'

হকিন্সের সহকারী নেট এরিকসন সাড়া দিল। 'ডানা?'

'নেট—আমার আগে সাহায্য দরকার। আমার কাছে ব্রেকিং নিউজ স্টোরি আছে। লাইভ প্রচার চাই। এখুনি।'

'আমি পারব না,' আপত্তি জানাল নেট। 'টমের অনুমতি লাগবে।'

'অনুমতি নেয়ার সময় নেই,' বিস্ফোরিত হল ডানা।

জানালা দিয়ে ডানা দেখল সদর-দরজায় চলে এসেছে সাইম লোমবারডো।

নিউজভ্যানে বসে ঘড়ি দেখল ভারনন মিলস, 'আমরা ইন্টারভ্যু করব নাকি করব না? আমার একটা ডেট আছে।'

বাড়ির ভেতরে ডানা বলছে, এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, নেট। আমাকে লাইভ প্রচারের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। ফর গডস শেক, এখুনি করো।' ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে, চলে এল টিভিসেটের সামনে, চ্যানেল সিক্স ধরল।

টিভিতে নাটক দেখাচ্ছে। এক পৌঢ় এক তরুণীর সঙ্গে কথা বলছে।

'তুমি আমাকে কখনোই বোঝার চেষ্টা করোনি ক্রিস্টেন, করেছ কি?'

'সত্যি কথা হল আমি তোমাকে খুব ভালো বুঝতে পারি। এজন্যই আমি ডিভোর্স চাই, জর্জ।'

'কেউ আছেন?'

ডানা ঢুকে পড়ল বেডরুমে। সেট নিয়ে এসেছে ওখানে।

সদর-দরজায় কড়া নাড়ছে সাইম লোমবারডো।

'খুলবেন না,' মারিয়ানকে সাবধান করে দিল ডানা। চেক করে দেখল তার মাইক্রোফোন জ্যান্ত আছে কিনা। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ প্রকট হয়ে উঠল।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাই চলুন,' ফিসফিস করল মারিয়ান। 'খিড়কির দরজা দিয়ে—'

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড আওয়াজে খুলে গেল সদর-দরজা, সবেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল সাইম লোমবারডো। দরজা বন্ধ করল সে। তাকাল দুই নারীর দিকে। 'তোমরা দুজনেই আছ দেখছি।'

ডানা মরিয়া হয়ে তাকাল টিভিসেটের দিকে।

'দোষ যদি কারও হয়ে থাকে তো তুমিই দোষী, জর্জ।'

'হয়তো দোষ আমারই, ক্রিস্টেন।'

পকেট থেকে ২২ ক্যালিবারের একটা সেমি অটোমেটিক পিস্তল বের করল সাইম লোমবারডো। ব্যারেলে পেঁচাতে লাগল সাইলেন্সার।

'না।' বলল ডানা। 'তুমি পারো না—'

অস্ত্র তুলল সাইম। 'শাট আপ। বেডরুমে ঢোকো—যাও।' গুঙিয়ে উঠল মারিয়ান। 'ওহ্, মাই গড!'

'শোনো...' বলল ডানা। 'আমরা—'

'তোমাকে চুপ করে থাকতে বলেছি। এখন হাঁটো।'

ডানা টিভিসেটের দিকে তাকাল।

'আমি সবসময় আরেকবার সুযোগে বিশ্বাসী, ক্রিস্টেন, আমরা যা পেয়েছি তা হারাতে চাই না।'

সাইম হুকুম করল, 'তোমাদেরকে হাঁটতে বলেছি। বেডরুমে যাও।'

আতঙ্কিত দুই নারী বেডরুমের দিকে পা বাড়িয়েছে, কিনারে রাখা ক্যামেরার লাল লাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ। ক্রিস্টেন এবং জর্জের চেহারা পর্দা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল ঘোষকের চেহারা। 'আমরা এ অনুষ্ঠান আপাতত বন্ধ রাখছি হুইটন এলাকায় একটি ব্রেকিং লাইভ স্টোরি প্রচারের জন্য।'

নাটক বন্ধ হয়ে গেল, গোরম্যানের লিভিংরুম দেখা গেল টিভিপর্দায়। সামনে

ডানা এবং মারিয়ান, পেছনে পিস্তল হাতে সাইম লোমবারডো। নিজেকে টিভিতে দেখে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে।

'এ—এসব কী?'

নিউজ ভ্যানের টেকনিশিয়ানরা পর্দায় নতুন ছবি দেখতে পেয়ে নড়েচড়ে উঠল। 'মাইগড,' বলল ভারনন মিলস। 'লাইভ প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে!'

ডানা পর্দার দিকে একঝলক তাকিয়ে মনে-মনে প্রার্থনা করল। তারপর ফিরল ক্যামেরার দিকে। 'আমি ডানা ইভান্স। কয়েকদিন আগে খুন হয়ে যাওয়া কার্ল গোরম্যানের বাড়ি থেকে লাইভ প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এক লোকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যার কাছে তথ্য রয়েছে,' সাইমের দিকে ফিরল সে। 'তো—আপনি কি বলবেন সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল?'

প্যারালাইজড রোগীর মতো নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল সাইম, পর্দায় নিজেকে দেখেছে। ঠোঁট চাটল সে। 'হেই!' নিজের চেহারা দেখে পাঁই করে ঘুরল ডানার দিকে। 'এসবের মানে কী? এটা কী ধরনের খেলা?'

'এটা কোনো খেলা নয়। আমরা অন এয়ারে আছি, লাইভ। বিশ লাখ মানুষ আমাদেরকে দেখছেন।'

লোমবারডো টিভিপর্দায় নিজেকে দেখতে পেয়ে চট করে পিস্তল ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে।

ডানা মারিয়ান গোরম্যানের দিকে তাকাল একঝলক, তারপর চোখের কোণ দিয়ে দেখল সাইম লোমবারডোকে। 'কার্ল গোরম্যানের হত্যাকাণ্ডের জন্য পিটার টেগার দায়ী, তাই না?'

ড্যালি ভবনে নিক রিজ তার অফিসে বসে কাজ করছে, এক সহকারী ঢুকল ঝড়ের বেগে। 'জলদি টিভি খুলুন। ওরা গোরম্যানের বাড়িতে ঢুকেছে।' সে নিজেই টিভিসেট অন করে চ্যানেল সিক্স ঘোরাল। ছবি ফুটল পর্দায়।

'পিটার টেগার কি তোমাকে বলেছিল কার্ল গোরম্যানকে হত্যা করার জন্য?'

'এসব কী বলছ বুঝতে পারছি না। ছাতার টিভি বন্ধ করো নয়তো আমি—'

'নয়তো তুমি কী? বিশ লাখ লোকের সামনে আমাদেরকে খুন করবে?'

'সিশাস।' চেঁচিয়ে উঠল নিক রিজ, 'জলদি ওখানে পেট্রলকার পাঠাও!'

হোয়াইট হাউসের ব্লু-রুমে অলিভার এবং জ্যান WTE চ্যানেল দেখছে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে।

'পিটার!' ধীরে ধীরে বলল অলিভার। 'আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না!'

পিটার টেগারের সেক্রেটারি দ্রুত ঢুকল তার অফিসে, 'মি. টেগার, চ্যানেল সিক্সটা একবার দেখুন।' সে নার্ভাস ভঙ্গিতে একবার টেগারের দিকে তাকাল, তারপর চলে গেল।

পিটার মেয়েটির ত্রস্ত ভাবভঙ্গি দেখে বিস্মিত। সে রিমোট নিয়ে একটি বোতাম

টিপল। জ্যান্ত হয়ে উঠল টেলিভিশন!

ডানা বলছে, '... তাহলে পিটার টেগারই ক্লোয়ি হাউস্টনের মৃত্যুর জন্য দায়ী?'

'আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। তুমি টেগারকে জিজ্ঞেস করো।'

অবিশ্বাস নিয়ে টিভিসেটের দিকে তাকিয়ে থাকল টেগার। এ হতে পারে না! ঈশ্বর আমার সঙ্গে এরকম করতে পারেন না! লাফ মেরে খাড়া হল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে। ওরা আমাকে ধরতে পারবে না। আমি লুকিয়ে পড়ব! থেমে গেল সে। কোথায়? কোথায় লুকাব আমি? ধীরপায়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এল সে। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। অপেক্ষা করছে।

নিজের অফিসে সাক্ষাৎকারটি দেখছে লেসলি স্টুয়ার্ট। স্তম্ভিত। পিটার টেগার? না! না! না! লেসলি ঝট করে ফোন তুলল, একটা নাম্বার টিপল। 'লাইল! স্টপ দ্যাট স্টোরি! ওটা বাইরে যাবে না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? ওটা—'

লেসলি শুনল লাইল বলছে, 'মিস স্টুয়ার্ট, কাগজ তো একঘণ্টা আগেই ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনি বললেন...'

আস্তে আস্তে রিসিভার রেখে দিল লেসলি। ওয়াশিংটন ট্রিবিউন-এর হেডলাইনে তাকাল : **প্রেসিডেন্ট রাসেলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি**

মনে পড়ল জ্যোতিষীর কথা : আপনি এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বিখ্যাত হতে চলেছেন, মিস স্টুয়ার্ট। সারা বিশ্ব জানবে আপনার নাম।

আগামীকাল লেসলি সারাবিশ্বের হাসির পাত্রিতে পরিণত হবে।

গোরম্যানের বাড়িতে, সাইম লোমবারডো শেষবারের মতো উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকাল টিভিসেটের দিকে। বলল, 'আমি এসবের মধ্যে আর নেই।'

সে সদর-দরজা খুলল। দেখল কমপক্ষে আধডজন পুলিশের গাড়ি রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে।

পঁচিশ

ডালেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেফ কনরসের সঙ্গে কামালের প্লেন আসার জন্য অপেক্ষা করছে ডানা।

'ও এতদিন নরকের মধ্যে ছিল,' নার্ভাস ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করল ডানা। 'ও ঠিক অন্য ছেলেদের মতো নয়। আবেগ-অনুভূতি একটু কম ওর মধ্যে।' ডানা চাইছে জেফ যেন কামালকে অপছন্দ না করে।

জেফ ওর উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারল। 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ডার্লিং। আমি জানি ছেলেটা খুব ভালো হবে।'

'ওই যে ওর প্লেন এসে পড়েছে।'

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল ওরা। খুদে একটা বিন্দু আকাশের বুকে ক্রমে বড় হয়ে উঠে ৭৪৭ বোয়িং-এর আকার পেল।

ডানা শক্ত করে ধরল জেফের হাত। 'এসে পড়েছে ও।'

যাত্রীরা নামছে, ডানা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখছে তাদেরকে।

'কোথায় ও—?'

ওই যে সে। ডানা ওকে সারায়েভোতে যে-পোশাকটি কিনে দিয়েছিল তা পরে এসেছে কামাল। র‍্যাম্প ধরে ধীরগতিতে এগোল। ডানাকে দেখে থমকে গেল। দুজনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। তারপর নড়ে উঠল, ছুটে গেল দুজন দুজনের দিকে। ডানা জড়িয়ে ধরল কামালকে। কাঁদছে দুজনেই।

ডানা ধরাগলায় বলল, 'ওয়েলকাম টু আমেরিকা, কামাল।'

কামাল মাথা ঝাঁকাল শুধু। কিছু বলল না।

'কামাল, এ আমার বন্ধু জেফ কনরস।'

ঝুঁকল জেফ। 'হ্যালো, কামাল। তোমার কথা অনেক শুনেছি আমি।'

কামাল শক্ত করে জড়িয়ে থাকল ডানাকে।

'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, কামাল,' বলল ডানা, 'থাকবে না?'

মাথা ঝাঁকাল কামাল। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ডানাকে। ডানা ঘড়ি দেখল, 'চলো যাই। আমাকে আবার হোয়াইট হাউজে যেতে হবে। একটা বক্তৃতা কাভার করব।'

চমৎকার একটি দিন। গভীর, ঝকঝকে নীল আকাশ, পটোম্যাক নদী থেকে বইছে মৃদুমন্দ মিষ্টি বাতাস।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে রোজ গার্ডেনে, তিন ডজন সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে। ডানার ক্যামেরা প্রেসিডেন্টের দিকে নিবদ্ধ। জ্যানকে পাশে নিয়ে সে একটা বেদিতে দাঁড়ানো।

প্রেসিডেন্ট অলিভার রাসেল বলছে, 'আমি একটি জরুরি ঘোষণা দিতে এসেছি। এ মুহূর্তে সংযুক্ত আরব আমিরাতের লিবিয়া, ইরান এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসরায়েলের সঙ্গে চিরস্থায়ী একটি শান্তিচুক্তির বিষয়ে বৈঠক করছেন। আমি আজ সকালে খবর পেয়েছি বৈঠক সুচারুভাবে চলছে এবং আগামী দু-একদিনের মধ্যে চুক্তিটি সই হয়ে যাবে। এই বিশেষ প্রচেষ্টায় আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের জোর সমর্থন পেয়েছি।' পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের দিকে ফিরল অলিভার। 'সিনেটর টড ডেভিস।'

সিনেটর টড ডেভিস এগিয়ে এলেন মাইক্রোফোনের দিকে, পরনে চিরপরিচিত শাদা সুট, শাদা চওড়া কিনারাযুক্ত লেগহর্ন হ্যাট। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাসি দিলেন তিনি। 'আমাদের মহান দেশের জন্য এ সত্যি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আরব দেশগুলোর মধ্যে শান্তি আনার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি। কাজটি খুব কঠিন ছিল, তবে আমি সুখের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই আমাদের চমৎকার প্রেসিডেন্টের সাহায্যে এবং নেতৃত্বে আমাদের সে প্রচেষ্টা অবশেষে ফলপ্রসূ হতে চলেছে।' তিনি অলিভারের দিকে ঘুরলেন।

'শান্তি আনার জন্যে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন এজন্য আমাদের মহান প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দিত করা উচিত...'

ডানা ভাবছে, একটা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হতে চলল। হয়তো এটাই শুরু। হয়তো একদিন বড় বড় মানুষগুলো ঘৃণার বদলে ভালোবাসা দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করবে, গড়ে তুলবে একটি পৃথিবী যেখানে শিশুদের বোমা এবং মেশিনগানের অশ্লীল শব্দ শুনে বড় হতে হবে না, তাদের অঙ্গহানি হওয়ার ভয় থাকবে না। সে কামালের দিকে তাকাল। কামাল উত্তেজিত ভঙ্গিতে জেফের কানে কানে কী যেন বলছে। হাসল ডানা। জেফ ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। কামাল একজন বাবা পাবে। ওরা একটি চমৎকার পরিবার গড়ে তুলবে। আমি এত ভাগ্যবতী হলাম কী করে? ভাবল ডানা। সে মুচকি হেসে ক্যামেরার লেন্সে তাকাল।

'আমি ডানা ইভান্স, WTE, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বলছি...'